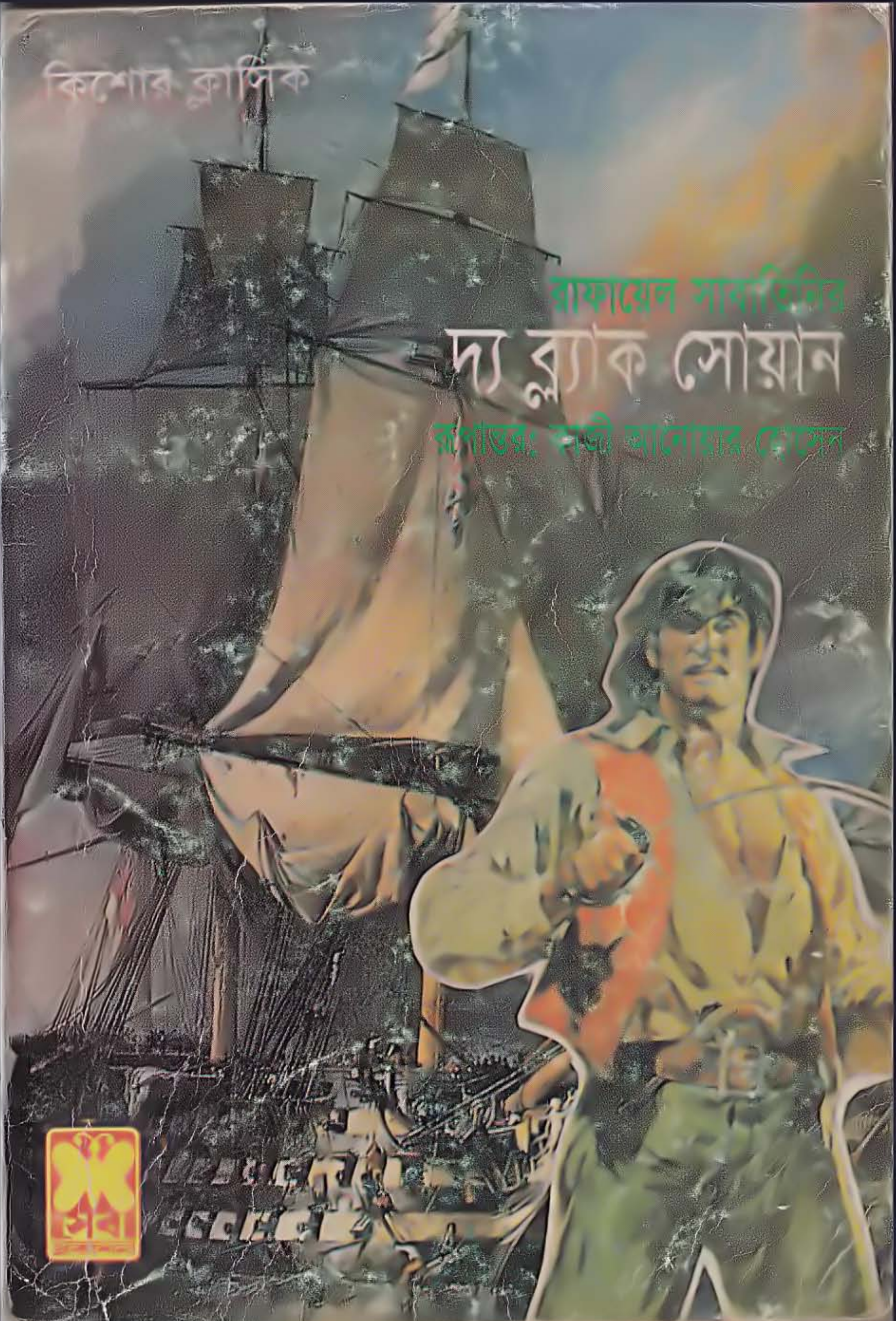
কিশোর ক্লাসিক
রাফায়েল সাবাতিনির
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

কিশোর ক্লাসিক

রাফায়েল সাবাতিনি

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

নীল নিলয়
ব্যক্তিগত লাইব্রেরী নিলয় চাকলাদার

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ক্লাসিক

লিউ ওয়ালেস
বেন-হার
অ্যানটনি হোপ
রুপার্ট অভ হেনতযাউ
স্যার ওয়াল্টার স্কট
আইভানহো
চার্লস নর্ডহফ ও
জেমস্ নরম্যান হল
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
লুইজা মে অ্যালকট
লিটল উইমেন
শেক্সপীয়ার
নাটক থেকে গল্প
ডব্লিউ. এম. থ্যাকারে
ভ্যানিটি ফেয়ার
আলেকজান্দার দ্যুমা
দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স
অ্যানি ফ্রাঙ্ক
অ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়েরী
জর্জ অরওয়েল
অ্যানিমেল ফার্ম

ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল
দ্য ম্যান হু লাফস্
হাঞ্চব্যাক অভ নটর ডেম
চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
দ্য পিকউইক পেপার্স
এমিলি ব্রনটি
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো
আঙ্কল টমস্ কেবিন
রাডইয়ার্ড কিপলিং
ক্যাপ্টেনস কারেজিয়াস
লর্ড লিটন
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড
মুন অভ ইজরাইল
ই. নেসবিট
দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

১
মেজর স্যান্ডসের সম্পদ

বার্বাডোজ থেকে যাত্রা শুরু করে খাওয়ার পানি নেয়ার জন্য ফোর্ট রয়ালে নোঙর ফেলেছে হলুদ রঙ করা, ছিমছাম, পাল তোলা জাহাজ সেন্টর [গ্রীক পুরানের এক বিচিত্র জীব বুক পর্যন্ত মানুষ, নিচের দিকটা ঘোড়া]। শুধু পানিই নয়, এই সুযোগে প্রচুর ফলমূল-তরিতরকারী কিনে নিচ্ছে নিগ্রো স্টুয়ার্ড ও বাবুর্চি।

জাহাজে ওঠার সিঁড়ির মাথায় কড়া ইস্তিরি দেয়া নীল কোট পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম – কোকো, মশলা আর আদা বিক্রেতা এক অতি আগ্রহী ইহুদিকে কিছুতেই উঠতে দেবেন না জাহাজে।

জেটিতে মৃদুমন্দ হাওয়ায় এপাশ-ওপাশ দুলছে অনেকগুলো জাহাজের উঁচু মাস্তুল। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শহর ফোর্ট রয়ালের সাদা বাড়িগুলো। উত্তরে নীল আকাশে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগ্নেয়গিরি মন্ট পেলে।

ক্যাপটেন ব্র্যানসামের দৃষ্টি কাকুতি-মিনতি রত ইহুদির ওপর থেকে বার বার স্থির হচ্ছে গিয়ে আধমাইল দূরে অগ্রসরমান একটা নৌকার ওপর। এইদিকেই আসছে ওটা। গরম পড়েছে খুব, কালো হ্যাটটা মাথা থেকে নামালেন তিনি, ভুরু থেকে আঙুল দিয়ে ঘাম ঝরিয়ে আবার চাইলেন লং বোটটার দিকে।

সেন্টরের পিছনে উঁচু ডেকে পুরনো পালের তৈরি চাঁদোয়ার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী, মিস প্রিসিলা হ্যারাডিন। আর

সারাক্ষণ চারপাশে ঘুরঘুর করে তার আরাম-আয়েশের তদারকি করছে মেজর স্যান্ডস্। গরম লাগছে তারও। গত পাঁচ বছর এই এলাকায় কাটিয়েও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি সে।

স্বেচ্ছায় বিদেশে চাকরি নিয়েছিল মেজর স্যান্ডস ভাগ্যক্রমে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে, এই আশায়। তাছাড়া তার বাবা যখন ওদের উইল্টশায়ারের এস্টেটটা জুয়া আর মদের পিছনে উড়িয়ে দিল, এছাড়া তার আর কোন উপায়ও ছিল না।

মেজর সংযত চরিত্রের মানুষ–ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা, হিসেবি। সেই সঙ্গে কিছুটা বুদ্ধির ছিটেফোঁটা থাকলেই যে-কোনও মানুষ জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধাতা ওই জিনিসটা একেবারেই দেননি তাকে, এমন কি বুদ্ধির যে অভাব আছে তা টের পাওয়ার ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আশা পূর্ণ হতে চলেছে অন্তত এটাই তার বিশ্বাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজে সে এসেছিল ঐশ্বর্যের অন্বেষণে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে হাতের মুঠোয় এসে গেছে সেটা।

ঐশ্বর্যটি, যেটা সে পেয়ে গেছে, বা যখন খুশি চাইলেই নিজের দখলে নিতে পারে; সেটি এখন শুয়ে আছে পালের কাপড় দিয়ে তৈরি চাঁদোয়ার নিচে। মেয়েটি রূপে-গুণে অতুলনীয়। সোনালী চুলের নিচে যে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি মস্তিষ্ক আছে, তা বোঝা যায় ওর ঝকঝকে নীল চোখের দিকে চাইলে। এই মুহূর্তে মেয়েটি হাতে ধরা পাখাটা দোলাচ্ছে অল্প অল্প।

ওর বাবা, স্যার জন হ্যারাডিন, মেজর স্যান্ডসের মত একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন দেশ ছেড়ে এত দূরে। তাঁরও সম্পদের ভাণ্ডার তলায় এসে ঠেকেছিল। নিজের এবং মাতৃহারা একমাত্র সন্তান এই মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের ক্যাপটেন-জেনারেলের পদটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কলোনির যে-কোনও বুদ্ধিমান গভর্নরের জন্য প্রতি পদে অঢেল সম্পদ আহরণের সুযোগ রয়েছে। চাকরি-জীবনের ছয়টি বছর তিনি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন – তারপর হঠাৎ জ্বরে পড়ে অকালে মারা গেছেন। কিন্তু ততদিনে মেয়ের জন্যে কেন্টে বিশাল এক সম্পত্তির ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কে

প্রচুর টাকা জমা হয়ে গেছে।

মৃত্যুর আগে তিনি মেয়েকে বলে গেছেন, দেশে ফিরে তাঁর বোনের কাছে গিয়ে উঠতে, তার কথা মত চলতে।

বাবাকে হারিয়ে একজন সুবন্ধু হারাল প্রিসিলা। তবে গভীর বিষাদে তলিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ ও বন্ধুত্ব দিয়ে রক্ষা করেছে মেজর স্যান্ডস্।

বার্থোলোমিউ স্যান্ডস ছিল ক্যাপটেন-জেনারেলের সেকেন্ড-ইন -কমান্ড। গভর্নর হাউজেই থাকত সে, ফলে গত কয়েক বছরে প্রিসিলা তাকে পরিবারের একজন বলেই মনে করতে শুরু করেছিল। বিপদের সময় লোকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় কৃতজ্ঞচিত্তে তার ওপর নির্ভর করতেও শুরু করল। ফলে আশার আলো জ্বলে উঠল মেজর স্যান্ডসের বুকে। স্যার জনের মৃত্যুর পর তাকে যে অ্যান্টিগুয়ার গভর্নর করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার মাথাতেও আছে। যদিও তার ধারণা এ-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল তার। কিন্তু এ তো জানা কথাই যে, দেশ থেকে এখন একজন অনভিজ্ঞ, অযোগ্য লোক বাছাই করে বসিয়ে দেয়া হবে তার মাথার ওপর।

এটা বোঝার পরই মনস্থির করে ফেলেছে স্যান্ডস, তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব এখন মিস্ প্রিসিলার সেবা করা। এই কথা বলে মেয়েটার কাছে সে একজন নিঃস্বার্থ, মহান ব্যক্তির সম্মানও আদায় করে নিয়েছে। মেয়েটি এখন তার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। প্রিসিলার ধারণা, তার বাবার মৃত্যুর পর ওই পদে স্বাভাবিক ভাবে স্যান্ডসেরই বসার কথা। এই ভুল ভাঙানোর কোনও আগ্রহ বোধ করেনি মেজর স্যান্ডস। বরং ভাব দেখিয়েছে, প্রিসিলার ভালমন্দ দেখা তার কাছে গভর্নর হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাকে এখন ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে, এই দীর্ঘ যাত্রায় কত রকম আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। অরক্ষিত অবস্থায় একা একা তাকে সে কিছুতেই এত দূরের পথে যেতে দিতে পারে না। যদিও এখানের কাজ ফেলে প্রিসিলাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ায় গভর্নরশিপের পদটা তাকে হারাতে হচ্ছে, কিন্তু প্রিসিলার প্রতি

তার যে দায়িত্ব সেটা এসবের চেয়ে অনেক বড়। এমন কি ওর বাবা বেঁচে থাকলে এটাই সমর্থন করতেন।

প্রিসিলার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ক্যাপটেন গ্রের হাতে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সেন্টরে চেপেছে সে। সঙ্গে অবশ্য নিগ্রো এক চাকরানী ছিল, কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় মহিলা এতই অসুস্থ হয়ে পড়ল যে তাকে বার্বাডোজে নামিয়ে দিতে হয়েছে। এর ফলে স্যান্ডস আরও খুশি, মেয়েটিকে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মাধ্যমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার সাধনায় আর কোন ছেদ পড়বে না।

অনেক ভেবে সেন্টরকে পছন্দ করেছে মেজর স্যান্ডস: জাহাজটা ছিমছাম, কেবিনগুলো প্রশস্ত, সমুদ্রযাত্রার জন্য খুবই উপযোগী। অবশ্য দেশে রওনা হওয়ার আগে ক্যাপ্টেন ব্যক্তিগত কাজে দক্ষিণে বার্বাডোজের দিকে নিয়ে যাবে জাহাজ, তবে তাতে বরং তার লাভই; তাড়াহুড়ো তার পছন্দ নয়, ধীরে-সুস্থে প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্যার জন হ্যারাডিনের উত্তরাধিকারীর মনটা নিজের দিকে ফেরাতে হলে যাত্রা যত ধীর হয় ততই ভাল। সুযোগ একটা এসেছে বটে, কিন্তু সেটা নিজের অনুকূলে আনতে হলে কিছুটা সময় তো দরকারই।

মেয়েটিকে জয় করবার প্রধান বাধা তার বয়স। এ-বাধা অতিক্রম করতে হলে যে তার বেশ অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হবে, তা সে ধরেই নিয়েছে।

এখনও পঁচিশ হয়নি মিস প্রিসিলার, আর মেজর স্যান্ডসের বয়স বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে – সোনালী পরচুলার নিচে চাঁদিটা প্রায় ফরসা। প্রথম দিকে মেয়েটির ব্যবহারে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তার বয়স সম্পর্কে ওর ধারণা স্পষ্ট, তাকে বাপ-চাচাদের পর্যায়ে বসিয়ে রীতিমত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমীহ করছে। ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে সে এখন অনেক কৌশলে, সূক্ষ্ম আকার-ইঙ্গিতে মেয়েটিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এটা তেমন বড় কোন বাধা নয়। এখন এই দীর্ঘ যাত্রায় সে আশা করছে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারবে। প্লিমাউথ রোড্সে নোঙর ফেলার আগেই যদি এই আকর্ষণীয়, সম্পদশালী, অপূর্ব সুন্দর মেয়েটির মন তার দিকে ফেরাতে না পারে,

তাহলে তার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। এই আশাতেই হিসেব কষে সে অ্যান্টিগুয়া ছেড়েছে। তবে জুয়ায় আস্থা নেই মেজর স্যান্ডসের – নিজের ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যে কাজে হাত দিয়েছে তাতে সে সফল হবেই হবে। মেয়েটির আরাম-আয়েশের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সে: একটু আগে বালিশ এনে দিয়েছে কেবিন থেকে, এ-মুহূর্তে রূপোর কৌটোয় করে বিখ্যাত পেরুভিয়ান মিষ্টান্ন এনে ধরেছে মেয়েটির মুখের সামনে। মেয়ের মন না গলে যাবে কোথায়?

'আপনি আমার জন্যে এত করছেন, মেজর স্যান্ডস,' মিষ্টি হেসে বলেছে প্রিসিলা, 'যে ফিরিয়ে দিলে খারাপ দেখায়। কিন্তু…' মাথা নাড়ল সে এপাশ-ওপাশ।

কপট রাগ দেখাল মেজর। 'আমাকে যদি সারাক্ষণ *মেজর স্যান্ডস* বলে ডাকতে থাক, তাহলে যাও, তোমার জন্যে আর কখনও কিছু আনব না। আপন লোকেরা আমাকে বার্থোলোমিউ বলে ডাকে। বুঝলে, বার্থোলোমিউ।'

'সুন্দর নাম,' বলল মেয়েটি। 'তবে বেশি সুন্দর, আর অতিরিক্ত লম্বা। এই গরমে উচ্চারণ করার পক্ষে বেশ কঠিন।'

আগ্রহের আতিশয্যে মেয়েটির কণ্ঠে হালকা ব্যঙ্গের আভাস টের পেল না মেজর। বলল, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে বার্ট বলে ডাকে। তুমি ইচ্ছে করলে ওই নামেই আমাকে ডাকতে পার, প্রিসিলা, সে অধিকার আমি দিচ্ছি তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, বার্ট,' মৃদু হেসে বলল মেয়েটা। 'আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

জাহাজের ঘণ্টিঘর থেকে দুটো করে চারবার ঘণ্টা বাজল। উঠে বসল মেয়েটা। 'আশ্চর্য! আটটা ঘণ্টা পড়ল, অথচ আমরা এখনও এখানে! ক্যাপটেন তো বলেছিলেন আরও আগেই আমাদের রওনা হয়ে যাওয়ার কথা। এত দেরি কিসের?'

উঠে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল প্রিসিলা। মেয়েটার পাশে ছায়ার মত লেগে থাকল মেজর স্যান্ডস। পিছনের খোলা ডেক থেকে দেখা গেল,

হতাশ ইহুদি ফিরে যাচ্ছে ঘাটে, অন্যান্য বিক্রেতারাও পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে এতক্ষণ যে লং বোটটা দেখছিলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম, সেটা এসে ভিড়ছে এখন জাহাজের গায়ে।

নৌকার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে রূপার লেস লাগানো হালকা নীল টাফেটার স্যুট পরা দীর্ঘ, ঋজু, শক্তিশালী এক লোক। কালো হ্যাটে গোঁজা একটা উটপাখির পালক। দস্তানা থেকেও ঝুলছে অনেকগুলো সূক্ষ্ম লেস।

'আজিব চিড়িয়া!' সাজগোজের বাহার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে মেজর স্যান্ডস। বলে উঠল, 'কে হতে পারে লোকটা?'

আরও অবাক হয়ে গেল সে, যখন দেখল আশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গিতে মই বেয়ে উঠে এল লোকটা। তার পিছনে একজন দো-আঁশলা লোক হালকা মালপত্র বয়ে আনছে। একটা চামড়ার থলে বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করল মেজরের – পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওতে ঠাসা রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা। কয়েকটা পিস্তলের রূপালি বাঁটও দেখা গেল মালপত্রের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আগন্তুক কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে, তারপর ক্যাপটেনের অভিবাদনের জবাবে মাথা থেকে হ্যাট খুলে সামনে ঝুঁকে সম্মান জানাল।

ক্যাপটেন একটা হাঁক ছাড়তেই দুজন লোক মেইন হ্যাচ থেকে ক্যানভাসের ফিতে এনে ঝুলিয়ে দিল জাহাজের কিনারা দিয়ে নিচে। একটু পরেই দেখা গেল বড়সড় দুটো বাক্স টেনে তোলা হচ্ছে ডেকের ওপর।

'লোকটা থাকবে বলে মনে হচ্ছে,' বলল মেজর স্যান্ডস।

'চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও লোক,' বলল প্রিসিলা।

কথাটা পছন্দ হলো না মেজরের। বলল, 'তুমি বাইরের জাঁক-জমক দেখে বিচার করছ, প্রিসিলা। বাইরের সাজ আসলে ধোঁকা দেয়। সঙ্গের লোকটাকে খেয়াল করে দেখো, ঠিক যেন জলদস্যু।'

'আমরা ইন্ডিজে রয়েছি, বার্ট,' বলল মেয়েটি।

'তা রয়েছি। সেজন্যেই তো বলছি, এখানে ওই বীরপুঙ্গবকে একেবারেই মানাচ্ছে না। ভাবছি, কে হতে পারে লোকটা!'

বোসানের তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে উঠল এ সময়, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল জাহাজের খালাসীরা। নোঙর তোলার আওয়াজ এল। একদল ছুটেছে পাল তোলার জন্য। মেজর বুঝতে পারল এই লোকটির জন্যেই এতক্ষণ থেমে ছিল জাহাজ, দেরি করা হচ্ছিল একেই তুলে নেয়ার জন্যে। দ্বিতীয়বারের মত উত্তর-পুবের বাতাসকে প্রশ্ন করল সে, 'ভাবছি, কে এই লোক?'

স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছে মেজর স্যান্ডস সেন্টরে তৃতীয় একজন যাত্রী ওঠায়। এর ফলে বিঘ্ন হবে প্রিসিলার সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গ, নিভৃত আলাপচারিতায়।

২

মশিয়ে দো বাখনি

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডিনারে বসে জানা গেল নবাগতর পরিচয়। কিন্তু জানার চেয়ে অনেক বেশি অজানা রয়ে গেল রহস্যময় লোকটা। কৌতূহল নিবৃত্ত না হয়ে বরং আরও বেড়ে গেল কয়েকগুণ।

ক্যাপটেন ব্র্যানসাম পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের সবার। নামটা: মশিয়ে চার্লস দো বাখনি। বোঝা গেল ভদ্রলোক ফ্রেঞ্চ, তবে এত সুন্দর উচ্চারণে সাবলীল ইংরেজি বলে যে কথা শুনে বিদেশী বলে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য খুব খেয়াল করলে কাঁধ ঝাঁকানোর ভঙ্গি, সৌজন্য প্রকাশের আতিশয্য ও খোলামেলা আচরণ থেকে আঁচ করা যায় যে লোকটা ইংরেজ নয়। প্রথম দর্শনেই এই সুদর্শন বিদেশীকে অপছন্দ

হয়েছে মেজর স্যান্ডসের, পরিচিত হয়ে সেটার মাত্রা কিছুটা বাড়ল শুধু। বিদেশী সবকিছু তার দুচোখের বিষ।

মশিয়ে দো বাখনি খুবই লম্বা বলে কিছুটা চিকন দেখায়, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে লোকটা অত্যন্ত শক্তিশালী। বয়স পঁয়ত্রিশের নিচেই। চেহারাতে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে – তেমনি চোয়ালের উঁচু হাড়, পুরু ঠোঁটের ওপর ছোট্ট কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো ভ্রূর নিচে গাঢ় আয়ত চোখ, এমনিতে কোমল দৃষ্টি, কিন্তু কারও দিকে সরাসরি তাকালে সে বিব্রত, বিচলিত হয়ে পড়ে।

সহযাত্রীদের কৌতূহল মেটাবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না নবাগতর মধ্যে। অতি সৌজন্য প্রকাশের মাধ্যমে আড়াল করে রাখল সে নিজেকে। মনে হলো আপন চিন্তায় মগ্ন। গন্তব্য সম্পর্কে ক্যাপটেনের সঙ্গে একটু আগে যা আলাপ হচ্ছিল তার সূত্র ধরল সে প্রথম সুযোগেই।

'বেশ তো, না হয় ম্যারিগ্যালান্তে জাহাজ না-ই নিলেন, একটা বোটে করে তো আমাকে তীরে পৌঁছে দিতে পারেন।'

'আপনি আমার অসুবিধে ঠিক বুঝতে পারছেন না,' বললেন ক্যাপটেন। 'গুয়াডিলুপের দশ মাইলের মধ্যে যাচ্ছি না আমি। বিপদ যদি ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে তার মোকাবিলা করতে রাজি আছি আমি, কিন্তু নিমন্ত্রণ করে বিপদ ডেকে আনতে রাজি নই। এটাই আমার জীবনের শেষ যাত্রা, আমি চাই এটা নিরাপদ যাত্রা হোক। ডেভনে আমার স্ত্রী আর চার বাচ্চা আছে, বাকি জীবন আমি ওদের সঙ্গে কাটাতে চাই। গুয়াডিলুপ হচ্ছে জলদস্যুদের আস্তানা, ওর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। সেইন্ট ক্রয় পর্যন্ত যাওয়ায় রাজি হওয়া যায় বড় জোর, তবে সেটাও আমি নিরাপদ বলে মনে করি না।'

'তাই বুঝি?' মৃদু হেসে নাক সিটকাল ফরাসী লোকটা ছি-ছি করার ভঙ্গিতে, অপর হাতে ধরা গ্লাস থেকে মদ পান করল।

খেপে গেলেন ব্র্যানসাম। 'আপনি হাসতে পারেন, মোশো, কিন্তু আমার হাসি আসছে না। আপনাদের ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই তো পোষে ওই ডাকাতদের। যাক, বেশি কথার দরকার নেই, সেইন্ট

ক্রয় পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাব বলেছি, ব্যস, ওই পর্যন্তই। আমাকে কেটে ফেললেও গুয়াডিলুপে যাব না।'

নড়ে উঠল প্রিসিলা, ঝুঁকে এল সামনে। 'আপনি জলদস্যুর কথা বলছেন, ক্যাপটেন ব্র্যানসাম?'

'হ্যাঁ!' জবাব দিলেন ব্র্যানসাম, 'যা বলেছি সত্য বলেছি।'

প্রিসিলা ভয় পেয়েছে মনে করে আলোচনায় প্রবেশ করল মেজর। 'এসব কথা মেয়েদের সামনে না বলাই ভাল। তবে আজকাল আর বাচ্চাদেরও ভয় দেখানো যায় না এসব বলে।' রেগে গিয়ে ভুরু কুঁচকে "হুঁহ্" করে উঠলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। কিন্তু পরোয়া না করে বলেই চলল মেজর, 'জলদস্যুদের দিন অতীত হয়ে গেছে।'

লাল হয়ে উঠল ক্যাপটেনের মুখটা। রাগ সামলে নিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'তা বটে। আজকের ক্যারিবিয়ান আসলে ইংলিশ লেকের মতই নিরাপদ!' তারপর পূর্ণ মনোযোগ দিলেন প্লেটের দিকে।

এবার মেজর স্যান্ডস ধরল মশিয়ে দো বাখনিকে। 'তাহলে সেইন্ট ক্রয় পর্যন্ত যাচ্ছেন আপনি আমাদের সঙ্গে?'

'তার বেশি নয়,' সংক্ষেপে জবাব দিল মশিয়ে দো বাখনি।

এর অর্থ : আমাকে ঘাঁটিয়ো না। কিন্তু সে ইঙ্গিত বুঝল না মেজর, জিজ্ঞেস করল, 'সেইন্ট ক্রয়ে কাজ আছে বুঝি আপনার?'

'না, কাজ নেই। একটা জাহাজ দরকার। ফ্রান্সে যাব।'

লোকটার বোকামি দেখে অবাক হয়ে গেল মেজর। বলল, 'কিন্তু এই চমৎকার জাহাজে করেই তো আরামসে প্লিমাউথ পর্যন্ত যেতে পারেন আপনি, তারপর ওখান থেকে একটা বোট নিয়ে চ্যানেল পেরোলেই ফ্রান্স।'

'ঠিক,' বলল মশিয়ে দ্য বাখনি। 'ঠিক বলেছেন। কথাটা মাথায় আসেনি আমার।'

এবার ভয় পেল মেজর স্যান্ডস। বিশেষ করে তার কথার সূত্র ধরে প্রিসিলা যখন জানতে চাইল, 'তাহলে আপনি থাকছেন আমাদের সঙ্গে, মশিয়ে?' মেজরের মনে হলো নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে সে।

মেয়েটির দিকে স্থির, জ্বলজ্বলে চোখে চাইল মশিয়ে দো বাখনি, মুখে মধুর হাসি। 'বিশ্বাস করুন, মাদামোয়াযেল, আপনি চাইলে যে-কেউ বাধ্য হবে তাই করতে।'

কথা শুনে আত্মা চমকে গেল মেজরের, নাক ঝেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু না, লোকটার পরবর্তী কথায় আশ্বস্ত হলো সে আবার। লোকটা বলছে, 'কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমার এক বন্ধু অপেক্ষা করছে সেইন্ট ক্রয়ে, তার সঙ্গে আমার ফ্রান্সে যাওয়ার কথা।'

'তবে যে গুয়াডিলুপে নামতে চাইছিলেন?' ফস্ করে বলে বসল মেজর। 'সেইন্ট ক্রয়ে তো নামতে বাধ্য হচ্ছেন আপনি ক্যাপটেন কিছুতেই রাজি না হওয়ায়, তাই না?'

কথার গরমিল ধরিয়ে দিয়ে মশিয়ে দো বাখনিকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে গেল মেজর। ধীর ভঙ্গিতে তার দিকে ফিরল ফরাসী লোকটা, হাসিটা রয়েছে মুখে, কিন্তু মাধুর্য হারিয়ে সে হাসিতে রয়েছে এখন একটা আমুদে তিরস্কারের ভঙ্গি।

'ভদ্রতার খাতিরে মহিলাকে বলা কোনও কথার দোষ কি ধরতে আছে, মেজর স্যান্ডস? আসলে বলতে চাইছি, সহৃদয় মানুষের আচরণ কি বলা যায় একে?'

লজ্জা পেল মেজর স্যান্ডস ফরাসী লোকটার মুখে করুণার হাসি দেখে। অস্বস্তি বোধ করছে। ফট্ করে বলে বসল, 'মিথ্যাচারের কারণটা কি, মশিয়ে?'

'তাহলে বলুন, ভদ্রতারই বা কারণ কি? সৌজন্যের খাতিরে বলা কোনও কথাকে ইচ্ছে করলেই মিথ্যা বলা যায়। যার যেমন অভিরুচি। নির্দোষ কপটতার দায় যদি আমার ওপর চাপাতে চান, তাহলে আপনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন কর্কশ সারল্যের দায়ে দোষী হিসেবে। আমরা কেউ কারও চেয়ে কম দোষী নই।'

'একথা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না,' বলল স্যান্ডস। 'মেরে ফেললেও না।'

'তাহলে মাদামোয়াযেলই বলুন, কে বেশি দোষী,' হাসতে হাসতে বলল মশিয়ে বাখনি।

কিন্তু সোনালী মাথাটা নাড়ল মিস্ প্রিসলি। 'উঁহুঁ! তাহলে আপনাদের যেকোন একজনের বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে আমাকে। বড়ই অপছন্দনীয় কাজ।'

'আপনাকে জড়ানো ভুল হয়েছে আমার, দয়া করে মাফ করবেন। ব্যাপারটা তাহলে অমীমাংসিতই থাক।' বলেই ক্যাপটেন ব্র্যানসামের দিকে ফিরল ফ্রেঞ্চম্যান। 'আপনি কি ডোমিনিকায় থামছেন, ক্যাপটেন?'

এরপর অন্য খাতে বইল আলাপচারিতা। অস্বস্তির সঙ্গে টের পেল মেজর স্যান্ডস, কিভাবে যেন হারিয়ে দিয়েছে তাকে ফরাসী লোকটা। ডিনারের পর প্রিসিলাকে পিছনের ডেকে একা পেয়ে বলল মেজর, 'মনে হচ্ছে, মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ায় আমার ওপর রেগে গেছে ফরাসী লোকটা।'

ডিনার-টেবিলে ফরাসী লোকটার প্রতি মেজরের খারাপ আচরণ ক্ষুব্ধ করেছে প্রিসিলাকে। আবার এখন সেই প্রসঙ্গ তোলায় খুবই বিরক্ত হলো সে।

'কই, ধরা পড়ল কখন?' বলল ও, 'আমি তো খেয়াল করিনি!'

'কী বলছ তুমি...' চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মেজরের। তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। 'তুমি খেয়ালই করোনি? উল্টোপাল্টা কথা বলছিল তো লোকটা। আমি ওর চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমার সঙ্গে ধানাই-পানাই চলবে না। ধরা পড়ে রেগে গেছে ব্যাটা।'

'রাগটা বড় সুন্দর ভাবে গোপন করেছেন ভদ্রলোক,' বলল প্রিসিলা।

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, কপটতা ভাল জানে। তবে আমি ঠিক কায়দা মতই চেপে ধরেছিলাম। একেবারে টুঁটি টিপে। আসলে ও গুয়াডিলোপে যেতে চায়। কেন? কি গোপন করছে লোকটা উল্টোপাল্টা কথা বলে?'

'সে যাই হোক, ও নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তুমি খুব সহজ ভাবে নাও সবকিছু। কিন্তু আমি একজন সরকারী অফিসার, আমার তো তা করলে চলে না, প্রিসিলা। এদিকের সাগরে কি চলছে খোঁজ-খবর নেয়া আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

'এত ভাবনার কি আছে? দুদিন পর লোকটা নেমেই তো যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কি হলো বুঝলাম না,' বিরস কণ্ঠে বলল প্রিসিলা। 'মশিয়ে দো বাখনির মত একজন প্রাণবন্ত মানুষ থাকলেই বরং যাত্রাটা আনন্দে কাটত, ধন্যবাদ দেয়া যেত ঈশ্বরকে।'

কপালের মাঝখানে উঠে গেল মেজরের ভ্রূ জোড়া। 'বল কি! ওকে প্রাণবন্ত মনে হয়েছে তোমার?'

'আপনার মনে হয়নি? আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আপনার প্রতিটা আক্রমণ প্রতিহত করেননি উনি?'

'বুদ্ধিমত্তা! হায়, খোদা! একটা মিথ্যে বলতে গিয়ে যে-লোক লেজে-গোবরে করে ফেলে তার মধ্যে তুমি বুদ্ধিমত্তা খুঁজে পেলে!'

কালো একটা হ্যাট দেখা গেল কোয়ার্টারডেকে। কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে উঠে আসছে মশিয়ে দো বাখনি আফটার ডেকে। মেজরের কাছে এটাকে মনে হলো অনাহূত অনুপ্রবেশ, কিন্তু প্রিসিলার চোখজোড়া খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল তাকে দেখে। একপাশে একটু সরে বসার জায়গা করে দিল সে মশিয়ে বাখনিকে। লোকটাকে সে-জায়গায় বসতে দেখে বুকের ভিতরটা পুড়তে শুরু করল মেজরের, কিন্তু মুখের চেহারায় ঠাণ্ডা, পরিশীলিত একটা ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করল সে।

মার্টিনিক এখন ঝাপসা মত দেখা যাচ্ছে দিগন্তে। সব কটা পাল তুলে তরতর করে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে সেন্টর উত্তর-পুবের ঝিরঝিরে অনুকূল হাওয়া পেয়ে। মশিয়ে দো বাখনি বলল, 'এই বাতাসটা পাওয়ায় সুবিধে হয়েছে অনেক, এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। বছরের এই সময়টায় সাধারণত উত্তরা বাতাস বয়। পুবের ধাক্কাটা বজায় থাকলে আগামীকাল ভোরের আগেই ডোমিনিকা ছেড়ে অনেক দূরে সরে যাবে জাহাজ।

পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় মেজর। মশিয়ে দো বাখনিকে নিজের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চাইল। 'আমি অবাক হচ্ছি, গুরুত্বহীন একটা ফরাসী বন্দর রোসোতে কেন চলেছে ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। ওখানে তো জনা কয়েক ক্যারিব ছাড়া আর কিছুই নেই।'

চট্ করে উত্তর দিল মশিয়ে বাখনি। 'সাধারণ কার্গোর বেলায়

আপনার কথাটা ঠিকই আছে, মেজর; রোসোয় যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু যে ক্যাপটেন কোম্পানির অনুমতি নিয়ে নিজেও কিছু কিছু ব্যবসা করে, তার জন্যে এ জায়গা খুবই লাভজনক হতে পারে। সম্ভবত এই জন্যেই ওদিকে চলেছে ক্যাপটেন ব্র্যানসাম।'

আন্দাজটা যে সঠিক, তা বোঝা গেল পরদিন। রোসোয় নোঙর ফেলেই চামড়া কিনতে ছুটলেন ব্র্যানসাম। মার্টিনিকের তুলনায় অর্ধেক দাম এখানে চামড়ার। প্রচুর জায়গা রয়েছে জাহাজের হোল্ডে, ঠেসে ভরা হবে যতটা পারা যায় – ইংল্যান্ডে অনেক দাম পাওয়া যাবে এ চামড়ার।

দরদাম করে চামড়া কিনতে দু-একদিন দেরি হবে এখানে। তাই মশিয়ে দো বাখনি ডাঙায় গিয়ে গ্রাম থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিল সহযাত্রীদের। এক কথায় রাজি হয়ে গেল প্রিসিলা ফলে মেজর স্যান্ডসকেও যেতে হলো সঙ্গে।

তিনজনের জন্যে তিনটে ঘোড়া ভাড়া করা হলো। সহকারী হিসেবে সঙ্গে গেল দো বাখনির দো-আঁশলা ব্যক্তিগত পরিচারক, পিয়েখ। ওরা দেখতে চলল ডোমিনিকার বিখ্যাত ফুটন্ত লেক, আর লেইউ নদীর দুই তীরের ফসলী জমি।

সঙ্গে পাহারাদার নেয়ার জন্যে জেদ ধরেছিল মেজর, কিন্তু প্রস্তাবটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল দো বাখনি। তার বক্তব্য: ডোমিনিকার ক্যারিবরা অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র ও বন্ধুবৎসল লোক; ওদের তরফ থেকে ক্ষতি হওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই।

'যদি তা না হতো,' জোরের সঙ্গে বলল সে, 'তাহলে জাহাজের সমস্ত লোক একসঙ্গে চেষ্টা করেও আমাদের রক্ষা করতে পারত না। আর আমিও কিছুতেই দ্বীপটা ঘুরে দেখার প্রস্তাব দিতাম না।'

দুজনের মাঝখানে চলেছে প্রিসিলা। কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে মূলত বুদ্ধিমান, সুরসিক দো বাখনির সঙ্গেই। হাসি-গল্পে জমিয়ে রাখল লোকটা সারা দিন। ভেতর ভেতর যন্ত্রণা বোধ করলেও সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মেজর স্যান্ডসের। একমাত্র সান্ত্বনা: দু-একদিনেই বিদায় হবে আপদ।

প্রিসিলা এই লম্বা ঠ্যাঙের কুড়াল-মুখো লোকটার মধ্যে এত কি পেল তা ওর মাথায় ঢুকছে না। ওর চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময় খেলা করতে দেখেছে মেজর। যেন জ্বলজ্বলে ব্যক্তিত্বের সামনে পড়ে ধাঁধিয়ে গেছে ওর চোখ। এই লোকের সংস্পর্শে বেশি দিন থাকলে কি ঘটতে পারত, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে সে ক্ষণে ক্ষণে। খোদাকে ডাকছে, প্রিসিলার বিশাল সম্পত্তির কথা যেন ব্যাটা টের না পায়, তাহলে এ জোঁককে সহজে আর ছাড়ানো যাবে না – নিজেকে দশগুণ আকর্ষণীয় করে তুলে ধরবে মেয়েটার সামনে।

লোকটা যে একজন ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে ভবঘুরে তাতে কোন সন্দেহ নেই মেজর স্যান্ডসের। তার ধারণা, এক নজর দেখেই যে-কোনও লোকের চরিত্র বোঝার ক্ষমতা সে রাখে। এই লোকটাকে চিনতে তার ভুল হয়নি। এ যে ভাগ্যান্বেষী এক সুযোগসন্ধানী, তার প্রমাণ পেয়ে গেল সে সেই সন্ধ্যাতেই।

জেটিতে পৌঁছে ঘোড়াগুলো ফেরত দেয়ার সময় একজন রুক্ষ চেহারার লোক, অপরিষ্কার জামায় যার মদ আর তামাকের গন্ধ, ক্যাপটেন ব্র্যানসামের সঙ্গে চামড়া নিয়ে দরকষাকষি করতে করতে হঠাৎ থমকে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল দো বাখনির মুখের দিকে। তারপর তার ভাঁজপড়া মুখে দুর্বোধ্য এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। মাথা থেকে তোবড়ানো টুপিটা সরিয়ে কিছুটা যেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল দো বাখনিকে।

'আরে! কী আশ্চর্য! তুমি সেই দো বাখনি না?'

থমকে দাঁড়াল দো বাখনি, তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, 'তাই তো মনে হয়! তুমি বুড়ো মরনি দেখছি এখনও? তা ব্যবসা কেমন চলছে তোমার, লাফাখ?'

প্রিসিলাকে নিয়ে এগিয়ে গেল মেজর স্যান্ডস, দো বাখনির বন্ধুর নমুনা দেখে দারুণ মজা পাচ্ছে। কিছুদূর সরে গিয়ে বলল, 'বাহ্! আমাদের ইস্তিরি দেয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বন্ধু-বান্ধবের ছিরি দেখেছ? না জানি কোন্ নরক থেকে উঠে এসেছে এই ভদ্রলোক!'

বিরক্ত হলো প্রিসিলা মেজরের কথায়। ভাবল, লোকটার বুদ্ধি

যেমন ভোঁতা, মনটাও তেমনি ছোট। ও জানে, এসব কলোনিতে নানারকম লোকের সঙ্গেই পরিচয় হতে পারে মানুষের – ভাল করে না জেনে, না বুঝে হুট্ করে কোন মন্তব্য করা বোকামি। এতটা না হলেও মুখে এ ধরনেরই কিছু বলল প্রিসিলা।

আঁৎকে উঠল মেজর। 'কি বললে? তুমি ওর প্রতিরক্ষার ভার নিয়েছ মনে হচ্ছে?'

'রক্ষার প্রশ্ন আসছে কেন? কে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওঁকে... আপনি? এসব কথা আপনার বলা উচিত হচ্ছে না, বার্ট। মশিয়ে দো বাখনি কখনও বলেননি যে তিনি ভার্সেই থেকে এসেছেন।'

'তার কারণ লোকটা জানে, ওসব ভান করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারছ না, মেয়ে, লোকটা ভ্যাগাবন্ড; ছন্নছাড়া এক ভাগ্যান্বেষী!'

দ্বিমত প্রকাশ না করে কথাটা মেনে নিয়ে মেয়েটাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল মেজর।

'আমারও ঠিক তাই মনে হয়,' বলল প্রিসিলা। আনমনে মুচকি হাসল। 'বিপদসঙ্কুল জীবন আমার ভাল লাগে, দুঃসাহসী লোকদেরকে আরও।'

বোবা হয়ে গেল মেজর কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর মুখ খুলতে গিয়ে দেখল দো বাখনি ফিরে আসছে। বুকের ভিতর প্রিসিলার কথাগুলো গুমরে মরতে থাকল। তাই, রাতে, গ্রেট কেবিনে সাপার শেষ হতেই কথাটা আবার তুলল সে।

'ডোমিনিকায় হঠাৎ পরিচিত কোনও বন্ধু পেয়ে যাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না, মশিয়ে?'

'সত্যিই, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার,' সহজ ভঙ্গিতে স্বীকার করল ফরাসী ভদ্রলোক। 'ও এক বুড়ো সহযোদ্ধা ভাই।'

মেজর স্যান্ডসের ভুরুজোড়া কপালে চড়ে গেল। 'আপনি সৈনিক ছিলেন, স্যার?'

চোখে অদ্ভুত এক জ্যোতি, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল দো বাখনি মেজরের দিকে। যেন প্রশ্ন শুনে মজা পেয়েছে। 'হ্যাঁ, তা

একরকম বলা যায়।' বলেই ব্র্যানসামের দিকে ফিরে বলল, 'লাফাখের কথা বলছেন উনি। ও বলল, আপনার সঙ্গে নাকি ব্যবসা করছে।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সিওখ সাইমনের অধীনে সান্তা ক্যাটালিনায় ছিলাম আমরা একসাথে। পেরেয ডি গুজম্যানের নেতৃত্বে স্প্যানিশরা আক্রমণ করে বসল। লাফাখ, আমি আর আরও দুজন – এই মোট চারজন বেঁচেছিলাম সে যুদ্ধে। সারাদিন জনার খেতে লুকিয়ে থেকে রাত হলে মেইনের দিকে পালিয়েছিলাম একটা খোলা নৌকায় করে। আহত হয়েছিলাম আমি, বাম হাতটা ভেঙে গিয়েছিল গোলাবর্ষণে। সেই কারণেই বেঁচে গিয়েছিলাম সে-যাত্রা। অকেজো হয়ে যাওয়ায় পালিয়েছিলাম। বাকি তিনজন পরে আসে একে একে। ওটাই আমার জীবনের প্রথম জখম। বিশেরও কম ছিল তখন আমার বয়স, তাই অনেক ভোগার পরও সামলে নিতে পেরেছিলাম। যতদূর শুনেছি, আমরা এই চারজন ছাড়া সাইমন সহ সান্তা ক্যাটালিনার একশো বিশজন সৈন্যের আর সবাই মারা পড়েছিল। বাধা দেয়ায় খেপে গিয়ে একজনকেও জ্যান্ত রাখেনি পেরেজ, জবাই করেছিল নিষ্ঠুর ভাবে। দ্বীপের সমস্ত ফসল ধ্বংস করে দিয়েছিল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে সবাই। এমন কি বিরূপ মেজর স্যান্ডস পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে রহস্যময় লোকটার বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সামান্য হাসি ফুটল ফরাসীর মুখে। 'এর ফল অবশ্য পেয়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা। প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে ওদের এজন্যে। কিন্তু সান্তা ক্যাটালিনায় ইংরেজ-ফরাসী মিত্র বাহিনীর ওপর ওরা যে নৃশংসতা দেখিয়েছিল, তার তুলনায় কিছুই না।'

টেবিল পরিষ্কার হয়ে যেতে কেবিন থেকে গিটারটা নিয়ে এল মশিয়ে দো বাখনি। জানালার দিকে পিঠ দিয়ে স্টার্ন লকারের ওপর বসে নিজ দেশ প্রোভেন্সের কয়েকটা পল্লীগীতি গেয়ে শোনাল। তারপর গাইল গোটা দুয়েক কোমল পর্দার স্প্যানিশ প্রেমের গান।

কোমল অথচ পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠের মধুর গান শুনে চোখদুটো ভিজে এল প্রিসিলার, বুকের ভিতর কেমন যেন টনটন করছে। এমন কি মেজর স্যান্ডস পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলো, মশিয়ে দো বাখনির

গলাটা ভাল। কিন্তু অনভিজ্ঞ মিস প্রিসিলার ওপর লোকটার এমন অভাবিত প্রভাববিস্তার সে কোনও মতেই মেনে নিতে পারছে না, একটা কাটা খচ্-খচ্ করে খোঁচাচ্ছে ওকে সারাক্ষণ।

পরদিন কোয়ার্টার ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের চামড়া লোডিং দেখছিল প্রিসিলা আর মেজর, এমন সময় দেখা গেল পিছনের গ্যাঙওয়ে দিয়ে সেখানে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি। সহজ ভঙ্গিতে ব্র্যানসামকে সম্মান দেখাল, শুধু ব্র্যানসাম নয়, পাশে দাঁড়ানো বোসানকেও। কোমর থেকে সামনে ঝুঁকে নিচের ভেলাগুলোয় কর্মব্যস্ত লোকদের দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর কি যেন বলল। দেখা গেল, হাসছে ওরা, পাল্টা জবাব দিচ্ছে ওদের কেউ কেউ, হাসছে দো বাখনিও। হ্যাচওয়ের পাশে লোডিঙের কাজে ব্যস্ত খালাসীদেরকেও কিছু বলল ও, ঝিক্ করে হেসে উঠল ওরা। একটু পর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উঠে এল চামড়া বিক্রেতা লাফাখ, ক্যাপটেনের কাছে রাম চাইল। দো বাখনি তাকে সমর্থন করে চেপে ধরল ব্র্যানসমকে, ঠেলে নিয়ে চলল পিছনের গ্যাঙওয়েের দিকে। খুশি মনে গাল বকতে বকতে চলেছেন ক্যাপটেন, পিছন পিছন দস্যু-চেহারার লাফাখের ঘাড়ে হাত রেখে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দো বাখনি। দেখে আর সহ্য হলো না মেজরের।

'লোকটা একটা ইতর। মান-সম্মান জ্ঞান বা শৃঙ্খলাবোধ বলে কিচ্ছু নেই ওর ভেতর!' তিক্ত কণ্ঠে বলে বসল সে।

ভুরু কুঁচকে আড় চোখে ওকে দেখল প্রিসিলা। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি তা মনে করি না।'

'করো না?' রেলিঙে চাপ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেজর স্যান্ডস। বয়স্ক, মোটাসোটা লোকটাকে দেখাচ্ছে আত্মবিশ্বাসী, স্বয়ংসম্পূর্ণ। বলল, 'ছোট জাতের লোকেদের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব আর অবাধ মেলামেশা দেখেও বুঝতে পারছ না ও কী পদের লোক? আমি তো ওদের সঙ্গে ওরকম ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারব না। খুন করে ফেললেও না।'

'কেউ খুন করতে যাচ্ছে না আপনাকে, বার্ট,' কঠিন গলায় বলল

প্রিসিলা। 'আপনাকে ও কাজ করতে হবে না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, প্রিসিলা। সত্যিই হবে না।'

'কারণ, নিজের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকলেই শুধু একজন মানুষ ছোট-বড় সবার সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারে। সাধারণ লোকেরা পারে না।' একটু বেশি নিষ্ঠুর হয়ে গেল কথাটা, কিন্তু লোকটার নাক কুঁচকানো আর তিরস্কারের ভঙ্গি ওকে চরম বিরক্ত করে তুলেছে।

বিস্ময়ে থ হয়ে গেল মেজর কয়েক মুহূর্ত। একটু পর ভাষা ফিরে পেয়ে তোতলাতে শুরু করল। 'আ-আমি, আমি বুঝতে পারছি না। তো-তোমার কথা...'

'আমার ধারণা, অযথা অন্যকে ছোট করে নিজের দাম বাড়াবার প্রয়োজন পড়ে না মশিয়ে দো বাখনির। এসব করে যারা নিজেরা ছোট তারাই।'

নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেতে বেশ সময় লাগল মেজরের। আরও কয়েক মুহূর্ত লাগল তার বুঝে নিতে যে এর সঙ্গে মুখ সামলে কথা না বললে হাতছাড়া হয়ে যাবে একটা বিশাল সম্পত্তি। অনেক কষ্টে গিলে নিল রাগটা। বলল, 'তুমি মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলো না, প্রিসিলা! আমার জ্ঞান, বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার ওপর কি তোমার এতটুকু ভক্তি, শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই? যাকগে, আজ বাদে কাল যে লোক বিদায় হয়ে যাবে আমাদের জীবন থেকে, যার সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হবে না, তার ব্যাপারে খামোকা কথা খরচ করার কোন অর্থ হয় না।

'তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, দূর যাত্রায় সঙ্গী হিসেবে মশিয়ে দো বাখনির কোন বিকল্প হয় না। এ রকম প্রাণবন্ত একজন মানুষ সাথে থাকলে যাত্রাটা আর নিরানন্দ, ক্লান্তিকর মনে হতো না।' মুখটা লাল হয়ে উঠেছে স্যান্ডসের, সেই মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল প্রিসিলা, 'ওঁকে একবার অনুরোধ করে দেখবেন, বার্টি?'

'আমি? ওকে অনুরোধ করব?' হাসির ভঙ্গি করল সে। 'বলো কি! ওকে অনুরোধ? আমি? খুন করে ফেললেও না। নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ তুমি।'

হেসে উঠল প্রিসিলা, আর কিছু বলল না।

একটু পরেই প্রিসিলার জন্যে একটা বাস্কেটে করে তাজা কমলা নিয়ে কোয়ার্টার ডেকে উঠে এল মশিয়ে দো বাখনি। বলল, ওর সহকারী পিয়েখকে ডাঙায় পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছে সে এগুলো। ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করল ও বাস্কেটটা। হাত ঝাড়া দিয়ে উড়িয়ে দিল দো বাখনি ধন্যবাদটা।

'এ তো অতি সামান্য উপহার।'

'উপহারের পেছনের শুভেচ্ছাটুকুই তো আসল।'

এর পর গল্পে মেতে গেল দুজন। একা একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে মেজর, কি উপহার দিলে খুশি হবে প্রিসিলা। গল্প-গুজব তেমন আসে না ওর। কিন্তু কি সহজ, সাবলীল ভাবে হাসছে দো বাখনি, মজার মজার কথা বলে হাসাচ্ছে প্রিসিলাকে। অথচ তার গুরুগম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ, অনুকরণীয় আচরণ এতদিনে কোন রেখাই ফেলতে পারেনি মেয়েটির মনে। ভাবছে, প্রিসিলার আকর্ষণে ব্যাটা যদি সেন্টরে চড়েই ইয়োরোপ যেতে চায় তাহলে কি হবে। প্রিসিলার ব্যবহারও কেমন যেন বেহায়ার মত লাগছে তার কাছে; সে-ই যদি অনুরোধ করে বসে, তাহলে?

৩

ব্র্যানসামের প্রার্থনা

সূর্যাস্তের একটু আগে ডোমিনিকা ছাড়ল সেন্টর। জাহাজের ডানপাশ থেকে আসছে বাতাস, সে বাতাস ঠেলে নিয়ে চলল ওকে পশ্চিমে আইল অভ এভ্সের দিকে। ফলে গুয়াডিলুপের অনেকটা দূর দিয়ে পার হয়ে যাবে জাহাজ।

খোশমেজাজে সাপার খেতে এলেন ব্র্যানসাম। পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে আসা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সবাইকে জানালেন, এই শেষ, আর কোনদিন ওই দ্বীপটা দেখতে পাবেন না তিনি। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ করছেন না, এখন দেশে ফিরে পরিবারের সবার সঙ্গে বাকি জীবনটা সুখে, শান্তিতে, আনন্দে কাটাবেন তিনি। এতদিনের এত কষ্ট এইবার সার্থক হতে চলেছে। সমস্ত দায়িত্ব পালনের শেষে সমুদ্রের জীবন থেকে অবসর নিতে যাচ্ছেন তিনি। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন, যারা বলতে গেলে জীবনে কখনও তাঁকে কাছে পায়নি।

'আশ্চর্য না?' বললেন ক্যাপটেন। 'চার-চারটে ছেলে আছে আমার, প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক, অথচ না ওরা চেনে আমাকে, না আমি চিনি ওদের।' হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গোলগাল মুখটা। 'কিন্তু, এখন, ভবিষ্যৎটা আমাদের। অতীতের সবকিছু মেরামত করে নেব আমরা। আর ওই মিষ্টি, ধৈর্যশীলা বউটা আমার, এখন থেকে সারাক্ষণ ওর পাশে পাশে থাকব আমি। ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করব এতদিন দূরে থাকার বেদনা। লাফাখের সাথে এবারের ব্যবসাটা খুব ভাল হয়েছে। অনেক টাকায় বিক্রি করব আমি এই চামড়া।'

লাফাখের কথায় বাস্তবে ফিরে এলেন ক্যাপটেন, মশিয়ে দো বাখনির দিকে ফিরলেন তিনি। 'ওই জলদস্যুটার সঙ্গে আপনার আবার দেখা হয়ে যাওয়া, রীতিমত আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না? ও না বললে, নামটা যতই পরিচিত ঠেকুক, আপনার পরিচয় আমার অজানাই থেকে যেত।'

'ঠিক,' বলল দো বাখনি। 'আশ্চর্যের ব্যাপারই। সব ছেড়েছুড়ে ও ভালই আছে দেখে ভরসা হচ্ছে আমার, ইচ্ছে করলেই মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।'

কান খাড়া হয়ে গেছে মেজরের। বাহ, দারুণ তথ্য আসতে শুরু করেছে! জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, ওই ফরাসী চামড়াবিক্রেতা একসময় জলদস্যু ছিল?'

উত্তর দিল দো বাখনি। 'সত্যি বলতে কি, সান্তা ক্যাটালিনায়

থাকতে প্রায় সবাই আমরা তাই ছিলাম। তারপর মরগানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম।'

'মরগ্যান?' নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মেজর স্যান্ডস। 'আপনি কি হেনরি মরগানের কথা বলছেন?'

'স্যার হেনরি মরগান। হ্যাঁ। এখন যিনি জামাইকার গভর্নর।'

'কিন্তু...মানে, আপনি কি বলতে চাইছেন তার জলদস্যু-দলে আপনিও ছিলেন? ব্লাডি মরগানের লোক ছিলেন আপনি?'

সহজ ভাবেই উত্তর দিল মশিয়ে দো বাখনি, 'হ্যাঁ। পোর্টো বেলো আর পানামায় আমি ছিলাম ওঁর সাথে। পানামায় আমি তাঁর ফরাসী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। আমরা সান্তা ক্যাটালিনার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম সে সময়ে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেজরের মুখ। এতদিনে লোকটার সত্যিকার পরিচয় বেরিয়ে এল। ভাগ্যান্বেষী নয়, এ-লোক আসলে একজন পাক্কা জলদস্যু ছিল, হেনরি মরগানের দলের ভয়ংকর এক বোম্বেটে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল, নিশ্চিন্ত মনে একফালি গুয়াভা চীয তুলে নিয়ে নিজের জন্যে আর এক গ্লাস ওয়াইন ঢালছে মশিয়ে দো বাখনি, এমনি সময় ফেটে পড়ল মেজর।

'তার মানে, আপনি একজন...একটা ঘৃণ্য ডাকাত, বোম্বেটে! আর একথা স্বীকার করতেও আপনার এতটুকু বাধছে না?'

'বার্ট!' চেঁচিয়ে উঠল প্রিসিলা।

'মেজর স্যান্ডস, স্যার!' বললেন ক্যাপটেন।

দুজনের কণ্ঠেই স্পষ্ট তিরস্কার। কিন্তু মশিয়ে দো বাখনি নির্বিকার। মৃদু হেসে এদের শান্ত করার জন্যে একটা হাত নাড়ল।

'ডাকাত? বোম্বেটে?' যেন মজা পাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'না, না। অবৈধ যোদ্ধা বা ফিলিবাস্টার বলতে পারেন। কিংবা বাকেনিয়ার বা জলদস্যু

পুরু ঠোঁট বাঁকিয়ে জানতে চাইল মেজর, 'তফাৎ? দুটোয় তফাৎ কোথায়?'

'তফাৎ? আকাশ-পাতাল, মেজর।'

ব্র্যানসাম ব্যাখ্যা দিলেন। 'জলদস্যুদের বিশেষ মিশন ছিল, বোম্বেটেদের তা থাকে না – তারা শুধুই পাইরেট বা ডাকাত। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের সরকারী অনুমোদন ছিল বাকেনিয়ারদের পিছনে, এখনও আছে। কারণ এরাই স্প্যানিয়ার্ডদের অত্যাচার ঠেকাবার, ওদের বাধা দেয়ার এবং দমন করার ক্ষমতা রাখত। এরা আক্রমণ করত শুধু স্প্যানিশ জাহাজ বা স্প্যানিশ কলোনি।'

মুখ খুলল দো বাখনি। 'আর কারও ক্ষমতা ছিল না ওদের শায়েস্তা করার। নাক সিটকাবেন না, মেজর স্যান্ডস। পানামা আক্রমণের সময় আমাদের সঙ্গে যদি থাকতেন তাহলে বুঝতেন কী কষ্ট করেছি আমরা। যখন নদী-নালা, মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে না খেয়ে না দেয়ে ওখানে পৌঁছলাম, তখন টের পেয়ে গেছে স্প্যানিয়ার্ডরা, তিনগুণ সৈন্য আর অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। সেই অবস্থায় বিজয় ছিনিয়ে আনা মুখের কথা ছিল না।'

'আশ্চর্য! ওই লজ্জাজনক ম্যাসাকার নিয়ে আপনি আবার গর্বও করছেন?' খেঁকিয়ে উঠল মেজর স্যান্ডস, 'ওটা ছিল ঘৃণ্য, নীচ, কাপুরুষের কাজ।'

শান্ত কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'আপনি বড়ই অসহিষ্ণু, মেজর।'

'সঙ্গত কারণেই,' গর্জে উঠল মেজর। 'একদল খুনে ডাকাতকে যতই রঙ চড়িয়ে গল্প সাজিয়ে মাহাত্ম্য দেয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আমাকে খুন করে ফেললেও ওরা যা তাই বলব আমি। ওটা কোনও যুদ্ধই ছিল না, মর্গানের অধীনে যারা ওতে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের গলাকাটা কসাই বা রক্তচোষা পিশাচ ছাড়া আর কোন উপাধি দেয়া যায় না।'

ভয় পেলেন ব্র্যানসাম। আজকের মশিয়ে দো বাখনি যাই হোক না কেন, এক সময়ে বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। এখন এসব অপমানজনক কথায় যদি বিগড়ে গিয়ে খেপে ওঠে তাহলে দক্ষ-যজ্ঞ কাণ্ড বেধে যেতে পারে, তখন সামলানো দায় হবে। সেন্টরে কোনও গোলমাল চান না তিনি। মেজরকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময় ধীর, শান্ত গলায় বলল দো বাখনি, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, মেজর,

আপনি যা বলছেন সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা? আপনার রাজার বিরুদ্ধে কথা বলছেন আপনি। আপনার মত এত সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকলে, আপনি যা বলছেন রাজাও মরগানকে তাই মনে করলে তাকে নাইট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন না, জামাইকার গভর্নরের পদে বসাতেন না।'

'ঠিক বলেছেন,' জোর সমর্থন জানালেন ব্র্যানসাম। 'আর আপনার এটাও জানা থাকা দরকার, মোসু দো বাখনি স্যার হেনরি মরগানের অন্যতম প্রধান অনুচর – সাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত।'

আপত্তি মেজরের কাছ থেকে এল না, এল স্বয়ং মশিয়ে দো বাখনির তরফ থেকে।

'না, না, সেসব এখন অতীত। আমি পদত্যাগ করেছি। আপনার মত বাকি জীবন আমিও শান্তিতে কাটাতে চাই। বাড়ি ফিরছি আমি।'

'সে যাই হোক, আপনারা পানামা বা পোর্টো বেলোতে যাই করে থাকুন না কেন, রাজার নিয়োগ পেয়ে কাজ করছেন বা করেছেন। কথাটা মেজর স্যান্ডসকে বুঝতে হবে

'কাকে কি বোঝাচ্ছেন?' খেঁকিয়ে উঠল মেজর। 'আপনারা ভাল করেই জানেন, চোর ধরার দায়িত্ব দিয়েছেন রাজা তাকে চোরের ওপর। জলদস্যুর ভূমিকা সম্পর্কে যত বোলচালই মারুন, সবাই জানে, তারা এমনই দুর্বিষহ মহামারী হয়ে উঠেছিল যে হেনরি মরগানকে নাইটহুড আর গভর্নরের পদ ঘুষ দিয়ে রাজা তাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তারই সঙ্গী-সাথী ভাই-বেরাদারের বিরুদ্ধে।'

এবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে আলোচনার ইতি টানল দো বাখনি, একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়েই। মদের গ্লাসটা তুলে নিয়ে মৃদু চুমুক দিতে থাকল সে আনমনে। আলোচনাটা চালিয়ে গেলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম।

'যাই হোক, এটা মানতেই হবে, স্যার হেনরি মরগানের কল্যাণেই এখন নিরাপদে সাগর পাড়ি দিতে পারছি। এটুকু প্রশংসা অন্তত তাঁর প্রাপ্য।'

বিদ্রূপের হাসি হাসল মেজর। 'কাজটা বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে

তাকে গতবার তো দেশে ডেকে নিয়ে কর্তব্যে অবহেলার জন্যে প্রায় ঝুলিয়েই দিয়েছিল। বিপদ এড়াবার জন্যে তাকে কিছু কাজ দেখাতেই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, সাগরটাকে দূষিত করে তুলেছিল ওই মরগান ও তার জঘন্য চেলা-চামুণ্ডারাই।'

'ওঁর প্রাপ্যটুকু থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না, মেজর,' বললেন ব্র্যানসাম। 'উনি যা করেছেন আর কারও পক্ষে ততটা করা সম্ভবই ছিল না।'

কিন্তু মেজর তর্ক করে চলল। আসল কথা প্রিসিলার সামনে দো বাখনির চরিত্র হনন করে আত্মপ্রসাদ পেতে চাইছে সে। সকালে তাকে নির্মম ভাবে অপমান করেছিল মেয়েটা দো বাখনির গুণের প্রশংসা করে, এখন বুঝুক গুণধরটি কি চিজ। বলেই চলল, 'কি বলছেন আপনি, ক্যাপটেন? নিরাপদ সাগর কোথায় পেলেন আপনি? তাহলে গুয়াডিলুপের ত্রিসীমানায় যেতে আপনার এত ভয় কিসের? আমি শুনেছি টম লীচ নামে মরগানের এক বিদ্রোহী চেলা ওকে কাঁচ-কলা দেখিয়ে গোটা ক্যারিবিয়ান সাগর চষে বেড়াচ্ছে।'

নামটা শুনেই কালো হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ব্র্যানসামের চেহারা। 'হ্যাঁ; টম লীচ। অতি নীচ এক নরকের কীট, নিষ্ঠুর এক পাষণ্ড। তবে মরগান ওকে ঠিকই ধরবে। শোনা যাচ্ছে, এই জলদস্যুর মাথার দাম ঘোষণা করেছে মরগান পাঁচশো পাউন্ড।'

নড়ে উঠল দো বাখনি। মদের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, 'ওকে জলদস্যু বললে মনটা ছোট হয়ে যায়, ক্যাপটেন। টম লীচ হলো একটা জঘন্য, নিষ্ঠুর, নীচ বোম্বেটে।'

'তা ঠিক,' মেনে নিলেন ক্যাপটেন। 'ওর চেয়ে খারাপ আর হয় না। অমানুষ। নীতির কোন বালাই নেই, দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও নেই খুনেটার। নির্মম এক জানোয়ার। ওকে ধরে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে পারলে বাঁচত সবাই। ডাকাতি, খুন আর নারী ধর্ষণ ওর কাছে ডালভাত। একবার এক...'

লম্বা হাত তুলে বাধা দিল দো বাখনি।

'মিস প্রিসিলা বিব্রত বোধ করছেন, ক্যাপটেন।'

মেয়েটার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়েই লজ্জিত হয়ে মাফ চাইলেন ব্র্যানসাম।

'আমি ভেবেছিলাম আপনারা আর কোনদিন থামবেন না,' বলল মেয়েটা, 'খুনে বোম্বেটেদের নিয়েই কাটিয়ে দেবেন রাতটা।' মেজর বুঝল, খোঁচাটা তাকে দেয়া হলো। দো বাখনির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল প্রিসিলা। নগ্ন, কুৎসিত আক্রমণের মুখেও অসীম ধৈর্যের প্রমাণ দিয়ে রীতিমত শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সে মেয়েটির। বলল, 'মশিয়ে দো বাখনি, দু-একটা গান শোনাবেন না আজ?'

গিটার আনতে উঠে গেল দো বাখনি। মনমরা মেজর বুঝতে পারল, এত চেষ্টা করেও বেয়াড়া মেয়েটার চোখে ছোট করতে পারেনি সে লোকটাকে।

৪

ধাওয়া

স্যার হেনরি মরগান আর তার অবাধ্য সাগরেদ ভয়ঙ্কর টম লীচ সম্পর্কে সেন্টরের কেবিনে যা আলোচনা হলো সেটা ঐতিহাসিক সত্য। মরগানকে সত্যিই ইংল্যান্ডে ডেকে এনে দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য জোর ধাতানি দেয়া হয়েছিল

যদিও স্বল্প সময়ে মরগান যা করেছে সেটাকে ছোট করে দেখবার উপায় নেই – দল ভেঙে দেয়ায় অসংখ্য জলদস্যু ফিরে গেছে তাদের প্রাক্তন পেশায়, স্বাভাবিক জীবনে; অনেকে তাদের অ্যাডমিরালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আইনের সপক্ষে, বেশিরভাগই সরকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে পঁচিশ একর জমি পেয়ে চাষাবাদে লেগে

গেছে। কিন্তু যারা তারপরেও ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল তাদের অনেককেই সমুদ্রছাড়া করেছে মরগান, কিন্তু কিছু লোককে এখনও বাগে আনা সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ আভাসে তাকে জানিয়েছে; তাদের সন্দেহ, তলে তলে ওদের মদত জোগাচ্ছে মরগান নিজেই, এবং সম্ভবত তাদের কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে।

বিশেষ করে দুর্ধর্ষ দস্যু টম লীচের ব্যাপারে চাপ দেয়া হয়েছে মরগানকে। এই লোককে দমন করতে না পারলে তার কপালে খারাবি আছে, বলা যায় না, ফাঁসীও হয়ে যেতে পারে।

টম লীচ লোকটা যেমন চতুর, তেমনি নির্দয়, আর তেমনি দক্ষ নাবিক। এক দঙ্গল দস্যু গিয়ে জুটেছে তার সঙ্গে। ব্ল্যাক সোয়ান নামে চল্লিশ কামানের একটা বড়সড় জাহাজে করে বেপরোয়া লোকটা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মরগান এদিক থেকে ধাওয়া করলে ও যায় ওদিকে, ওদিক থেকে ধাওয়া করলে সরে যায় আরেকদিকে। মরগানের জলদস্যুর সংজ্ঞাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সে এখন যে জাহাজ সামনে পড়ছে, তাকেই আক্রমণ করছে, লুট করছে, সবাইকে নির্বিচারে খুন করছে, তারপর ডুবিয়ে দিচ্ছে সেটা – তা সে যে দেশের পতাকাই বহন করুক না কেন। মাস দুয়েক আগে গ্রানাডার কাছে জামাইকা স্কোয়াড্রনের দুটো জাহাজ ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, কিন্তু অসমসাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সরকারী ফ্রিগেটের একটাকে ডুবিয়ে এবং অপরটাকে অচল করে দিয়ে সরে চলে যায় টম লীচ।

শুধু ক্যাপটেন ব্র্যানসামই নয়, এ-অঞ্চলের প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকই কায়মনোবাক্যে কামনা করে, ধরা পড়ুক লীচ, পালের ডাণ্ডায় ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেয়া হোক তাকে।

পরদিন সহযাত্রীদের নাস্তার জন্যে ডাকতে এসে মশিয়ে দো বাখনি দেখল উঁচু ডেকে দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে তিন-চার মাইল দূরের একটা জাহাজ দেখছেন ক্যাপটেন পুবদিকে। তাঁর দুপাশে দাঁড়ানো মেজর স্যান্ডস ও মিস প্রিসিলা।

তরতর করে পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে সেন্টর, এভ্‌সের কয়েক লীগ দক্ষিণ-পুবে রয়েছে ওরা এখন। চারপাশে কোথাও ডাঙার কোন চিহ্ন

নেই।

দো বাখনি কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখ থেকে টেলিস্কোপ নামালেন ক্যাপটেন, ওটা দিয়ে জাহাজটার দিকে ইঙ্গিত করে যন্ত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন ওর দিকে।

'দেখুন তো, মোসু, আপনার কি মনে হয়?'

টেলিস্কোপটা হাতে নিল বটে, কিন্তু ব্র্যানসামের চেহারাটা লক্ষ করেনি বলে অবস্থার গুরুত্ব টের পেল না দো বাখনি। মেজর ও প্রিসিলার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর ধীরে-সুস্থে চোখে তুলল ওটা। অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে দূরবীন দিয়ে। যখন ওটা চোখ থেকে নামাল, তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে চেহারা। গম্ভীর। একটি শব্দ উচ্চারণ না করে একপাশে সরে গিয়ে রেলিঙের ওপর কনুই রেখে আবার তাকাল জাহাজটার দিকে। এবার আরও বেশিক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল ওটাকে।

জাহাজটার কালো রঙ করা উঁচু খোল দেখল, গলুইয়ে খোদাই করা রাজহাঁসটা দেখল, কামানগুলো গোনার চেষ্টা করল যতটা দেখা গেল, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা পালগুলো লক্ষ করল, খেয়াল করল, পতাকা নেই কোনও।

আর ধৈর্য ধরতে না পেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপটেন, 'কী? কি বুঝলেন?'

চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে ক্যাপটেনের দিকে ফিরল দো বাখনি। শান্ত, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'চমৎকার একটা জাহাজ,' বলেই সহযাত্রীদের দিকে ফিরল সে। 'নাস্তা দেয়া হয়েছে কেবিনে।'

নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছিল খুব, কথাটা কানে যাওয়া মাত্র প্রিসিলাকে নিয়ে কেবিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল মেজর।

গ্যাঙওয়েতে ওরা অদৃশ্য হওয়া মাত্র হাসি মিলিয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির মুখ থেকে। ক্যাপ্টেনের জিজ্ঞাসু দুই চোখের দিকে সরাসরি চাইল সে অবিচলিত দৃষ্টি মেলে।

'মহিলাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি আমি। তবে আমার মনে হয়, ঠিকই সন্দেহ করেছেন আপনি, ওটা টম লীচের জাহাজ, দ্য ব্ল্যাক

সোয়ান।'

'আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'না। ভুল হচ্ছে না। আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, ওটা আসছে এই জাহাজকে লক্ষ্য করেই।'

বিড় বিড় করে অভিসম্পাত দিলেন ব্র্যানসাম নিজের ভাগ্যকে। 'ঠিক আমার শেষ যাত্রাতেই! শান্তিতে বাড়ি ফিরতেও দেবে না আমাকে! আপনি···আপনি কি মনে করেন ও আক্রমণ করবে আমাদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল দো বাখনি। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, ওর নাম টম লীচ। আপনার গতিপথ লক্ষ্য করেই আসছে ও।'

অশ্লীল গালাগালি বেরিয়ে এল ক্যাপটেনের মুখ দিয়ে। নিজের ভিতর তেজ আনার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বেচারা জানেন আগেই হেরে বসে আছেন তিনি। আবোল তাবোল বকতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন, 'ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা! হারামজাদা আসছে আমার সবকিছু শেষ করে দিতে। কোথায় আপনার স্যার হেনরি মরগান? ইংল্যান্ডের রাজা কি এইজন্যে তাকে নাইট উপাধি দিয়ে জামাইকার গভর্নর করেছে? কোথায় সে এখন?'

'এটুকু জেনে রাখুন, শেষ পর্যন্ত স্যার হেনরির কাছে ধরা পড়তেই হবে ওকে,' বলল দো বাখনি।

'শেষ পর্যন্ত!' এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও ফরাসী লোকটার ধীর, স্থির, শান্ত চেহারা রাগ বাড়িয়ে দিল ক্যাপটেনের। 'শেষ পর্যন্ত ধরা পড়বে! তাতে আমার কি লাভ শুনি? আমি এখন কিভাবে উদ্ধার পাই?'

'কি করবেন ভাবছেন?'

'হয় যুদ্ধ, নয়তো পলায়ন – এছাড়া আর কি করার আছে?'

'কোনটা আপনার পছন্দ?'

দিশেহারা অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখবার চেষ্টা করলেন ব্র্যানসাম, তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে ফেটে পড়লেন, 'কি করে যুদ্ধ করব? আমার চেয়ে দ্বিগুণ কামান আছে ওর, লোক আছে দশগুণ!'

'তাহলে পালাচ্ছেন?'

'কি করে?' এবার গলায় ফুটে উঠল হতাশা। 'আমার চেয়ে দ্বিগুণ পাল রয়েছে ওর।'

জাহাজের মধ্য ডেকে কয়েকজন নাবিককে দেখা গেল, কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে তাকিয়ে রয়েছে দূরের ওই জাহাজটার দিকে। তবে কেউ কিছু সন্দেহ করেছে বা চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

আবার একবার টেলিস্কোপ চোখে তুলে ব্ল্যাক সোয়ানের দিকে তাকাল দো বাখনি। চোখ না সরিয়েই মৃদু কণ্ঠে বলল, 'পাল যতই থাকুক, মনে হচ্ছে খুব কষ্ট করে এগোচ্ছে। অনেক বেশিদিন সাগরে আছে ওটা। তলায় প্রচুর আবর্জনা, কোনও সন্দেহ নেই তাতে।' চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন, আপনার জায়গায় আমি হলে গতিপথটা হাওয়ার দিকে দুই-এক পয়েন্ট সরিয়ে আনতাম। তাহলে ওর চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে তর তর করে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি, একরাশ আবর্জনা টেনে আনছে ও, আপনাকে ধরতে পারবে না।'

পরামর্শটা রাগিয়ে দিল ক্যাপটেনকে। 'কোথায় গিয়ে পৌঁছব তাহলে, সে খেয়াল আছে? ওই কোর্স ধরলে সোজা গিয়ে উঠব দুইশো মাইল দূরের পোর্টো রিকোতে, এর মধ্যে আর কোনও ডাঙা নেই।'

'তাতে কি? এই বাতাস যতক্ষণ আছে, আপনার কাছাকাছি আসার উপায় থাকছে না ওর। এমন কি আপনি হয়তো ওকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই দূরত্বটা ধরে রাখা যায়, তাহলেও তো আপনি নিরাপদ।'

'হয়তো,' বললেন ব্র্যানসাম। 'যদি বাতাসটা বইতেই থাকে। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কে দেবে আমাকে? বছরের এ সময়ে এটা অস্বাভাবিক বাতাস।' সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন ক্যাপটেন, ফলে রেগে যাচ্ছেন নিজেরই উপর। আপন মনে বললেন, 'যদি ডোমিনিকার দিকে ঘুরে দৌড় লাগাই? বেশি দূর না, অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'আপনি নাক ঘোরাতে গেলেই দেখবেন সবকটা পাল তোলা অবস্থায় ও কোনাকুনি ধেয়ে আসবে। ধরা খেয়ে যাবেন তখন, খুব অল্প

সময়েই।'

আতঙ্কিত অবস্থায় বিচার-বিবেচনা হারিয়ে ফেললেন ব্র্যানসাম, অটল থাকলেন নিজ সিদ্ধান্তে, কারণ আরও একটা কথা তাঁর মাথায় খেলেছে এমনও তো হতে পারে, ডোমিনিকার দিকে রওনা দিলে হয়তো আর কোনও জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তখন অন্যদিকে সরে যেতে বাধ্য হবে ব্ল্যাক সোয়ান। আর কোনও পরামর্শে কান না দিয়ে রেলিং থেকে ঝুঁকে জাহাজ ঘোরানোর হুকুম দিলেন তিনি কোয়ার্টারমাস্টারকে।

এতক্ষণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দো বাখনির। ব্র্যানসামের বোকামি দেখে বাজে একটা গালি বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল ক্যাপটেনকে। কিন্তু ক্যাপটেন সোজা সাপ্টা জানিয়ে দিলেন এ জাহাজের অধিনায়ক তিনি, পরামর্শ শুনতে রাজি আছেন, কিন্তু কারও হুকুম মানতে রাজি নন।

ঘুরতে শুরু করল সেন্টর, একটু বাঁকা হয়ে গেল প্রথমটায়, তারপর আবার সোজা হয়ে চলল দক্ষিণে।

মাঝডেকে দাঁড়ানো নাবিকরা এই হঠাৎ দিক পরিবর্তনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, এখন হুকুম পেল আবার তুলতে হবে গুটিয়ে রাখা টপ সেইল। ওরা র‍্যাটলাইনের কাছে পৌঁছবার আগেই দেখা গেল পিছনের কালো জাহাজটার নাক ঘুরে গেছে এদিকে। এখন আর কারও কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকল না, পরিষ্কার জানা গেল ব্ল্যাক সোয়ানের উদ্দেশ্য।

মুহূর্তে সেন্টরের সবাই জেনে গেল, পিছু নিয়েছে শত্রু। ফো'কাস্‌ল্‌ থেকে ভীতসন্ত্রস্ত নাবিকরা মাঝ-ডেকের হ্যাচের কাছে এসে দাঁড়াল, সবাই তাকিয়ে আছে পিছনের জাহাজটার দিকে, কি সব বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

ব্র্যানসামের পিছু নিয়ে কোয়ার্টারডেকে চলে এসেছে দো বাখনি। অনেকক্ষণ ধরে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেন ক্যাপটেন কালো জাহাজটাকে। যখন চোখ থেকে ওটা নামালেন, দেখা গেল, আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে গেছে তাঁর বড়সড় মুখটা।

'আপনি ঠিক বলেছিলেন,' কাঁপা গলায় স্বীকার করলেন তিনি। 'ডোমিনিকায় পৌঁছবার অনেক আগেই ওই নরকের কুকুরটা আমাদের ঘাড়ে উঠে আসবে। এখন কি করা যায়, মোসু? আগের কোর্সে ফিরে যাব?'

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন তিনি, দো বাখনির কথা শুনলে এই ভাবে ধরা পড়তেন না ওদের হাতে, অভিজ্ঞ একজন যোদ্ধা নাবিকের কথা ওভাবে উড়িয়ে দেয়া তাঁর উচিত হয়নি; তাই আবার তার পরামর্শ চাইলেন তিনি নরম কণ্ঠে।

উত্তর দিতে সময় নিল দো বাখনি। কপাল কুঁচকে, চোখ ছোট করে ডুবে গেছে সে গভীর চিন্তায়। মনে মনে হিসেব কষা শেষ করে মাথা নাড়ল দো বাখনি।

'না, ক্যাপটেন। দেরি হয়ে গেছে। আপনার সময় লাগবে আগের কোর্সে ফিরে যেতে, ওদের শুধু সামান্য এক কি দুই পয়েন্ট ঘুরতে হবে। আপনার এখন আর কোন উপায় নেই, এই কোর্সেই থাকতে হবে। এবং শুধু পলায়ন নয়, যুদ্ধও করতে হবে।'

'হায়, খোদা! কি নিয়ে যুদ্ধ করব আমি? এত বড় একটা জাহাজের বিরুদ্ধে?'

'এর চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থায় যুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে আনতে দেখেছি আমি মানুষকে।'

ব্র্যানসাম দেখলেন, এতটুকু ঘাবড়ায়নি প্রাক্তন জলদস্যু; গম্ভীর, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চেহারায়। বললেন, 'তা বটে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। আপনার কোনও পরামর্শ আছে, মোসু?'

মুহূর্তে কাট-ছাঁট, কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠল দো বাখনির হাবভাব।

'আপনার লোক আছে কয়জন?'

'বো'সান আর কোয়ার্টারমাস্টারকে ধরলে সব মিলিয়ে ছাব্বিশজন। আর নীচের আছে তিনশোরও বেশি।'

'কাজেই ওকে কিছুতেই এ জাহাজে উঠতে দেয়া যাবে না। আমাকে আপনার কামানগুলোর ভার দিন, আমি আপনাকে দেখাব

মেইন ডেকের যুদ্ধ কাকে বলে। অবশ্য যুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে আপনাকেই। আমি জানাব আপনাকে কিভাবে কি করতে হবে।'

ক্যাপটেনের ফ্যাকাসে মুখে রক্ত ফিরে আসতে শুরু করেছে। গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'আমার কপাল ভাল যে আপনি এই জাহাজে আছেন, মোসু দো বাখনি।'

'দুঃখের বিষয়, আমার নিজের কপাল সম্পর্কে আমি অতটা নিশ্চিত নই,' বাঁকা ভাবে উত্তর দিল দো বাখনি।

দো-আঁশলা সহকারী পিয়েখকে নিচের বাল্কহেড থেকে ডেকে নিল সে। গায়ের আকাশী নীল কোট, চমৎকার কেমব্রিক শার্ট, হ্যাট, পরচুলা, জুতো, মোজা সব খুলে ওর হাতে দিল কেবিনে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে। কোমর থেকে উপরের অংশ নগ্ন, মাথায় শুধু একটা স্কার্ফ জড়িয়ে বাঁধা। পেটা শরীরে কিলবিল করছে পেশী। গান ডেকের দায়িত্ব বুঝে নিল সে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের কাছ থেকে।

নাবিকরা সবাই বুঝে নিয়েছে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু ঘাবড়ায়নি কেউ। এ যেন জীবনেরই একটা অংশ। বো'সান স্প্রোট ওদেরকে নিজ নিজ কোয়ার্টারে যাওয়ার নির্দেশ দিল। মাস্টার গানার পার্ভেকে আটজন নিয়ে একটা দল তৈরি করতে বলা হলো। সংক্ষেপে দু-চার কথায় ক্যাপটেন ওদেরকে জানালেন গান ডেকের অধিনায়কত্ব করবেন মশিয়ে দো বাখনি, মূল যুদ্ধটা করবে গান ডেক, কাজেই সবার নিরাপত্তা নির্ভর করছে ওদেরই ওপর।

সবাইকে আদেশ দিল দো বাখনি নিচে গিয়ে কামানগুলোয় গোলা ভরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে। ওদের পিছু নেয়ার আগে ক্যাপটেনকে বলল, 'আপনি আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব তাতে আমার ভূমিকাটুকু পালন করতে। কিন্তু আপনার ওপর নির্ভর করছে আমি আমার ভূমিকা পালন করতে পারব কি না। এখানে ভীরুতা, সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা সাবধানতায় কোন কাজ হবে না। আমরা যে বেকায়দা অবস্থায় পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা কি দুটো গোলা ঠিক জায়গা মত লাগানোর ওপর নির্ভর করছে আমাদের সবার

বাঁচা-মরা। কাজেই আপনাকে এমন ভাবে জাহাজ চালাতে হবে যাতে আমি কামান দাগার সুযোগ পাই। ঝুঁকি নিতে হবে আপনাকে। বুকে সাহস ধরুন, ক্যাপটেন। বেপরোয়া না হলে আমরা জিততে পারব না কিছুতেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বললেন ক্যাপটেন। 'বুঝতে পেরেছি।'

চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে নিচের ডেকে চলে গেল দো বাখনি। ওখানে পার্ভের নেতৃত্বে কামানগুলোয় গোলা ভরা হচ্ছে। চারপাশে চেয়ে বুঝে নিল দো বাখনি কি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে তার ব্ল্যাক সোয়ানের বিরুদ্ধে।

৫
মুখোমুখি

গ্রেট কেবিনে নাস্তা খেয়ে উঠল মিস প্রিসিলা ও মেজর স্যান্ডস। জানে না কি ঘটতে চলেছে। সহযাত্রী ভদ্রলোক ও ক্যাপটেনের অনুপস্থিতি কিছুটা বিসদৃশ ঠেকেছে ওদের কাছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর নিগ্রো স্টুয়ার্ডের আমন্ত্রণে বসে পড়েছে টেবিলে।

পিয়েখকে দেখা গেল একবোঝা কাপড়চোপড় নিয়ে ঢুকছে তার প্রভুর কেবিনে। মশিয়ে দো বাখনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় শুধু বলল, তিনি ডেকে আছেন, সেখানেই নাস্তা করবেন। স্যামের কাছ থেকে কিছু খাবার আর ওয়াইন নিয়ে চলে গেল সে গান ডেকের উদ্দেশে।

কিছুটা অবাক হলেও ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি ওরা।

নাস্তার পর গতরাতে রেখে যাওয়া দো বাখনির গিটারটা কোলে তুলে কিছুক্ষণ টুং-টাং করল প্রিসিলা অপটু হাতে। তারপর হঠাৎ বাইরে

চোখ পড়তেই দেখতে পেল জাহাজটা।

'আরে! একটা জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। খোলা পোর্ট দিয়ে কালো জাহাজটা দেখতে পেল মেজর স্যান্ডসও। তার কাছে সুন্দর লাগল জাহাজটা, পালগুলোকে মনে হলো যেন মেঘের ভেলা। দুজনের কেউই টের পেল না কী ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে চারপাশে।

নিচের অপরিসর ডেকে, মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করতে হচ্ছে দো বাখনিকে। টাচ-হোলে প্রাইমার ভরে দশটা কামান তৈরি করা হয়েছে ব্ল্যাক সোয়ানের চল্লিশটা কামানকে মোকাবিলা করার জন্যে।

কামানগুলোকে নিজ হাতে তাক করেছে দো বাখনি, বেশিরভাগই মুখ তুলে আছে প্রতিপক্ষের পালগুলো নষ্ট করে দেয়ার প্রতীক্ষায়। খোল ফুটো করার সুযোগ পাবে বলে ভরসা নেই, তাই প্রথমেই পালগুলো অকেজো করে দিতে চাইছে সে। একবার ব্ল্যাক সোয়ানের চলচ্ছক্তি ব্যাহত করতে পারলে পরে ভেবে দেখা যাবে এখন পালিয়ে যাওয়াই মঙ্গল, নাকি সম্মুখসমরে ওকে ঘায়েল করে ডুবিয়ে দেয়াই ভাল।

ওয়ার্ডরুম-পোর্ট দিয়ে কুঁজো হয়ে বসে দেখছে মশিয়ে দো বাখনি, দস্যু-জাহাজটা এগিয়ে আসছে, দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চলে এল ব্ল্যাক সোয়ান আধ মাইলের মধ্যে। এইবার আক্রমণে যাওয়া যায়, ভাবল দো বাখনি।

ওয়ার্ডরুম গানারকে সামনে পাঠাল দো বাখনি পার্ভেকে প্রস্তুত থাকার জন্যে বলতে, তারপর অপেক্ষা করতে থাকল, এই বুঝি হালটা ঘোরায় ক্যাপটেন। কিন্তু না, সময় পেরিয়ে গেল, যেদিকে যেভাবে চলছিল তেমনি চলতে থাকল সেন্টর, যেন মুখোমুখি হওয়ার কোনও দরকার নেই, পালাতে পারলেই বাঁচে ব্র্যানসাম।

এমনি সময়ে ব্ল্যাক সোয়ানের ঠোঁটের পাশ দিয়ে একগাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল, এক মুহূর্ত পরই গর্জে উঠল কামানের আওয়াজ, তারপর সেন্টরের পঞ্চাশ গজ পিছনে ছলকে উঠল সাগরের পানি।

দো বাখনির কাছে এর মানে প্রত্যুত্তর দিতে হবে, ও ধরেই নিল নিশ্চয়ই ব্র্যানসামের কাছেও এর মানে ঠিক তাই। অবজার্ভেশন পোস্ট ছেড়ে এক দৌড়ে চলে এল সে গান ডেকে, দেখল, আগুন হাতে নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে গানাররা। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে, কখন বামদিকের গানপোর্ট দিয়ে দেখা যায় ব্ল্যাক সোয়ানকে।

গোলার শব্দে চমকে উঠল গ্রেট কেবিনের দর্শক দুজন। বিস্ফারিত চোখে চাইল দুজন দুজনের দিকে, তারপর ব্যাপার কি জানার জন্যে একলাফে উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা, রওনা হলো ডেকের দিকে।

জাহাজের মাঝ-ডেকে আটকানো হলো ওদের। সবার গম্ভীর চেহারা দেখে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ফেলল ওরা। এমনি সময়ে কোয়ার্টারডেক থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপটেন, হুকুম দিলেন এই মুহূর্তে নিচে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে।

মেজরের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল ধমক খেয়ে। দু-পা এগিয়ে চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে, 'ক্যাপটেন, কি হচ্ছে এখানে?'

'নরক গুলজার হচ্ছে!' খেঁকিয়ে উঠলেন ক্যাপটেন ব্র্যানসাম। 'কেটে পড়ুন এখান থেকে। মহিলাকে নিয়ে নিচের ডেকে চলে যান, এক্ষুণি।'

বুক ফুলিয়ে আরও এক পা এগোল মেজর, আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তার ক্যাপটেনের ব্যবহারে। কোমরে হাত রেখে বলল, 'আমি জানতে চাই–' এমনি সময়ে তার কথায় বাধা দিল কামানের বিকট আওয়াজ। জাহাজের পিছন দিকেই কোথাও পড়ল গোলাটা, মড়-মড় আওয়াজ পাওয়া গেল কাঠ ভেঙে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ার।

'ওখানে দাঁড়িয়েই থাকবেন আপনি মোটা মাথাটায় কিছুর বাড়ি খেয়ে খুন না হওয়া পর্যন্ত? আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে টের পাচ্ছেন না? এক্ষুণি দূর হন এখান থেকে, মহিলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন!'

এর পরেও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর, প্রিসিলা তার আস্তীন ধরে টান দিল, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে মুখ। 'চলে আসুন, বার্ট। আমরা নিচের ডেকে যাই।'

আসলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মেজর। ডাঙার যুদ্ধ সে বোঝে, কিন্তু পানিতে হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ায় অসহায় বোধ করছে সে, কি করবে দিশে পাচ্ছে না। পাশ থেকে একজন নাবিক বলল, 'আক্রমণ করেছে আমাদেরকে নরকের কীট ওই বেজন্মা টম লীচ।'

গ্রেট কেবিনে ফিরে গেল ওরা। এখান থেকে পোর্ট হোল দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ধেয়ে আসা কালো জাহাজটা। মেয়েটাকে অভয় দেয়ার জন্যে এমন সব কথা বলতে শুরু করল মেজর যার এক বিন্দু সে নিজেই বিশ্বাস করে না।

ওদিকে রেগেমেগে কোয়ার্টারডেকে উঠে এসেছে দো বাখনি। কৈফিয়ৎ চাইছে, এতক্ষণ ধরে কি করছে ক্যাপটেন, জাহাজ না ঘোরালে সে কামান দাগবে কি করে। নির্দেশ দিল, 'এক্ষুণি পাল গুটান, পাশ ফেরান সেন্টরকে। জলদি করুন, নইলে...'

'খেপেছেন?' জবাব দিলেন ক্যাপটেন। 'মাথা খারাপ আপনার! এখন এসব করতে গেলে সরে যাওয়ার আগেই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে ওরা।'

'এতক্ষণ দেরি করেছেন বলেই ওরা এত কাছে আসার সুযোগ পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষে ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন আপনি আরও। কুইক, ম্যান! এখনও সময় আছে! ওর পাল ধ্বংস করে দিতে না পারলে আমাদের রক্ষা নেই। প্লীজ, আর সময় নষ্ট করবেন না। ঠিক আছে, পাল নামাবার দরকার নেই, হালটা একটু ঘোরান। তারপর বাকিটুকু ছেড়ে দিন আমার হাতে।'

এতবড় বিপদের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে জুয়াড়ির মত সাহস দরকার, সেটা নেই ব্র্যানসামের, তার ওপর এইমাত্র ফরাসী লোকটা যে ভাষায় সমালোচনা করল সেটা তাঁর মোটেও পছন্দ হয়নি – রেগে গেলেন তিনি, হারিয়ে ফেললেন বিচার-বুদ্ধি।

'আপনি যান তো এখান থেকে!' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। 'হুকুম ঝাড়ছেন – কে এই জাহাজের কমান্ডার, মোসু? আপনি না আমি?'

একহাতে ক্যাপটেনের বাহু ধরে অপর হাত তুলে দেখাল দো বাখনি. 'দেখুন, তাকিয়ে দেখুন!'

সামনের টপসেইল উঁচু-নিচু করছে ডাকাতটা। তার মানে থামতে বলছে। মুহূর্তে বুদ্ধি খেলল দো বাখনির মাথায়। বলল, 'এই কিন্তু আপনার শেষ সুযোগ, ক্যাপটেন। সুযোগটা চিনতে শেখেন। আপনি শুধু নির্দেশ মেনে নেয়ার ভান করবেন, তাতেই ওদেরকে অপ্রস্তুত

অবস্থায় পাব। ওটার গলুইয়ের আড়াআড়ি থামতে শুরু করবেন, এই ফাঁকে ওর খোল ফুটো করে দিচ্ছি আমি।'

এসব জলদস্যুসুলভ ছল-চাতুরী আর কূট-কৌশল মোটেই পছন্দ হলো না ব্র্যানসামের। বললেন, 'আর ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে?'

'পালগুলো যদি ঘায়েল করতে পারি, ওরা কামান তাক করতেই পারবে না।'

'বুঝলাম। কিন্তু যদি না পারেন?'

'তাহলেও অবস্থা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হবে না।'

দো বাখনির ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে দুর্বল হয়ে পড়ল ক্যাপটেনের সংকল্প। বুঝতে পারলেন, এটাই শেষ সুযোগ। বেপরোয়া কাজ, কিন্তু এছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।

'থামাচ্ছেন তাহলে?' আবার তাগাদা দিল দো বাখনি। 'যা করবার একটু জলদি করুন। থামার আদেশ দিচ্ছেন আপনি?'

'এছাড়া আর তো কোন পথ দেখছি না।'

'বেশ, এই কথা থাকল তাহলে!' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল দো বাখনি নিচের ডেকে।

এদিকে দেরি দেখে অসহিষ্ণু টম লীচ আবার কামান দাগল সেন্টরের পাল লক্ষ্য করে। দড়িদড়া আর বাঁশ-কাঠ নিয়ে দড়াম করে ডেকে এসে পড়ল দুটো পাল।

আওয়াজ পেয়ে নিচে থেকে বুঝতে পারল দো বাখনি কি ঘটছে উপরে। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, একটু যেন খুশিই হলো সে – এর ফলে দূর হয়ে যাবে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের ইতস্তত ভাব। গানারদেরকে তৈরি থাকার আদেশ দিল সে। নিজেও একটা কামান নিয়ে প্রস্তুত হলো, সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ঠিক সময়মত।

এমনি সময়ে আবার এল গোলাবর্ষণের আওয়াজ। গোটা জাহাজ কেঁপে উঠল এই আঘাতে। ছিটকে গিয়ে বাল্কহেডের গায়ে ধাক্কা খেল দো বাখনি। নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে এল আবার কামানের পাশে। থামছে সেন্টর, অপেক্ষা করছে গানাররা, এই বুঝি দেখা যাবে ব্ল্যাক সোয়ানের খোল। কিন্তু না, সামনে খোলা সাগর ছাড়া কিছুই নেই।

হঠাৎ বুঝতে পারল সে, গাধা ক্যাপটেন ভুল দিকে ঘুরিয়েছে জাহাজ। বাজে একটা গাল বকে, ব্যাপার কি জানার জন্যে ছুটল সে উপরের ডেকের উদ্দেশে।

যা দেখল তাতে দো বাখনির চক্ষু চড়কগাছ। এখন আর কিছুই করবার নেই। শেষের গোলাটা দৈবক্রমে সেন্টরের হালের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন এ জাহাজের উপর আর কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পিছনের পোর্ট হোল দিয়ে দেখা গেল, এগিয়ে আসছে ব্ল্যাক সোয়ান, সেই সঙ্গে একটা-একটা করে নামিয়ে ফেলছে পাল। অর্থাৎ, এবার চড়াও হবে এ জাহাজে।

কিছু করার নেই আর এখন। দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে বড় বেশি দেরি করে ফেলেছেন ব্র্যানসাম। যখন অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল, তখন ভাগ্যদেবি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কপাল জোরে হালে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা একটা গোলা।

'সব শেষ! আমরা হেরে গেছি, স্যার!' দো বাখনিকে দেখে প্রায় ককিয়ে উঠল স্বাস্থ্যবান ওয়ার্ডরুম গানার। 'এবার এসে উঠবে ওরা।'

পাঁচশো গজ দূরে এখন ব্ল্যাক সোয়ান, চোখ তুলে তাকাল সেদিকে দো বাখনি, দৃষ্টি শান্ত, নির্বিকার। হাঁটুতে ভর দিয়ে নিচু হলো সে, ধীরে-সুস্থে পিতলের একটা কামানে গোলা ভরছে। এই শেষ একটা চেষ্টা করবে সে হার মেনে নেয়ার আগে। সম্ভাবনা খুবই কম, তবু বলা যায় না কিছু কাজ এতে হতেও পারে।

উঠে দাঁড়িয়ে গানারের হাত থেকে আগুন নিয়ে জায়গা মত ছোঁয়াল সে, তারপর পিছু-ধাক্কা এড়াতে লাফিয়ে সরে গেল একপাশে। কিন্তু ঠিক যখন গোলাটা কামান থেকে বেরোচ্ছে, তখনই হাওয়া লেগে দুলে উঠল সেন্টর, সরে গেল কামানের মুখ। সেন্টর থেকে ছোঁড়া প্রথম ও শেষ গোলা ছুটে গেল খোলা সাগরের দিকে।

ওয়ার্ডরুম গানারের দিকে চেয়ে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'ঠিক বলেছিলে, সব শেষ। এবার উঠে আসবে ওরা সেন্টরে, তারপর... জানোই তো—' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকিটুকু বোঝাল সে। আগুনটা পোর্ট হোল দিয়ে সাগরে ফেলে দিল। ভাবল, এই মার্চেন্ট শিপের ভীতু

ক্যাপ্টেনের কাছাকাছি থাকা উচিত ছিল তার। তাহলে হয়তো গানারদের কামান দাগার সুবিধে করে দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব হতে পারত। কিন্তু এখন আর সেসব ভেবে কি লাভ, সেন্টরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। পাল নামাতে নামাতে এগিয়ে আসছে কালো জাহাজটা আহত শিকারের দিকে।

গানারের দিকে ফিরল দো বাখনি। 'ওপরে চলে যাও। গান ডেকের সবাইকে ডেকে নিয়ে যাও সঙ্গে। এখানে আর কিছুই করবার নেই কারও।'

নিজে সে সিঁড়ি বাওয়ার ঝামেলায় না গিয়ে পোর্ট হোল থেকে বাইরে বেরিয়ে রেলিং টপকে উঠে গেল ওপরের ডেকে। খালি গায়ে একজন লোককে ওভাবে উঠে আসতে দেখে ভয়ে জান উড়ে গেল প্রিসিলা ও মেজর স্যান্ডসের। যুদ্ধ করতে হতে পারে মনে করে তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে মেজর, ওটার বাঁটের উপর হাত চলে গেল তার। কিন্তু তার আগেই অভয় দিল দো বাখনির কণ্ঠ। সে বলল, যত দ্রুত সম্ভব নিজের কেবিনে পৌঁছানো দরকার তার, তাই ঘাম আর ধুলো-বারুদ মেখে নোংরা অবস্থায় এভাবে উঠে এসেছে।

মেজরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'যুদ্ধ শেষ। বোকা ব্র্যানসামটা আমাকে একটা গোলা ছোঁড়ার সুযোগও দিল না। লীচও গোলাগুলি বন্ধ করেছে। বোঝা যাচ্ছে এই জাহাজটা ওর দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে আসবে ওরা সেন্টরে।'

অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝল ওরা দুজনই। এখন ঈশ্বর ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই ওকে রক্ষা করে, বুঝে নিয়ে ওখানেই হাঁটু ভাঁজ করে প্রার্থনায় বসে পড়ল প্রিসিলা। মেজরের চেহারায় চরম হতাশা ও মৃত্যুভীতি।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারা গম্ভীর, কিন্তু ভীতি বা হতাশার কোন চিহ্ন সেখানে নেই। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বুকে সাহস রাখুন, মাদামোয়াযেল। ঘাবড়াবেন না। আমি আছি এখানে। হয়তো আপনার কোন বিপদ হবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়তো করতে পারব। মাঝে মাঝে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। দেখবেন, একটা কিছু বুদ্ধি বের

করে ফেলব। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। শুধু অল্প একটু বিশ্বাস।'

কথা শেষ করে একছুটে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি, ডাক দিল পিয়েখকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মেজরের দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইল প্রিসিলা।

মেজর নিশ্চিত জানে অযথা বাগাড়ম্বর করে গেল নাটুকে ফরাসী লোকটা, কিন্তু সেকথা না বলে মেয়েটাকে কিছুটা স্বস্তি দেয়ার জন্যে বলল, 'ও কি করতে পারবে আমার মাথায় আসছে না। খুন করে ফেললেও আসবে না। তবে ওকে তো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলেই মনে হলো। মানতেই হবে, অনেক গুণ আছে লোকটার। এমনও হতে পারে ও নিজেও যখন জলদস্যু ছিল, ওকে কিছু বলবে না ওরা। জানো তো কুকুরের মাংস খায় না কুকুর।'

আবোলতাবোল বকে চলল মেজর, যদিও নিশ্চিত জানে – কোন আশা নেই। টম লীচ সম্পর্কে যা শুনেছে তার শতকরা দশভাগও যদি সত্য হয়, মৃত্যু অনিবার্য। খোদাকে মনে মনে ডাকছে, যেন খুব দ্রুত হয় মরণ। কিন্তু নিজের চেয়েও বেশি ভাবছে প্রিসিলা হ্যারাডিনের দুর্ভাগ্যের কথা। পাষণ্ডগুলো খুবলে খাবে ওকে। একবার ভাবল, তার চেয়ে ওকে এখনই মেরে ফেললে কেমন হয়?

একসময় কালো জাহাজের ছায়া পড়ল সেন্টরের উপর। এক সেকেন্ডের জন্যে রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো অনেকগুলো ভয়ঙ্কর চেহারা দেখা গেল। একটা ট্রাম্পেট বেজে উঠল দস্যু-জাহাজে, সেই সঙ্গে ড্রামের শব্দ। তারপরই শোনা গেল অনেকগুলো মাস্কেটের গুলির শব্দ। ঠক-ঠক করে কাঁপছে প্রিসিলা।

এমনি সময়ে কেবিন থেকে বের হলো মশিয়ে দো বাখনি, তার পিছনে পিয়েখ। হাতে বা মুখে কোথাও ধুলো-ময়লার চিহ্ন নেই; ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড়; মাথায় কালো, কোঁকড়া পরচুলা; পায়ে কর্ডোভান লেদারের বুট; তলোয়ার তো আছেই, বেল্টে গোঁজা রয়েছে দুটো পিস্তল।

বোঝা গেল, এতক্ষণ সাজগোজ করছিল লোকটা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা দো বাখনির দিকে। সাজের এই কি একটা সময়

হলো? সাজসজ্জার চেয়েও বেশি অবাক করল ওদের ওর সহজ, স্বচ্ছন্দ হাবভাব। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে সে ওদের দিকে। বলল, 'ক্যাপটেন লীচ হচ্ছে মহাপুরুষ। মহান জলদস্যুদের শেষ নমুনা। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হলে আনুষ্ঠানিকতার দরকার আছে।'

চারদিকে নরক গুলজার হচ্ছে এখন। প্রচণ্ড শব্দে গোলা ফাটল কাছেই। ছিটকে পড়তে গিয়েও কোনও মতে টেবিলটা ধরে সামলে নিল দো বাখনি। মেজর স্যান্ডস বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, আর প্রিসিলা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দো বাখনির বুকে।

'বাঁচান!' ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'প্লিজ, আমাকে বাঁচান!'

একহাতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে দো বাখনি। কালো গোঁফের নিচে ঠোঁট জোড়া সামান্য প্রসারিত হলো। বুকের ওপর সেঁটে থাকা সোনালী মাথায় হাত বুলিয়ে দিল দো বাখনি। বলল, 'মনে হচ্ছে, পারব। খুব সম্ভব পারব।'

নির্ভীক লোকটার ছোঁয়ায় অনেকটা দূর হয়ে গেল প্রিসিলার ভয়। ওদিকে প্রিসিলাকে ফরাসী লোকটার বুকে সেঁটে থাকতে দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মেজরের, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে কটমট করে চেয়ে রইল দো বাখনির দিকে। তারপর চ্যালেঞ্জ করল, 'আপনি আর কী করতে পারবেন এখন?'

'দেখা যাক কি পারি। হয়তো অনেক কিছুই পারব, আবার, হয়তো কিছুই পারব না। তবে আমার সাফল্য নির্ভর করবে আপনাদের সহযোগিতার ওপর।' চেহারা একটু কঠোর হলো দো বাখনির। 'আমার প্রতিটি কথায় সায় দিতে হবে আপনাদের – যাই বলি না কেন, শুনতে যেমনই লাগুক। একটা কথার প্রতিবাদ যদি করেন, মনে রাখবেন, আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।'

ধুপ-ধাপ আওয়াজ আসছে ওপরের ডেক থেকে। এসে পড়েছে দস্যুরা। চিৎকার চেঁচামেচি চরমে উঠেছে। থেকে থেকে গর্জে উঠছে পিস্তল, বন্দুক। বোঝা যাচ্ছে, বাধা দেয়া হচ্ছে ওদের। পোর্ট হোল দিয়ে দেখা গেল ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল একটা লাশ, তারপর আরও দুটো।

ভয়ে শিউরে উঠল প্রিসিলা। সান্ত্বনা দিল দো বাখনি, 'এই শেষ হলো বলে। আর বেশিক্ষণ টিকবে না এরা। কমপক্ষে তিনশো অনুচর লীচের; আর সেন্টরের আছে মাত্র এক কুড়ির কিছু বেশি।'

কান পাতল দো বাখনি, কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে এদিকে। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'আমার কথা মেনে নেবেন তো? অক্ষরে অক্ষরে? কথা দিন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি যাই বলেন না কেন।'

'আর আপনি, মেজর স্যান্ডস?'

মুখ কালো করে কথা দিল মেজর। এবং তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নগ্ন পায়ে ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে গ্রেট কেবিনের দরজার কাছে চলে এল একদল দস্যু। ওপর থেকে এখনও মাঝে-মধ্যে কাতরানি ও চিৎকারের শব্দ এলেও বিজয়ীদের পৈশাচিক হাসিই শোনা যাচ্ছে বেশিরভাগ। একদল নেমে এসেছে লুটের মাল কি পাওয়া যায় দেখার জন্যে।

দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের দরজা, বাল্কহেডে বাড়ি খেল। হাতে অস্ত্র আর ঠোঁটে হাসি নিয়ে ঢুকল একদল দস্যু। ওদের তিনজন আর পিছনে পিয়েখকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মেয়ে দেখে উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল কয়েকজন। এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পা এগিয়ে বাধা দিল দো বাখনি। দুই হাত কোমরে গোঁজা দুই পিস্তলের বাটে।

'দাঁড়াও!' প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল সে ওদের। 'আর এক পা এগোলে মাথার ঘিলু বের করে দেব! আমি দো বাখনি। যাও, তোমাদের ক্যাপটেন লীচকে ডেকে নিয়ে এসো।'

৬
ভাগাভাগি

নামটা অনেকেরই জানা ছিল বলে, অথবা লোকটার শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ভাব দেখে – কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, থমকে দাঁড়াল সবাই। নেতা উঁচু করে ধরে আছে একটা রক্তমাখা ম্যাশেটি। এই অবস্থায় জমে গেল যেন সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এমনি সময়ে সবাইকে ঠেলে এগিয়ে এল মাঝারি উচ্চতার এক লোক, চলনে তার প্যানথারের ক্ষিপ্রতা। সামনে আসতেই চিনতে পারল দো বাখনি, এসে গেছে টম লীচ।

লাল একটা ব্রীচ পরে আছে টম লীচ, বুক খোলা শার্টে রক্তের দাগ। হাতা গুটিয়ে রাখায় শক্তিশালী দুই বাহুর পেশী দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কালো চুল ভুরুর উপর এসে পড়েছে। সরু নাকের খুব কাছে বসানো চোখ দুটোয় শয়তানী ও নীচতা। ম্যাশেটি বা ছোরার বদলে লীচের কোমরে ঝুলছে তলোয়ার – সবাই জানে, তলোয়ার-যুদ্ধে বর্তমান বিশ্বে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই।

'কি হচ্ছে এখানে?' বলেই থমকে গেল টম লীচ শান্ত কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী মানুষটার ওপর চোখ পড়তেই। চোখ দুটো বড় হলো, তারপর সরু হলো বিড়ালের চোখের মত। 'আরে! আমি কি ভুল দেখছি? আমাদের "টপগ্যাল্যান্ট" চার্লি না?'

এক পা এগিয়ে পিস্তলের বাট থেকে হাত সরিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি টম লীচের দিকে।

'ঠিক ধরেছ, দোস্ত। তবে তুমিও কম যাও না, যেখানে দরকার

ঠিক সেখানেই হাজির। আমার অনেক খাটনি আর সময় বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমি গুয়াডিলুপ যাচ্ছিলাম ওখান থেকে একটা জাহাজ আর কিছু লোক নিয়ে তোমাকে খুঁজতে বেরোব বলে। ঠিক সময় মতই আকাশ থেকে পড়েছ এই ডেকের ওপর, যেন জাদুর বলে!'

বাড়ানো হাতটা ধরল না টম লীচ। আরও ছোট হলো চোখ দুটো, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়াল সামান্য নিচু হয়ে।

'তোষামোদ হচ্ছে, দো বাখনি? ভেবেছ এভাবে আমাকে ভোলাতে পারবে? জানি, গালচালাকি আর ধূর্ততায় তোমার জুড়ি নেই। কিন্তু তাই বলে আমার সঙ্গেও? টম লীচকে ঘোল খাওয়াবে এত চালাক তুমি হওনি এখনও, চার্লি।' বার দুই আপাদমস্তক চোখ বুলাল সে দো বাখনির ওপর। 'তোমার সর্বশেষ খবর জানি, মরগানের সঙ্গে আছ তুমি। ওর ডান হাত হিসেবে ওরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি আমাদের সবার সাথে।'

যেন মজা পাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে মিটি মিটি হাসল দো বাখনি। 'তা ঠিকই বলেছ একরকম। ওর পার্শ্বচরদের দুটোর যে-কোনও একটা বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছিল ও হয় আমার সঙ্গে থাকো, নয়তো ঝুলে পড়ো ফাঁসীর দড়িতে। ওর হাতের মুঠোয় যতক্ষণ ছিলাম, ওর কথাতেই নাচতে হয়েছে আমাকে। যদি মনে করে থাক স্বেচ্ছায় আমি ওর কথায় নেচেছি, তাহলে বলতে হবে দো বাখনিকে আজও চিনতে পারনি তুমি। বিশ্বাস করো, প্রথম সুযোগেই কেটে পড়েছি আমি তোমার সঙ্গে যোগ দেব বলে।'

'আমার সঙ্গে যোগ দিতে? আ-মা-র সঙ্গে! আমার প্রতি এত ভালবাসা তোমার, কই, কোনদিন তো টের পাইনি!'

টিটকারী গায়ে মাখল না দো বাখনি। 'ভালবাসা জন্মায় প্রয়োজন থেকে। বিশ্বাস করো, টম, এই মুহূর্তে তোমাকে আমার ভয়ানক প্রয়োজন। আর এটাও জেনে রাখ, খালিহাতে আসিনি আমি। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কত টাকার ব্যাপার! স্বপ্নে হয়তো এক-আধবার এই পরিমাণ সম্পদ দেখে থাকতে পার, কিন্তু জাগরণে কোনদিন না। বিরাট ব্যাপার, টম। আমার একার পক্ষে সামাল দেয়া

সম্ভব নয়। আমি যে-কাজে নেমেছি, বর্তমানে একমাত্র তোমারই আছে সে-কাজটা উদ্ধার করার সাহস, যোগ্যতা আর লোকবল। তাই চলেছিলাম তোমার কাছে।'

এক পা এগিয়ে এল টম লীচ, তলোয়ারটা বেতের মত করে বাঁকিয়ে ধরা। 'কিসের সম্পদের কথা বলছ তুমি?'

'স্বর্ণ! সোনা-রূপার নৌবহর। এক মাসের মধ্যেই রওনা হবে।'

টম লীচের অবিশ্বাসী, চঞ্চল দুই চোখে ঝিলিক দিল লোভ। 'কোত্থেকে?'

হেসে উঠল দো বাখনি, মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'এখন নয়। পরে আলাপ করা যাবে এ নিয়ে।'

বুঝল লীচ। কিন্তু অনুচরদের সামনে ওর প্রশ্নের না-সূচক জবাব আসায় রেগেও গেল। 'আরও অনেক স্পষ্ট ভাবে জানতে হবে আমার।'

'নিশ্চয়ই। আরও অনেক কিছুই জানানো হবে তোমাকে। তা নইলে তুমি রাজি হবে কেন?'

মেজর স্যান্ডসের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ প্রিসিলাকে দেখতে পায়নি দস্যুটা। হঠাৎ মেজর একটু নড়ে উঠতে ওর চোখ পড়ল মেয়েটার ওপর। মুহূর্তে অশুভ কি যেন ছায়া ফেলল ওর চোখে-মুখে, সেই সঙ্গে নগ্ন লালসা। 'কে? কে এরা? কে ওই ডানাকাটা পরি?'

এগোতে যাচ্ছিল, ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল দো বাখনি।

'আমার স্ত্রী আর তার ভাই। গুয়াডিলুপে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করবে বলে।'

বোকা মেজর গলা পরিষ্কার করল এই ডাহা মিথ্যার প্রতিবাদ করবে বলে, কিন্তু সেটা টের পেয়ে ওর হাতে জোরে চাপ দিল প্রিসিলা।

'তোমার বউ!' মনে হলো দস্যুটার মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল কথাটা শুনে। 'আমি কোথাও কোনদিন শুনিনি বিয়ে করেছ তুমি!'

'হঠাৎ হয়ে গেল। জামাইকায়।' যেন কথার ওখানেই শেষ, এমনি ভঙ্গিতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এবার আমাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলার আয়োজন করতে হয়, টম।'

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল টম লীচ ফরাসী লোকটার দিকে।

যোদ্ধার হাতে থাকত এ জাহাজটা, কিংবা ধরো, আমার হাতেই থাকত জাহাজের ভার, তাহলে তোমরা এ জাহাজে ওঠা তো দূরের কথা, কাছেই ভিড়তে পারতে না।'

'পারতাম না, তাই না? দারুণ চালাক লোক, কি বলো, উওগান? তোমার ধারণা, আমার চেয়েও ভাল যোদ্ধা তুমি? খুব একটা বিনয়ের পরিচয় দিচ্ছ না, চার্লি।'

মাথা নাড়ল দো বাখনি। 'আমি হলে তোমাদের মোকাবিলার জন্যে দাঁড়াতাম না। তোমার জাহাজে যে পরিমাণ জঞ্জাল জমেছে, মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেই বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত আমাদের, কোনদিন আর ধরতে পারতে না এ জাহাজ। অনেক বেশিদিন পানিতে আছ তোমরা, টম, জাহাজটা আর চলার যোগ্য নেই।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ লীচ দো বাখনির মুখের দিকে। তারপর বলল, 'দেখার চোখ আছে তোমার। সত্যিই। জাহাজের তলার জঞ্জাল ঠিকই আন্দাজ করেছ!'

এক বোতল রাম, একটা পাত্রে তামাক, গোটা কয়েক পাইপ আর তিনটে মদ্যপানের পাত্র সাজিয়ে দিল পিয়েখ টেবিলের উপর। তারপর পিছিয়ে দাঁড়াল যে যা চাইবে এগিয়ে দেয়ার জন্যে।

মদ ঢেলে নিল ওরা। উওগানও বসে পড়ল টেবিলের একধারে, পাইপ ধরাল দো বাখনির দেখাদেখি। তামাক নিল না টম লীচ।

'এবার শোনা যাক, কিসের নৌবহরের গল্প যেন বলছিলে?'

'গল্প বেশি বড় না। মাসখানেকের মধ্যে কাদিজ রওনা হবে তিনটে স্প্যানিশ জাহাজ। তিরিশ কামানের গ্যালিয়নটায় থাকবে ট্রেজার, বিশ কামানের দুটো ফ্রিগেট পাহারা দেবে ওকে দুপাশ থেকে। একটা জাহাজে যতটা ঐশ্বর্য তোলা সম্ভব তার চেয়েও বেশি আছে ওটায়। সোনা আর রূপায় মিলিয়ে যা আছে তার দাম হবে কমপক্ষে পাঁচ লাখ পিসেস অভ এইট [প্রাচীন স্প্যানিশ মুদ্রা, প্রতিটির মূল্য এক ডলারের আট ভাগের এক ভাগ], এছাড়াও রয়েছে কয়েক বস্তা রিও ডি লা হাচার মুক্তা।'

পাইপে টান দিতে ভুলে গেছে উওগান। দুজনেরই চোয়াল ঝুলে

পড়েছে নিচে। এত বিশাল সম্পদের কথা কল্পনাও করতে পারে না ওরা। কথা যদি সত্য হয়, ক্যাপটেন ও মেট হিসেবে ওদের ভাগে যা পড়বে তাতে সারাজীবন আর রোজগার না করলেও চলবে – বিরাট ধনী হয়ে যাবে ওরা। প্রথমে মুখ বন্ধ করল লীচ, গোটা কয়েক অশ্লীল খিস্তি ঝাড়ল, তারপর সোজা-সাপ্টা বলল, 'বিশ্বাস করলাম না। আমাকে নরকে পাঠালেও বিশ্বাস করতে পারব না এই গাঁজাখুরি গল্প।'

'আমিও না,' বলল উওগান। 'কসম খোদার!'

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মশিয়ে দো বাখনির ঠোঁটে। 'আগেই তো তোমাদের বলেছি, স্বপ্নে এক-আধবার হয়তো দেখে থাকতে পার, কিন্তু জাগরণে এত টাকার কথা কল্পনাও করতে পারবে না তোমরা। তবে যা বলছি তা সত্য। এখন হয়তো টের পাচ্ছ, কেন আমি গুয়াডিলুপে চলেছিলাম একটা জাহাজ সংগ্রহ করে তোমাকে খুঁজে বের করে সাহায্যের অনুরোধ করব বলে? কপাল ভাল আমাদের – তার কারণ, অনেক সময় বেঁচে গেল আমার; তোমাকেও পেয়ে গেলাম, সেই সঙ্গে একটা জাহাজও। এটা ব্যবহার করতে পারব আমরা আক্রমণের সময়।'

বিশাল ধন-সম্পদের কথায় মনের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে দস্যুদের, টের পেল না, এই দুটো কথার কোনটার পিছনেই অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি দো বাখনি, একটা কথাকে দাঁড় করিয়েছে অপরটার পরিপূরক হিসেবে। কিন্তু লোভে ঘোলা হয়ে গেছে ওদের বুদ্ধি। চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিল টম লীচ, দুই কনুই রাখল টেবিলের উপর।

'এবার আর একটু ভেঙে বলো দেখি। তুমি কি করে জানলে এই খবর?'

'দৈবক্রমে। এই যেমন তোমাকে পেয়ে গেলাম দৈবাৎ। মনে হচ্ছে দেবতাদের আশীর্বাদ আছে আমাদের ওপর, টম। শোনো, বলছি।' চমৎকার একটা ফাঁক-ফোকরহীন, বাস্তবভিত্তিক কাহিনী শুরু করল এবার দো বাখনি।

মাসখানেক আগে কেম্যান্‌স্ আইল্যান্ড থেকে ফিরছিল সে হেনরি

মরগানের সঙ্গে। টম লীচের খোঁজে ওদিকে গিয়েছিল মরগানের ফ্ল্যাগশিপ, দো বাখনি ছিল সঙ্গের দুটো ফ্রিগেটের একটার দায়িত্বে। সারারাত তুমুল ঝড় বয়ে যাওয়ার পর এক সকালে ওরা দেখতে পেল গ্র্যান্ড কেম্যানের পাঁচ কি ছয় লীগ [এক লীগে তিন মাইল] দক্ষিণে কোনও মতে কাত হয়ে ভেসে আছে একটা হালকা জাহাজ, তলিয়ে যাবে খানিক বাদেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে নাবিকদের উদ্ধার করে ওরা, তুলে নেয় জাহাজে। জানা গেল লোকগুলো স্প্যানিয়ার্ড। ওদের মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো খুবই উঁচু পদের অফিসার। ভদ্রলোকের নাম ওজেডা – হিসপ্যানিওলা পৌঁছানোর জন্যে ভয়ানক উদগ্রীব মনে হলো তাকে। স্লুপটা ওইদিকেই যাচ্ছিল, ঝড়ে পড়ে দিক হারিয়ে চলে এসেছে এদিকে। মারাত্মক আহত ছিল ভদ্রলোক। মাস্তুল ভেঙে পড়ায় চোট পেয়েছিল মেরুদণ্ডে। লোকটা শারীরিক যতটা কষ্ট পাচ্ছিল, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট পাচ্ছিল মানসিক ভাবে – সান ডোমিঙ্গোর স্প্যানিশ অ্যাডমিরালের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে চলেছে সে, সেটা পৌঁছানোর আগেই যদি মরে যায়, সেই আশঙ্কায়।

'বার্তাটা যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে অসুবিধে হলো না আমার, দারুণ কৌতূহল হলো। ওকে বললাম, আমাকে যদি ও বিশ্বাস করে বার্তাটা বলে, কিংবা একটা চিঠিতে যদি সেটা লিখে দেয়, আমি ওটা অ্যাডমিরালের হাতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারি। কিন্তু সে প্রস্তাব লোকটা এতই জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল যে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল শতগুণ।

'কিন্তু চিঠির কথাটা ওর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে টের পেয়ে আমাকে খবর দিল লোকটা। অনুরোধ করল, ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্যাপটেনকে যেন ডেকে পাঠাই, আর যেন একটু কালি-কলমের ব্যবস্থা করি। ব্যবস্থা করে দিলাম সব। তখনও জানি না, শিক্ষিত, চতুর ভদ্রলোক চমৎকার এক কৌশল আবিষ্কার করেছে। এমন এক চিঠি লিখল ভদ্রলোক যেটার মর্মোদ্ধার করা সাধারণ কোনও নাবিকের পক্ষে স্রেফ অসম্ভব। নাবিকদের বেশিরভাগই নিজের মাতৃভাষাও পড়তে পারে না। ল্যাটিন

ভাষায় অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে লোকটা ক্যাপটেনকে দিয়ে এমন এক চিঠি লেখাল, যার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝল না লেখক নিজেও। চমৎকার বুদ্ধি, কাজ হওয়ার কথা শতকরা একশো ভাগ, কিন্তু ওরা তো আর জানে না কতখানি কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি।

'সন্ধ্যায় মারা গেল ভদ্রলোক। নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল পরপারে তার দায়িত্ব সে পালন করেছে।

'সেই রাতেই একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনায় কি করে যেন জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে হারিয়ে গেল সেই স্প্যানিশ স্লুপের ক্যাপটেন। গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটার কথা আর কেউ জানত না বলে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কোন হৈ-চৈ হলো না। বেচারা কোন দুর্ঘটনায় পড়তে পারে মনে করে আগেই অবশ্য ওর বুটের লাইনিঙের ভিতর থেকে লুকানো চিঠিটা হাতিয়ে নিয়েছিলাম আমি।'

গল্পের এই পর্যায়ে এসে শ্রোতাদের প্রশংসা গ্রহণ করবার জন্যে থামতে হলো মশিয়ে দো বাখনিকে। "খুন" শব্দটা একটিবারও উচ্চারণ না করেও ফ্রেঞ্চম্যানের হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃতি শুনে খুবই মজা পেল ওরা, হো-হো করে হেসে উঠল দুই দাগী ডাকাত, অকুণ্ঠ প্রশংসা করল দো বাখনির। মৃদু হেসে মাথা পেতে নিল সে প্রশংসা। তারপর এগিয়ে গেল তার গল্প নিয়ে।

'তখনই টের পেলাম চালাকিটা। আমি অশিক্ষিত নই, এক সময় ল্যাটিন আমার ভালই জানা ছিল। কিন্তু সমুদ্রে এলে এসব কারও মনে থাকার কথা নয়। তাছাড়া, ওই লোকটার ল্যাটিন ছিল খুবই উঁচু দরের। কয়েকটা রোমান সংখ্যা আর এক আধটা শব্দ ছাড়া প্রায় কিছুই বুঝলাম না। তবে এক সপ্তাহ পর পোর্ট রয়ালে একজন পরিচিত ফরাসী যাজকের কাছ থেকে বার্তাটা অনুবাদ করিয়ে নিলাম।'

কয়েক মুহূর্ত শ্রোতাদের আগ্রহী মুখের দিকে চেয়ে থাকল দো বাখনি, তারপর বলল, 'আমি কিভাবে জানতে পেরেছি শুনলে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, বুড়ো মর্গানকে ছাড়তে হবে এবার আমার, ইংরেজ সরকারের চাকরিটাও। কিন্তু এ-ও বুঝলাম, যে-কাজে হাত দিতে চাই, সেটা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে একা পারব না, আমার সাহায্য দরকার।

কাজেই মরগানকে বললাম, বহুদিন সমুদ্রে থেকে এখন দেশে ফেরার জন্যে প্রাণটা আমার কাঁদাকাটি করছে। কোনও সন্দেহ না করেই ছেড়ে দিল আমাকে মরগান। আমি জানতাম গুয়াডিলুপে এখনও খোঁজ করলে কিছু সাহসী লোক পাওয়া যাবে, আর আরও একটা জাহাজ সঙ্গে থাকলে তোমার কাজে অনেক সুবিধে হবে। তাছাড়া, ওখানে তোমার খবর পাওয়া যাবে, তাও জানতাম। তুমি যে ইদানীং ওখানেই লুটের মাল বিক্রি করছ এ-খবর অবশ্য মরগানেরও জানা আছে।'

কথা থামিয়ে রামের পাত্রে চুমুক দিল মশিয়ে দো বাখনি।

নড়ে উঠল লীচ, টেবিলের উপর থেকে কনুই সরিয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলাম। এবার শোনা যাক আসল তথ্যটা।'

'এরই মধ্যে বলেছি। বিপুল সম্পদ নিয়ে প্লেট ফ্লীট কাদিজের পথে রওনা হবে মাসখানেকের মধ্যে, আয়ন বায়ুটা ঠিকমত চালু হলেই। চিঠিতে সম্পদের বর্ণনা দেয়া হয় স্প্যানিশ অ্যাডমিরালকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে, যাতে গুরুত্বটা সঠিকভাবে অনুধাবন করে দুটো যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি রাখেন তিনি ওটাকে পাহারা দিয়ে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। এই হলো গোটা ব্যাপার।'

'গোটা ব্যাপার? কী বলছ তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল লীচ। 'কোথা থেকে ছাড়বে ওটা তা বুঝি কোন ব্যাপারই নয়?'

মুচকে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। তামাকের বাক্সটা টেনে নিয়ে বলল, 'ধরে নাও, কামপিচ থেকে ত্রিনিদাদ–এর মধ্যে কোনও এক জায়গা থেকে।'

ভুরু কুঁচকে মুখ কালো করে ফেলল দস্যু। 'তার চেয়ে বলো, উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মধ্যে কোনও এক জায়গা থেকে!' রেগে গেছে সে। 'তুমি বলতে চাও তুমি জান না? না জানলে তোমার বাকি তথ্যের কি দাম?'

হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত হলো মশিয়ে দো বাখনির ঠোঁটে। 'নিশ্চয়ই জানি। ওটাই তো আমার গোপন কথা। ওই তথ্যই তো বিনিময় করতে চাইছি তোমাদের সঙ্গে।' দস্যুদুজনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ধীর-স্থির ভঙ্গিতে পাইপ ধরাল দো বাখনি। ওর ব্যাপার-স্যাপার

দেখে হাঁ হয়ে গেছে দুজনই। 'আর একটা কথা,' বলল সে। 'আমি যতদূর জানতে পেরেছি, দুশো, বড়জোর আড়াইশো লোক থাকবে ওদের জাহাজে। আমাদের এই দুটো জাহাজ নিয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করলে ওরা সামাল দিতে পারবে না।'

'ও নিয়ে ভাবছি না। আমি যেটা জানতে চাই, এবং এই মুহূর্তে, সেটা হলো কোথায় খুঁজব আমরা এই নৌবহরকে।'

'সেটা তোমার জানার কি দরকার?' মাথা নাড়ল দো বাখনি। 'আমি তো সশরীরে থাকছিই। চুক্তিপত্রে সই হয়ে গেলে আমিই ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব তোমাদের পথ দেখিয়ে।'

'তোমার ধারণা, আমরা চুক্তিপত্রে সই করতে চলেছি, তাই না?'

'তা না করলে তোমাকে বোকাই বলব আমি, টম। জীবনে তোমার কখনও এত বিপুল সম্পদ হাতানোর এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'তুমি কি ভেবেছ তোমার কথায় চোখ-কান বাঁধা অবস্থায় আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব?'

'চোখ-কান বাঁধার কোনও ব্যাপার নেই এতে। যেটুকু জানা দরকার তার সবই তুমি জেনেছ। তোমার যদি আপত্তি থাকে, বা মুরোদে না কুলায়, বেশ তো গুয়াডিলুপে নামিয়ে দাও আমাকে। আমার কোনও সন্দেহ নেই ওখানে আমি...'

'দেখো, বাখনি, মুরোদ যে আমার যথেষ্ট আছে, তা ভাল করেই জান তুমি। আর এটাও তোমার জানা থাকা দরকার যে মানুষের মুখ খোলানোরও অনেক কায়দা আমার জানা আছে। বহু মানুষের ছাল ছাড়িয়েছি আমি। নাকি পায়ের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত কাঠি তোমার বেশি পছন্দ?'

নাক উঁচু করে তিরস্কারের ভঙ্গিতে চাইল ওর দিকে দো বাখনি।

'তুমি একটা ফালতু লোক, টম! আমি অতি ধৈর্যশীল মানুষ না হলে এই কথার জন্যে ঠিক গুলি করতাম তোমাকে।'

'কি বললে?' ফোঁস করে উঠল লীচ, মুহূর্তে তলোয়ারের বাঁটে চলে গেছে দস্যুর হাত।

সেটা দেখেও না দেখার ভান করল দো বাখনি। 'কি করে ভাবতে

পারলে আমার মুখ খোলানো সম্ভব? আবার একবার ছাল ছাড়ানো কথা বলে দেখ, ছালই শুধু ছাড়াতে পারবে, ওই সম্পদের একটা পয়সাও হাতে পাবে না। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে, বলেছি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন আমাকে তোমার। এবং এটা শুধু তোমাকে পথ দেখিয়ে ওই জাহাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই নয়। তোমাকে তো বলেছি, আরেকটা জাহাজ সংগ্রহ করতে চলেছিলাম গুয়াডিলোপে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেন্টর আমাদের হাতে এসে যাওয়ায় তার আর দরকার নেই। কিন্তু উপযুক্ত লোক চাই সেন্টরকে পরিচালনার জন্যে। আমিই সেই লোক। তুমি জান, দক্ষ, সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তোমার চেয়ে খুব একটা পিছনে ছিলাম না আমি। এখনই ভেবে দেখো, বিপুল সম্পদ অর্জন করে এই সমুদ্র-জীবন থেকে অবসর নেয়ার এই সুযোগ তুমি গ্রহণ করতে চাও কিনা। নাকি মরগানের গোলা খেয়ে ডুবে মরার জন্যে আরও কিছুদিন থাকতে চাও পানিতেই?" কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলল, 'বলো, ক্যাপটেন, আমরা কি প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান লোকের মত চুক্তির শর্ত নিয়ে আলাপ করব এখন?'

নড়ে উঠল উওগান, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে কথা বলে উঠল। 'কসম খোদার, ক্যাপটেন। চার্লির সব কথা শুনে তো ওকে অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে না। ও যা চাইছে, ওর অবস্থায় তুমি হলেও কি ঠিক তাই চাইতে না?'

ব্ল্যাক সোয়ানের মেটকে বাগে আনা গেছে বুঝতে পেরে পিছনে হেলান দিয়ে বসে পাইপ টানায় মন-প্রাণ ঢেলে দিল দো বাখনি। বিপুল ঐশ্বর্যের টোপ গিলে নিয়েছে উওগান। এই সুবর্ণ সুযোগ যাতে হারাতে না হয়, সেজন্যে প্রয়োজনে টম লীচের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করবে ও সাধ্যমত। ইতোমধ্যেই নিজের মতামত জানিয়ে দিয়েছে সে দস্যু-সর্দারকে।

'তা তোমার চুক্তির শর্তটা কি শোনা যাক,' বিরস কণ্ঠে বলল লীচ।

'আমার জন্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সম্পদের দখল পাওয়া মাত্র।'

'কি বললে!' চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লীচ। একরাশ কুচ্ছিত গালি-গালাচ বর্ষণ করল ফ্রেঞ্চম্যানের উদ্দেশে, তারপর ঝট্ করে ফিরল উওগানের দিকে, 'এই তোমার যুক্তিযুক্ত লোক, উওগান?'

'সোনা, রূপা আর মুক্তা মিলিয়ে কমপক্ষে দশ লাখ পিসেস অভ এইট দাম হবে এ-সম্পদের। আর এ জিনিস এমন কোন মাল নয় যে গুয়াডিলুপে নিয়ে গিয়ে তোমার বেচতে হবে দশভাগের একভাগ দামে।'

এবার শুরু হলো দর কষাকষি। ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হলেই মধ্যস্থতা করছে উওগান। সে বুঝে গেছে, সম্পদটা হাতের মুঠোয় আনতে হলে এখন শান্তি বজায় রাখতে হবে যেমন করে হোক। অবশেষে অনেক টানাহেঁচড়ার পর সমঝোতায় এল ওরা।

কাগজ, কলম, কালি আনা হলো। পিয়েখকে পাঠানো হলো সবার প্রতিনিধি হিসেবে ডেক থেকে তিনজনকে ডেকে আনতে।

জলদস্যুদের নিয়ম অনুযায়ী লিখে ফেলা হলো চুক্তির শর্ত, নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিধিরাও সই করল চুক্তিপত্রে।

কাজ সেরে অনুচরদের নিয়ে বেরিয়ে গেল লীচ, বড় কেবিনে একা বসে রইল দো বাখনি।

বাইরে বেরিয়ে লীচের সব রাগ গিয়ে পড়ল উওগানের উপর। ওর ধারণা, দরদামে ঠকে গেছে সে মেটের অতি আগ্রহের কারণে। ফলে তার বিরূপ মন্তব্য আর টিটকারীর লক্ষ্যে পরিণত হলো উওগান।

'হয়েছে, ক্যাপটেন,' শেষমেষ বলল উওগান। 'একটা গুরুত্বহীন বিষয়ে অনেক বেশি চেতে উঠছ তুমি। ও যদি অর্ধেক চাইত, আমি তাতেও রাজি হতাম, সই করতাম চুক্তিতে। রাজি হওয়া মানেই তো আর দিয়ে দেয়া নয়।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লীচ। চারপাশে লাশ আর রক্ত, কিন্তু সেদিকে লক্ষ নেই। লম্বা আইরিশম্যানের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল সে। উওগানও তাকিয়ে আছে ক্যাপটেনের দিকে, মুখে হাসি। 'প্লেট ফ্লীটের সমস্ত সম্পদ যখন আমাদের হ্যাচের নিচে চলে আসবে, তখন নাহয় চার্লি সাহেবের সঙ্গে আরেকবার বসে কথা বলে নেয়া

যাবে। তখন হয়তো আরও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দেবে লোকটা। আর তা না দিলেই বা কি? দুর্ঘটনায় মানুষ মারা পড়ে না? তুমি তো ওই ডানাকাটা পরিটাকে এক পর্যায়ে কেড়েই নেবে – তাই না? মাই গড, ক্যাপটেন! কী জিনিস! ওর দিকে কিভাবে তাকিয়ে ছিলে তুমি দেখেছি আমি, তবে তোমাকে একটুও দোষ দিতে পারিনি।'

ক্যাপটেনের ছোট ছোট চোখে ঝিলিক দিল অশুভ কি যেন।

'ফরাসীদের একটা প্রবাদ আছে : অপেক্ষা করতে জানলে সবকিছুই আসবে তোমার কাছে। আসল কথা হলো, ক্যাপটেন, অপেক্ষা।'

'বেশ। চেষ্টা করে দেখব।' গম্ভীর ক্যাপটেন লীচ। 'মনে হচ্ছে, একগাদা চামড়াই শুধু নয়, আরও কিছু দখল করেছি আমরা আজ।'

৭
টপগ্যাল্যান্ট

খাপসহ পিস্তল আর তলোয়ার খুলে পিয়েখকে দিল মশিয়ে দো বাখনি। সাজসজ্জার অংশ হিসেবে এগুলো ঝুলিয়েছিল সে। কাজ হয়ে যেতেই ওগুলো বিদায় করে হালকা হয়ে নিল।

এবার কেবিনের দরজা খুলে ডাকল সহযাত্রীদের।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুজনেরই। প্রিসিলার ভয়ে, আর মেজরের অক্ষম রাগে।

'আমরা জানতে পারি, আমাদের নিয়ে এবার কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?' বিরস কণ্ঠে জানতে চাইল মেজর।

একটু খেয়াল করলে ওর অবসন্ন ভাব দেখে ওরা বুঝতে পারত কিছুক্ষণ আগে কি চাপ গেছে দো বাখনির ওপর দিয়ে। এ মুহূর্তে এই

কৈফিয়ত তলব অসহ্য ঠেকল ওর কাছে। তাই বলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল না সে। মেজরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মেয়েটার দিকে ফিরল। 'এটুকু জানবেন, আমার সাধ্যমত ভালই করব আমি।'

'কারণ?' মেজর স্যান্ডস উপেক্ষায় দমবার পাত্র নয়। 'আপনার পরিচয় যা জানা গেল, আপনি আমাদের ভাল করতে যাবেন কি কারণে?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল দো বাখনি। 'বুঝতে পারছি আপনারা আড়ি পেতে শুনেছেন সব। আমি যাই হই না কেন, তার পরেও আপনাকে এবং মাদামোয়াযেলকে আমি আশ্বাস দিতে চাই, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দো বাখনির দিকে চাইল প্রিসিলা। 'ওই লোকটাকে যা বললেন, সব সত্যি? সত্যিই আপনি ওদের দলে যোগ দিচ্ছেন?'

উত্তর দিতে যথেষ্ট সময় নিল মশিয়ে দো বাখনি। তারপর নরম সুরে বলল, 'আপনার প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছে আপনার মনে সন্দেহ আছে। আপনার ধারণা, এমন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এটাকে আমি আপনার তরফ থেকে পাওয়া বিরাট একটা সম্মান হিসেবে গ্রহণ করছি। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সবিনয়ে জানাচ্ছি, হয়তো এর যোগ্য আমি নই।'

'তাহলে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের অনুরোধে আপনি যে গান-ডেকের ভার নিলেন, যুদ্ধ করলেন, সব মিথ্যে, ভান?'

'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তাই তো মনে হয়,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। তবে একটা বিষয় লক্ষ করতে অনুরোধ করব, সাময়িক ভাবে হলেও ক্যাপটেন লীচ আর তার দস্যুদলের হাত থেকে আপনাদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা আমি করেছি। একজন জলদস্যুর কথায় যদি আপনার পক্ষে আস্থা রাখা সম্ভব হয়, তাহলে জানবেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি আপনি যাতে ভালভাবে ইংল্যান্ডে পৌছতে পারেন। দুঃখের বিষয়, এখুনি সেটা সম্ভব নয়, দেরি হবে, হয়তো কিছুটা কষ্টও হবে আপনার। তবে আমার বিশ্বাস, তার বেশি কিছু নয়। আপনার কেবিনে নিশ্চিন্তেই থাকতে

পারবেন এখন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

কথাটা শেষ করেই ডেকের দিকে পা বাড়াল দো বাখনি।

গ্যাঙওয়েতে একটা মৃতদেহের সঙ্গে হোঁচট খেতে গিয়ে কোনমতে সামলে নিল সে। ঝুঁকে দেখল, নিগ্রো স্টুয়ার্ড স্যাম। বড় কেবিনে ঢোকার সময় ওকে এখানে মেরে রেখে গেছিল ওরা। বেঁচে আছে কি না পরীক্ষা করেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে লীচের চারজন অনুচর সহ সেন্টরের নিহত যোদ্ধাদের লাশ। গোটা ডেক রক্তে মাখামাখি।

কম্প্যানিয়নের গোড়ায় পড়ে রয়েছে ক্যাপটেন ব্র্যানসামের লাশ। কোয়ার্টারডেকে যাওয়ার পথে দেহটা ডিঙাতে হলো তাকে। বেচারা এই তো গত রাতেই বলছিল, এটাই তার শেষ সমুদ্রযাত্রা! ঠিক যখন সারাজীবনের কঠোর, সৎ পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে যাবে, ঠিক তখনই ঘটল এই মর্মান্তিক বিপর্যয়। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসছিল বুকের ভিতর থেকে, সচেতন হয়ে চাপল সেটা দো বাখনি, চেহারা দেখে কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

মেইন হ্যাচের কাছে একটা জটলা। ওকে দেখেই কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, 'টপগ্যাল্যান্ট [উপর থেকে তৃতীয় পাল]! ওই যে টপগ্যাল্যান্ট!'

বোঝা গেল, সবাই সব খবর জেনে গেছে। কারও জানতে বাকি নেই ও কে এবং কোথায় নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

ওকে দেখতে পেয়ে ফো'কাস্‌ল্‌ থেকেও কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল ঠাট্টার ছলে বন্ধুবান্ধবদের দেয়া 'টপগ্যাল্যান্ট' নাম ধরে। একটু থেমে হাত নাড়ল দো বাখনি সবার উদ্দেশে।

কোয়ার্টারডেকে উঠে এসে ও দেখল, লীচের তত্ত্বাবধানে আটকে যাওয়া জাহাজ দুটোকে ছাড়িয়ে আলাদা করার কাজে ব্যস্ত সবাই।

চুক্তিপত্র অনুযায়ী কথা ছিল, সেন্টরের দায়িত্বে থাকবে দো বাখনি, ব্ল্যাক সোয়ান থেকে দক্ষ কয়েকজন নাবিক চলে আসবে এই জাহাজে। ফ্রেঞ্চম্যানের যুক্তিতর্ক ও চাপাচাপিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল ক্যাপটেন লীচকে। দেখা গেল, দো বাখনির ক্ষমতা খর্ব

করবার একটা কৌশল বের করে ফেলেছে লীচ ভেবেচিন্তে।

'তোমার সঙ্গে উওগানও থাকবে এই জাহাজে,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল সে। 'তোমার সহকারী দরকার হবে। তাছাড়া হ্যালিওয়েলকে পাবে তুমি সেইলিং-মাস্টার হিসেবে।'

যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা, চেহারায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেতে দিল না দো বাখনি। বলল, 'চমৎকার! কোনও আপত্তি নেই আমার। অবশ্য ওদের জানা থাকা দরকার যে আমার নির্দেশে চলবে এ জাহাজ।' হাসিমুখে ফিরল সে উওগানের দিকে, 'এসো, কাজ শুরু করে দেয়া যাক। রাডার-হেড মেরামতের কাজে কাঠমিস্ত্রী লাগানো দরকার সবার আগে, তারপর জাহাজটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হবে – যা হাল হয়েছে এটার!'

দো বাখনির আদেশ-নির্দেশ বিদ্রূপের ভঙ্গি নিয়ে লক্ষ করল টম লীচ, কিন্তু ওর কাজে কোন বাধা দিল না। দশ মিনিটের মধ্যেই কাজে লেগে গেল সবাই। লাশগুলো ফেলে দেয়া হলো সাগরে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হলো কোয়ার্টারডেক, ওয়েইস্ট আর পূপের সমস্ত রক্তের দাগ।

দক্ষতার সঙ্গে মাস্তুল ও পালের দড়িদড়া ঠিকঠাক করে নিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল সে। একঘণ্টার মধ্যে দুটো জাহাজই যাত্রার উপযোগী হয়ে উঠল আবার। একশো লোক রয়ে গেল সেন্টরে, বাকি সবাইকে নিয়ে ফিরে গেল লীচ তার নিজের জাহাজে। যাওয়ার আগে জানতে চাইল কোন্দিক বরাবর চলতে হবে এখন।

'আপাতত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে,' বলল দো বাখনি। 'মারাকেবো উপসাগরের দ্বীপগুলোর দিকে যাব আমরা। যদি কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, কেপ ডি লা ভেলায় মিলিত হব।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল লীচ। 'তাহলে ওখানেই আমরা অপেক্ষা করছি প্লেট ফ্লীটের জন্যে?'

'আরে, না।' জবাব দিল দো বাখনি। 'ওটা আমাদের প্রথম যাত্রা-বিরতি।'

'তারপর ওখান থেকে?' চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে দেখল লীচ।

'সেটা জানতে পারবে ওখানে পৌঁছানোর পর।'

ক্রোধ দেখা দিল লীচের চেহারায়। 'দেখো, বাখনি,' বলেই নিজেকে সামলে নিল সে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝট্ করে পিছন ফিরল, দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল নিজের জাহাজে।

গ্রেট কেবিনের উপর থেকে ছায়াটা সরে যেতেই প্রিসিলা আর মেজর স্যান্ডস বুঝতে পারল ব্ল্যাক সোয়ান সরে গেছে কিছুটা। দস্যুদের রেখে যাওয়া রাম পান করে এতক্ষণ এই বিপজ্জনক অবস্থায় নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিল মেজর, এবার নড়ে উঠল। আধঘণ্টা আগে মতানৈক্যের কারণে তর্কটা যেখানে থেমেছিল, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করল সে আবার।

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, প্রিসিলা, এই লোকটার ওপর কি করে আস্থা রাখছ তুমি। আমি তো পারছি না, কিছুতেই না, আমাকে খুন করলেও না। এতেই বোঝা যায়, অভিজ্ঞতার কি পরিমাণ অভাব আছে তোমার মধ্যে। এবারের ভুলটা প্রমাণিত হলে আগামীবার আমার পাকা বিচারবুদ্ধির ওপর তুমি নির্ভর করতে শিখবে।'

'আগামী বলতে আমাদের কিছু নাও থাকতে পারে,' বলল প্রিসিলা।

'ঠিক। আমিও তো তাই বলছি। ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই আর আমাদের।'

'যদি এর পরেও কিছু থাকে, সেটা থাকবে মশিয়ে দো বাখনির বদান্যতায়।'

ঠিক আগের জায়গাতেই ফিরে গেল তর্কটা। প্রিসিলা কিছুতেই মানতে রাজি নয় যে দো বাখনি আসলে একটা বদমাইশের হাড্ডি।

'কী বলছ তুমি! বাখনির বদান্যতায়?' রাগের ঠেলায় পাঁই করে ঘুরে অন্য দিকে ফিরল মেজর। গোটা কেবিনে বার দুয়েক পায়চারী করে ফিরে এল প্রিসিলার সামনে। 'এখনও তুমি বিশ্বাস কর লোকটাকে? ওই জঘন্য চরিত্রের দস্যুটাকে?'

'বিশ্বাস করার মত আর কাউকে তো পাচ্ছি না। উনি যদি আমাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন...' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই কাঁধটা

সামান্য ঝাঁকাল ও, যার অর্থ, তাহলে আর কেউ পারবে না।

মেয়েটা তার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, এটা পরিষ্কার। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে এর আস্থা অর্জন করবার কোনও উপায়ও নেই। ফলে ক্রমেই তেতো হয়ে উঠছে মেজরের মেজাজটা।

'সবকিছু শোনার পরেও তুমি এই কথা বলবে? ওকে আস্ত একটা পিশাচ জেনেও? একদল জঘন্য দস্যুকে ও পথ দেখিয়ে কোথায় কি করতে নিয়ে যাচ্ছে, জানার পরেও? তোমাকে নিজের বউ হিসেবে পরিচয় দেয়ার ধৃষ্টতা দেখানোর পরেও?'

'উনি এটা না বললে কী অবস্থা হতো আমাদের কল্পনা করতে পারেন? আমাদের বাঁচাবার জন্যেই ওঁকে বলতে হয়েছে এ কথা।'

'তুমি ঠিক জান, এটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল?' মাথা নাড়ল মেজর। 'এই অন্ধবিশ্বাসই প্রমাণ করে কি পরিমাণ ছেলেমানুষ তুমি।'

মেজর কি বোঝাতে চাইছে ঠিকই বুঝল প্রিসিলা, লাল হয়ে উঠল তার গাল. কিন্তু তার আচরণে বোঝা গেল মেজরের অবিশ্বাস তাকে স্পর্শ করেনি। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করল ও, প্রতিটা ঘটনা মনে আনার চেষ্টা করল। দো বাখনির পক্ষে একটা জোরাল যুক্তি মনে আসতে মুখ তুলল সে।

'আপনি যেমন বলছেন, উনি যদি ততটাই জঘন্য চরিত্রের মানুষ হতেন, তাহলে আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে যাবেন কেন? আপনাকে তাঁর স্ত্রীর ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিপদমুক্ত করবেন কি কারণে?'

থমকে গেল মেজর, কিছুক্ষণ উত্তর যোগাল না মুখে। কিন্তু দো বাখনির কোন সদুদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা কিছুতেই মানতে পারল না মন থেকে—খুন করলেও পারবে না। বলল, 'ওর আসল মতলব সম্পর্কে আমার আন্দাজটা বলব?'

'আন্দাজ! খারাপ কিছু আন্দাজ করতেই আপনার ভাল লাগছে। কেন?' ফ্যাকাসে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'উনি যদি ওদেরকে আপনার গলা কাটার সুযোগ দিতেন, তাহলে আর তাঁর সম্পর্কে খারাপ কথা বলার সুযোগ পেতেন না।'

'একজন কুখ্যাত ডাকাতের ওপর তোমার এমন অবিচল ভক্তি আর বিশ্বাস দেখে সত্যিই, প্রিসিলা, আমি মর্মাহত।' চোখ-মুখ করুণ করে তুলল মেজর। 'আমার অনুমান যখন সত্যে পরিণত হবে...'

বাধা দিল প্রিসিলা। 'তাই বুঝি চাইছেন আপনি মনে মনে? আপনার পৌরুষ দেখে বলিহারি যাই। এমন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আর কাজ পেলেন না, ভয় দেখাচ্ছেন অসহায় একটা মেয়েমানুষকে!'

মরমে মরে গেল মেজর। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, 'মাফ করো, প্রিসিলা। তোমার জন্যেই চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বকছি। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও...'

এবার বাধা এল মশিয়ে দো বাখনির কণ্ঠ থেকে। 'আশা করা যায়, মেজর, অতটা করার প্রয়োজন আপনার সম্ভবত পড়বে না।'

চমকে গিয়ে পিছন ফিরল মেজর। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কুখ্যাত দস্যুটা। ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কোনও চিন্তা নেই। আপাতত সব সামাল দেয়া গেছে,' নিজস্ব অমায়িক ভঙ্গিতে বলল দো বাখনি। 'এ জাহাজের দায়িত্বে আছি আমি। আপনারা নিজেদেরকে আমার সম্মানিত অতিথি মনে করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'আর...আর ক্যাপটেন ব্র্যানসাম? উনি...ওঁর কি হয়েছে?' উদগ্রীব প্রশ্ন এল প্রিসিলার কাছ থেকে। গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা, চোখে শঙ্কা।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। একটু চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। লড়াই করেছেন বীরের মত। তবে আর কিছুক্ষণ আগে যদি এই রকম সাহসের পরিচয় দিতেন, তাহলে বেঁচে থাকতেন এখনও।'

'তার মানে, মারা গেছেন উনি?' সাদা হয়ে গেল প্রিসিলার মুখ। কী আশ্চর্য জলজ্যান্ত, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা একজন মানুষ, কত আশা নিয়ে চলেছিলেন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে; তাঁর এমন আকস্মিক, নিষ্ঠুর মৃত্যু একেবারে হকচকিয়ে দিল ওকে।

মাথাটা সামান্য ঝোঁকাল দো বাখনি। 'কাল রাতেই তো

বলছিলেন, এটাই তাঁর শেষ যাত্রা। ফলে গেল কথাটা। শান্তি হোক তাঁর আত্মার। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, ভেবেছিলেন পরিবারের অতীত-ক্ষতি সব পুষিয়ে দেবেন। ভবিষ্যৎ কখনোই অতিতের ক্ষতি পূরণ করতে পারে না – কঠোর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার আঘাত থেকে তো অন্তত বেঁচে গেলেন তিনি।'

'আশ্চর্য!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেজর। 'এখন কাঁদুনি গাইছেন, অথচ ইচ্ছে করলেই আপনি তাঁকে বাঁচাতে...'

মাথা নাড়ল মশিয়ে দো বাখনি। 'তা পারতাম না। এদিক সামলাতেই জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! ওপরের ডেকে যখন গেলাম, তখন সব শেষ। সব কাজ সেরেই নিচে নেমে এসেছিল লীচ।

'আর আর সবাই? নাবিকরা?'

নির্বিকার কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'কাউকে বন্দী করা ক্যাপটেন লীচের নীতির বাইরে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল প্রিসিলা। গা বমি-বমি করছে ওর। শুনল, নরম গলায় বলছে ফরাসী লোকটা, 'আপনারা দুজন এখন বিপদমুক্ত। অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছুটা দেরি মেনে নিতেই হবে, তাছাড়া আর কিছু নয়। এখন যখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে বৈরী ভাগ্যকে, আর কোনও ভয় নেই।'

'কি দাম আপনার আশ্বাসের?' রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইল মেজর।

সহিষ্ণুতার প্রতীক যেন দো বাখনি, নরম গলায় বলল, 'যত সামান্যই দাম হোক, এটুকুই আমার সম্বল। এতেই সন্তুষ্ট থাকা আপনার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, মেজর।'

পাশ ফিরে পিয়েখকে পাঁচজনের জন্যে ডিনারের ব্যবস্থা করার আদেশ দিল। প্রিসিলার দিকে ফিরে বলল, 'আমার লেফটেন্যান্ট আর সেইলিং মাস্টার আমাদের সঙ্গে বসবে ডিনারে। এটা হয়তো এড়ানো যেত, কিন্তু এখুনি সেটা করা ঠিক হতো না। এছাড়া আর কোনও সময়ে কেউ আপনার প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করবে না। শুধু খাবার সময়টুকু ছাড়া এই কেবিন সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে থাকবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রিসিলা, বোঝার চেষ্টা করছে কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না দো বাখনির চেহারা দেখে। সামান্য মাথা ঝাঁকাল ও, বলল, 'আমরা আপনার অধীনে রয়েছি, মশিয়ে। আপনি যেটুকু সৌজন্য দেখাবেন, যতটুকু অনুগ্রহ করবেন, সেটুকুই ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করব।'

ভাঁজ পড়ল দো বাখনির ঘন কালো ভুরুতে। 'আমার অধীনে? ওহ্, বুঝেছি, বলতে চাইছেন আমার রক্ষণাবেক্ষণে আছেন।'

'তফাৎ আছে কোন?'

'হ্যাঁ, প্রিসিলা। বিশেষ করে আমরা সবাই যখন পারিপার্শ্বিকতার অধীন।'

প্রিসিলার মনে হলো এই কথাটা দিয়ে বিশেষ কিছু যেন বোঝাতে চাইছে মশিয়ে দো বাখনি। আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইবে, এমনি সময়ে বিশ্রী ভাবে নাক গলাল মেজর।

'আপনি মিস্ হ্যারাডিনের নাম ধরে ডাকতে লেগেছেন যে বড়?'

'পরিস্থিতি, মেজর। তুমি কি ভুলে গেলে, প্রিয় বার্থোলোমিউ, ও আমার স্ত্রী, আর তুমি আমার শালা?'

রাগে কাঁপতে শুরু করল মেজর, চোখ দুটো অগ্নিবর্ষণ করছে – মনে হচ্ছে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। ব্যাপারটা টের পেয়ে প্রথমে অবাক হয়ে গেল দো বাখনি, তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেবেন মনে হচ্ছে, মেজর। আপনাদের দুজনেরই উচিত হবে এই মুহূর্ত থেকে আমাকে চার্লস বলে ডাকা। নইলে আপনাদের গর্দান তো যাবেই, সেই সঙ্গে যাবে আমারটাও। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা আপনার যতই অরুচিকর লাগুক, গলায় ফাঁস পরে বাতাসে দোল খাওয়ার চাইতে নিশ্চয়ই এটা বেশি অপাঙ্‌ক্তেয় নয়।' কথা শেষ করে দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে বাইরে।

রাগের ঠেলায় মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে মেজর। কোন মতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সাহস দেখো! আমাকে শাসায়! খুনে একটা বদমাশ...'

'যাই বলুন না কেন, বার্ট,' বাধা দিল প্রিসিলা, 'এটা বলতে পারবেন না যে ক্যাপটেন লীচকে মশিয়ে দো বাখনি ডেকে এনেছে সেন্টরে।'

'তাতে কি, সে তাকে স্বাগত জানিয়েছে।' উত্তেজনার মাথায় টেরও পেল না সে, সত্যি কথাই বলেছে প্রিসিলা। 'ওই রক্ত-পিশাচটার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তুমি নিজের কানেই শুনেছ, ও বলেছে, লীচকেই খুঁজতে বেরিয়েছে ও আরেকটা ডাকাতির কাজে সাহায্য চাইবে বলে। কোন্ দিক দিয়ে ভাল হলো ও?'

'তাই ভাবছি।'

'ভাবছ! এতে ভাবনার কি আছে? সবই জান তুমি। বেচারা ব্র্যানসাম খুন হয়ে যাওয়ার পর ও-ই এখন এ-জাহাজের কমান্ডার।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'কী বলছ প্রমাণ হয় না! এতে এই প্রমাণ হয় যে লোকটা একটা খুনে ডাকাত, গলায় ছুরি চালানো কসাই, জঘন্য জলদস্যু...'

উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা, কারণ পিয়েখকে দেখা গেল এইদিকে আসতে। চাপা গলায় বলল সে, 'আরও প্রমাণ হয় যে আপনি সত্যিই নির্বোধ। এই সত্যটা যদি গোপন রাখতে না পারেন, তাহলে নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও মারবেন।'

যেন আচমকা চাবুক মারা হয়েছে – চমকে উঠল, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেজর প্রিসিলার মুখের দিকে। বলে কি! এই সেদিনের ছুঁড়ি – দুর্বল, নম্র, ভদ্র – এসব কি বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে? এসব কি বলছে ও তার মত একজন বয়স্ক, দায়িত্বপূর্ণ, অভিজ্ঞ অফিসারকে? বিপদে পড়ে পাগল হয়ে গেল? ফুঁপিয়ে উঠে দম নিয়ে আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু থামিয়ে দিল প্রিসিলা প্রায় একই ভাষায় বকা দিয়ে। পিয়েখ রান্নাঘরে ফিরে যেতেই এক পা এগিয়ে একটা হাত রাখল সে মেজরের বাহুতে। ফিস ফিস করে বলল, 'ওই লোকটার সামনে এসব কী যা-তা বকছেন! দিশে হারিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

মেজরের কাছে মনে হলো, সাবধান করায় কোন দোষ নেই, কিন্তু যে ভাষায় তাকে সাবধান করা হয়েছে সেটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায়

না। প্রচণ্ড আহত বোধ করেছে সে, সেকথা মেয়েটাকে বলতেও কসুর করল না। তারপর একেবারে বোবা হয়ে গেল। ওকে আর না ঘাঁটিয়ে নিজেও চুপ করে থাকল প্রিসিলা।

খেতে এল মঁশিয়ে দো বাখনি। সঙ্গে লম্বা আইরিশম্যান উওগান আর একজন মাঝারি উচ্চতার বিশাল মোটা, চওড়া কাঁধের শক্তপোক্ত লোক – চিবুকের নিচে কয়েক ভাঁজ গলকম্বল, কিন্তু নাক-চোখ সেই তুলনায় বিসদৃশরকম ছোট। জানা গেল এই লোকই সেইলিং-মাস্টার নেড হ্যালিওয়েল।

সবাই টেবিলে গিয়ে বসতেই হালকা পায়ে ছুটোছুটি করে খাবার পরিবেশন শুরু করল পিয়েখ।

মন্দভাগ্য ব্র্যানসামের চেয়ারটায় বসেছে দো বাখনি। প্রিসিলা ও মেজর স্যান্ডসকে নিজের ডান ধারে আলোর দিকে পিঠ দিয়ে বসাল সে, উওগানকে বসাল নিজের ঠিক বামে, আর হস্তিপ্রবর সেইলিং-মাস্টারকে তার পাশে।

চুপচাপ খেয়ে উঠল সবাই। প্রথম দিকে একটু হাসি-তামাশার চেষ্টা করেছিল দস্যু দুজন, কিন্তু দো বাখনির শান্ত, শীতল ব্যবহার ও তথাকথিত মাদাম দো বাখনি ও তার ভাইয়ের নীরবতায় উৎসাহে ভাটা পড়েছে ওদের। গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে নিয়েছে উওগান, একটু যেন অসন্তুষ্ট; কিন্তু সেইলিং-মাস্টার বরং খুশিই হয়েছে, কথা বন্ধ হওয়ায় মন দিয়েছে কাজে – প্রচুর খেতে পারে লোকটা, এক মনে খেয়ে গেছে সে হাপুস-হুপুস শব্দ তুলে।

মেজর এই অশোভন আচরণের প্রতিবাদ করা থেকে বহু কষ্টে বিরত রাখল নিজেকে। আর প্রিসিলা খাওয়ার ভান করল শুধু, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খেয়াল না করলে কেউ টের পাবে না যে প্রায় কিছুই খাচ্ছে না সে।

৮
অধিনায়ক

সেন্টরের পিছনে উঁচু পূপে পায়চারি করছে মশিয়ে দো বাখনি। চাঁদ নেই, আকাশ ভরা ছোট-বড় অসংখ্য তারা মিটমিটে আলো দিচ্ছে। পিছনের পূপ ল্যাম্পের আলোয় ওর দীর্ঘ অবয়ব দেখা যাচ্ছে জাহাজের মাঝ-ডেক থেকে।

সূর্যাস্তের পরপরই বাতাস পড়ে গেছে, তবে দিক বদলায়নি। তর তর করে এগিয়ে চলেছে সেন্টর দক্ষিণ-পশ্চিমের কোর্স ধরে। শ'দুয়েক গজ পিছনে সেন্টরকে অনুসরণ করছে ব্ল্যাক সোয়ান, তিনটে পূপ ল্যাম্প দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর অবস্থান।

বাতাস পড়ে যাওয়ায় গরমে টিকতে না পেরে সেন্টরের নাবিকরা উঠে এসেছে মাঝ-ডেকে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসে পড়েছে তাস বা পাশা খেলবে বলে। গল্প, হাসি, আর মাঝেমধ্যে গালি-গালাচের শব্দ ভেসে আসছে। এরই মধ্যে একটা বেসুরো বেহালার সঙ্গে গান ধরেছে কেউ একজন। পরিচিত গান, পুরনো, কিন্তু এখনও তার আবেদন ফুরোয়নি, বাহবা দিচ্ছে অনেকেই।

এসব কিছুই কানে যাচ্ছে না দো বাখনির, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যার সমাধান খুঁজছে মনে মনে।

মাঝরাতের দিকে কম্প্যানিয়ন ধরে নেমে এল সে, গ্যাঙওয়ে ধরে এগোচ্ছে কেবিনের দিকে। উওগান আর হ্যালিওয়েলকে দেখা গেল বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওকে এগোতে দেখে চুপ হয়ে গেল ওরা, শুভরাত্রি জানাল।

গ্যাঙওয়েটা এখানে অন্ধকার। বাতিটা কেউ নিভিয়ে দিয়েছে। থমকে দাঁড়াল দো বাখনি। পরমুহূর্তে আশ্বস্ত হলো একটা মৃদু কণ্ঠস্বর শুনে।

কণ্ঠটি শুধু বলল, 'মশিয়ে!' নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেল দো বাখনি। বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাহারায় ছিল এতক্ষণ পিয়েখ।

কেবিনে ঢুকে বাতির আলোয় দেখা গেল পিয়েখের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। ফরাসী ভাষায় দ্রুত অনেক কথা বলে গেল পিয়েখ। মনিবের কাছে রিপোর্ট করছে, এতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে হ্যালিওয়েল আর উওগানকে কি বলতে শুনেছে।

হ্যালিওয়েল গজর-গজর করছিল, পাঁচভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হয়ে মস্ত বোকামি করেছে লীচ; এটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি। এই কথায় হেসে উঠল উওগান, বলল, 'কি করে ভাবতে পারলে চুক্তির এই অসম্ভব শর্ত মানা হবে?' সম্পদ হাতে চলে এলে ওরা যা ভাল মনে করে তেমনি একটা মানানসই অংশ ওকে দিতে চাইবে। তাতে যদি সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ওকে জবাই করে ফেলে দেয়া হবে সাগরে। ওর মত একটা বেয়াড়া, নাক-উঁচু, আত্মম্ভরী দাঁড়কাকের জন্যে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত উচিত ব্যবস্থা।

এসব কথায় অবশ্য হ্যালিওয়েল পুরোপুরি আস্থা আনতে পারেনি। ওর ধারণা, দো বাখনি অত্যন্ত ধূর্ত, পিচ্ছিল পিশাচ; এতই ছল-চাতুরি জানে যে ওকে গায়ের জোরে বশে রাখা অসম্ভব। পানামায় স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কত রকম চতুর ফাঁদ সে পেতেছিল, তার দুয়েকটা বর্ণনা করে শুনিয়েছে সে উওগানকে। দো বাখনিকে ছোট করে দেখা মস্ত ভুল হবে। কেবল চালবাজি, বা মেয়ে পটানোর ক্ষমতার জন্যে ওকে 'টপগ্যাল্যান্ট' উপাধি দেয়া হয়নি, বেকায়দায় পড়লে ঠিক কোন্ কৌশলে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সেটা ওর চেয়ে ভাল আর কার জানা আছে? 'লীচ বা তুমি কি মনে করেছ, তোমরা যা করবে বলে ভাবছ সে-সম্ভাবনার কথাটা ওর মাথায় আসেনি?'

'যদি এসেও থাকে, আর কি করার আছে ওর, বলো? এই ঝুঁকি না

নিয়ে ও এই সম্পদ দখল করবে কি করে?'

'আমি জানি না,' বলল হ্যালিওয়েল। 'জানলে আমিও দো বাখনির মত চতুর বলে খ্যাতি অর্জন করতাম। আমার কোনও সন্দেহ নেই, তোমরা কি করতে পার তা ভাল ভাবেই জানা আছে বাখনির, এবং সেটা সামাল দিতে সে কি করবে, তাও তার জানা।'

'বেহুদা দুশ্চিন্তা করছ নেড,' বলল উওগান। 'আমরা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি, এটা তো ওর মাথাতেই আসবে না। আগের দিনের জলদস্যুদের মত ও নীতি নিয়ে চলে, চুক্তিভঙ্গের কথা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা আগামী কিছুদিন ওর সঙ্গে মানিয়ে চলব; যতই কষ্ট হোক ওর চাপাবাজি, হামবড়াই চাল মেনে নেয়ার ভান করব। তারপর কাজ ফুরোলে সব পাই-পাই করে শোধ দিয়ে দেব।'

এরপরই দো বাখনিকে এদিকে আসতে দেখে চুপ করে গেছে ওরা।

পিয়েখের মুখে সব শুনল দো বাখনি, কিন্তু তার চেহারায় বিস্ময়, দুশ্চিন্তা বা রাগের কোন চিহ্ন ফুটল না। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি ভেবো না, পিয়েখ। এটাই আশা করেছিলাম আমি ওদের কাছে।'

'কিন্তু বিপদ, মশিয়ে?'

'হ্যাঁ, বিপদ আছে।' মৃদু হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'সেটা যাত্রার শেষে। কিন্তু ততদিনে ওদের জান জ্বালিয়ে খাব আমি আমার চালবাজি দিয়ে। ততদিন পর্যন্ত আমাকে সহ্য করতে হবে, আমার কথায় নাচতে হবে ওদের।' পিয়েখের কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি ঝুঁকি নিয়ে আড়ি পেতে ঠিক করোনি, টের পেলে তোমাকে জবাই করে পানিতে ফেলে দিত ওরা। সাবধানে থাকো, পিয়েখ, তোমাকে আমার দরকার হবে। যাও, এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে। আমাদের সবার জন্যে খুব কঠিন একটা দিন গেল আজ।'

পরদিন সকালে উওগান আর হ্যালিওয়েলকে ডেকের উপর একসঙ্গে পেয়ে খানিকটা বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে জাগল মশিয়ে দো বাখনির। যে কথাটা অনুরোধের সুরে বললে ওরা হয়তো কিছুই মনে করত না, সেটাই আদেশের সুরে উচ্চারণ করল।

'মাদাম দো বাখনির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই ঘুম হয় না রাতে। তাই আমি চাই না সকালে তাঁকে কেবিনে গিয়ে কেউ বিরক্ত করুক। বুঝতে পেরেছ?'

তার সামনে মাতব্বরী চাল দেখিয়ে এরকম সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ফরাসী লোকটা নিষেধাজ্ঞা ঝাড়ছে দেখে কালো হয়ে গেল উওগানের চেহারা। 'তা বুঝলাম,' বলল সে। 'তবে নাস্তার কি হবে সেটা বুঝলাম না। আমাদের তো খেতে-টেতে হবে, অবশ্য তুমি যদি দয়া পরবশ হয়ে অনুমতি দাও তবেই সে প্রশ্ন আসে।'

'ওয়ার্ডরুমে নাস্তা খেতে পার, অথবা তোমাদের যেখানে খুশি। কিন্তু কেবিনে নয়।' কথাটা বলেই উত্তরের অপেক্ষায় আর দাঁড়াল না ও, জাহাজটা ঘুরে পরিদর্শন করতে চলে গেল।

দো বাখনি কিছুটা দূরে সরে যেতেই হিস্-হিস্ করে বলল উওগান, 'তা বটে! আমরা কর্কশ মানুষ, আমাদের সংসর্গ পছন্দ হচ্ছে না বিবি সাহেবের। কসম খোদার, নেড! এই লোকটার দর্প যখন চূর্ণ হবে, আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। যাই হোক, আমরা এখন কি করি?'

'ওই, কাল রাতে তুমি যা বললে,' চাপা গলায় বলল মোটা সেইল-মাস্টার। 'রশি ছাড়তে থাকব, মৌজে রাখব ওকে। কোথায় নাস্তা খেলাম সেটা বড় কথা নয়, খাওয়াটাই বড় কথা। সত্যি বলতে কি, গতকাল ওদের সঙ্গে বসে খেতে আমার ভয়ানক অস্বস্তি হয়েছে। খাবারগুলো যে পেটে গিয়ে খাট্টা হয়ে যায়নি, এই বেশি!' থোঃ করে থুতু ফেলল মোটকু। 'চলো, ওয়ার্ডরুমেই যাই। স্বস্তির সাথে হাসি-তামাশা করে খাওয়া যাবে।'

ওর পিঠ চাপড়ে দিল উওগান। 'একদম ঠিক কথা বলেছ, নেড। ওদের সঙ্গে বসে মনে হচ্ছিল ওরা ভাবছে আমরা জঙ্গল থেকে উঠে এসেছি। আমাদের মনের ভাবটাও কোনও এক ফাঁকে জানিয়ে দিতে হবে ব্যাটাকে।'

দো বাখনি যখন ফিরে আসছে তখনও দেখা গেল দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে উওগান আর হ্যালিওয়েল। 'এই যে, দো বাখনি,'

ডেকে থামাল ওকে উওগান। 'আমাকে আর নেডকে ওয়ার্ডরুম চিনিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। ওখানে বসে খেতে আমাদের এত ভাল লাগল যে আমরা ঠিক করেছি যে তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, 'প্রাণচঞ্চল বিবিসাহেব আর তার হোঁৎকা ভাইটাকে আর আমাদের উপস্থিতি দিয়ে বিরক্ত করব না। বুঝতে পেরেছ?'

'বিলকুল। ঠিক আছে, তোমাদেরকে এখন থেকে ওয়ার্ডরুমেই খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি আমি।' কথাটা বলেই কম্প্যানিয়ন হয়ে চলে গেল সে কোয়ার্টারডেকে।

একে অপরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওরা কয়েক মুহূর্ত। 'ব্যাটা বলে কি!' শেষে বলল উওগান। 'ও আমাদের অনুমতি দিচ্ছে! শুনলে কথাটা? আমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে ও! আস্পর্দা দেখেছ? দুনিয়ার কোথাও এমন চিড়িয়া আর একটা খুঁজে পাবে তুমি?'

দো বাখনি ততক্ষণে পিছনের পূপে চলে গেছে। রেইলিঙে ভর দিয়ে অনুসরণরত ব্ল্যাক সোয়ানের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। আধঘণ্টার মত ওভাবে বাঁকা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সোজা হলো। চিন্তার ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, সেই জায়গায় দেখা দিয়েছে এক চিলতে সূক্ষ্ম হাসি।

ঘুরেই দ্রুতপায়ে ফিরে এল সে কোয়ার্টারডেকে। ওখানে দাঁড়িয়ে জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যালিওয়েল। এই মুহূর্তে নিচে দাঁড়ানো কোয়ার্টারমাস্টারকে কি যেন বলছে।

হ্যালিওয়েলকে তাজ্জব করে দিয়ে জাহাজ থামানোর নির্দেশ দিল দো বাখনি। বলল, ব্ল্যাক সোয়ানকেও থামার সিগন্যাল দিতে হবে। আরও বলল, একটা নৌকা নামিয়ে ওকে ব্ল্যাক সোয়ানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

আধঘণ্টা পর ব্ল্যাক সোয়ানে উঠে গেল দো বাখনি টম লীচের একরাশ প্রশ্ন আর অযথা দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য একনাগাড়ে গালাগাল উপেক্ষা করে।

'তোমাকে সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে কে বলেছে? অঢেল সময়, আছে আমাদের হাতে। যদি না থাকত, তাও আমি তাড়াহুড়োর চাইতে

ধীর, নিশ্চিত পথে চলতেই বেশি পছন্দ করতাম।'

'তোমার পছন্দ-অপছন্দের কে পরোয়া করে, বাখনি?' রেগে উঠল লীচ। 'তোমার পছন্দ আমার ওপর চাপাতে এসেছ মনে হচ্ছে?'

'আমি তোমার সঙ্গে আমাদের গন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি,' শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল দো বাখনি।

একদল নাবিক মাঝডেকে ভিড় করে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে দো বাখনিকে। ওর বর্তমান চলনে-বলনে যে ওরা মুগ্ধ, তা বলা যাবে না; ওর বীরত্ব, সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসাধারণ কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অসংখ্য গল্প-কাহিনী জানা আছে ওদের, তাই এই ভক্তি।

ওর উত্তর শুনেই ফণা নামিয়ে ফেলল লীচ। এই তথ্যটা জানার জন্যেই তো আকুলিবিকুলি করছে ওর অন্তরটা। এটা একবার জানা হয়ে গেলে এই বেয়াড়া ফরাসী লোকটার ঔদ্ধত্য কি করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে সেটা সে ভেবে রেখেছে।

'চলো, নিচে চলো,' বলেই হাঁটতে শুরু করল সে পথ দেখিয়ে। যেতে যেতে দুজনকে ডাকল সে সঙ্গে আসার জন্যে। বড়সড় একটা কেবিনে ঢুকে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল দো বাখনির সঙ্গে। একজন এলিস, উওগানের পরিবর্তে বর্তমান মেট, আর অপরজন সেইলিং-মাস্টার বানড্রি। দুজনই খাটো আর গাট্টাগোট্টা। এলিসের চুল-দাড়ি সব লাল, আর বানড্রির চেহারা যদিও বসন্তের দাগ ভরা, মেটে রঙের, অভিব্যক্তিহীন, পরনের জামা-কাপড় বেশ ধোপ-দুরস্ত।

ওরা বসতেই বয়স্ক এক নিগ্রো রাম, লেবু আর চিনি পরিবেশন করল, তারপর লীচের ছোটখাট একটা গর্জন শুনে পালিয়ে বাঁচল।

'এইবার, চার্লি,' বলল লীচ, 'আমরা অপেক্ষা করছি।'

সামনে ঝুঁকে ওক টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে সরাসরি লীচের চোখে তাকাল মশিয়ে দো বাখনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলল সে।

'এই জাহাজের চলন দেখছিলাম আজ সকাল থেকে। নতুন কিছু নয়, তোমার হয়তো মনে আছে, গতকালই বলেছি তোমাকে – অনেক জঞ্জাল জমেছে ব্ল্যাক সোয়ানের নিচে। বহুদিন হয়ে গেছে এ জাহাজ সাগরে নেমেছে।'

'কথাটা ঠিক,' সমর্থন করল ওকে বানড্রি। 'অবস্থাটা এখন এমনই যে, নাবিক হওয়ার দরকার নেই, যে-কেউ এটার দিকে একনজর তাকালেই বলে দিতে পারবে।'

'তোমাকে আমি কথা বলতে বলেছি?' ধমক লাগাল লীচ। দো বাখনির কথায় সমর্থন দেয়ায় রেগে গেছে সে। 'আমি বললে মুখ খুলবে, তার আগে নয়, বুঝেছ?' দো বাখনির দিকে ফিরল সে, 'হ্যাঁ, তারপর?'

'তোমাকে গতকাল বলেছি, তোমার তলায় এত জঞ্জাল জমেছে যে আমি যদি সেন্টরের ক্যাপটেন হতাম, তোমার আর ও জাহাজে উঠতে হতো না। যদি না ডুবিয়ে দিতাম, তাহলে এখন পর্যন্ত আমার পিছন পিছন ছুটতে হতো তোমাকে ধুঁকতে ধুঁকতে; অথচ তোমার আছে পঁয়তাল্লিশটা কামান, আর তার অর্ধেকও নেই সেন্টরের।'

কয়েক মুহূর্ত লাগল লীচের বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে, তারপর ব্যঙ্গের হাসি হাসল সে দো বাখনির মুখের উপর। দেখাদেখি এলিসও হাসছে দাঁত বের করে। কিন্তু বানড্রি গম্ভীর।

'দেখো, চার্লি, বরাবরই তুমি গোলমাল পাকানোয় ওস্তাদ, দেমাকী ফুলবাবু; গালচালাকি, মিথ্যা আস্ফালন আর ছল-চাতুরিতে তোমার জুড়ি নেই। তবে এখন যা বলছ, সেটা তোমার অতীত সমস্ত রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি যোদ্ধা খারাপ তা বলছি না। এমনি এমনিই আর তোমাকে সবার সেরা, সবার ওপর টেক্কা দেয়া, উঁচু পাল "টপগ্যাল্যান্ট" টাইটেল দেয়া হয়নি।' হা-হা করে শুকনো হাসি হাসল লীচ। 'বেশ তো, কিভাবে এই জাদুমন্ত্র দেখাতে শোনা যাক এবার।'

'তোমার সেইলিং-মাস্টার কিন্তু হাসছে না,' দো বাখনি গম্ভীর।

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল লীচ।

জবাবটা দিল দো বাখনি। 'তার কারণ ও আন্দাজ করতে পারছে আমার মনের কথাটা। নির্বোধ নয় ও। ও জানে, বাতাসের অনুকূলে নাকটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেই সেন্টর তোমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকত চিরকাল।'

'ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা এক কথা, আর আমাকে ডুবিয়ে দেয়া

সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আমি জানতে চাই, ডুবাতে কি করে।'

'যে জাহাজকে দৌড়ে হারিয়ে দেয়া যায়, তাকে ডুবিয়েও দেয়া যায়, যদি দক্ষতার সঙ্গে চালানো যায়। সমুদ্র-যুদ্ধে দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই আসল কথা। তুমি ভাল করেই জান তা। পাশ ফিরে কামান দেগেই চট্ করে আবার পিছন ফিরে তোমার টার্গেট ছোট করে দেয়া সেন্টরের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। প্যানথারের মত বারবার ক্ষিপ্র আঘাত হেনে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল ওটার পক্ষে, ব্ল্যাক সোয়ানের জঞ্জাল জড়ানো হাল একেবারে মন্থর করে দিয়েছে তোমার গতিবিধি।'

কাঁধ ঝাঁকাল লীচ রেগে গিয়ে। 'হয়তো পারতে, হয়তো পারতে না। কিন্তু তোমার পারা না পারার সঙ্গে আমাদের গন্তব্যের সম্পর্ক কি?'

'হ্যাঁ,' বলল লালচুলো এলিস। 'নিজের বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো।'

'ভদ্র ভাবে কথা না বললে আমার মুখ দিয়েও অভদ্র কথা বেরোতে শুরু করবে, মিস্টার! সেটা তোমার মোটেও ভাল লাগবে না,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল দো বাখনি।

টেবিলে চাপড় দিল লীচ। 'জ্বালাতন!' গর্জন ছাড়ল সে। 'খালি কথার পর কথা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমরা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ি, নাকি কাজের কথা হবে? আবারও জানতে চাইছি, চার্লি, এসবের সঙ্গে আমাদের গন্তব্যের কি সম্পর্ক?'

'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে তোমাকে বুঝতে হবে, সত্যিকার যুদ্ধে জড়ানোর মত অবস্থায় নেই তোমার এ জাহাজ। প্লেট ফ্লীটের যুদ্ধ-জাহাজগুলোর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা মস্ত ভুল হবে তোমার। বিশেষ করে ফ্রিগেটগুলোতে দক্ষ নাবিক ও যোদ্ধা থাকবে। আমরা এই দুই জাহাজ নিয়েই ওদের ঘায়েল করতে পারব, কিন্তু সেজন্যে আমাদের পারদর্শিতার প্রয়োজন পড়বে। তুমি মস্তবড় এক সাহসী যোদ্ধা-ক্যাপ্টেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু জাহাজটা ডাঙায় তুলে ঠিক করিয়ে না নিলে সেই তুমিও মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। এতবড় ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। কি বল?'

'তুমি বলেছ দুই-আড়াইশোর বেশি লোক থাকবে না ওদের ফ্লীটে।'

'ঠিকই বলেছি। কিন্তু ওদের ফায়ার পাওয়ারটা খেয়ালে রাখতে হবে না? আমাদের ষাটটার বিপক্ষে ওদের থাকবে সত্তরটা উন্নত মানের কামান। আমাদের দুটো, ওদের তিনটে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, জঞ্জালমুক্ত খোল। নিজের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুদ্ধে যেতে চাও?'

লীচের আক্রমণাত্মক ভাব-ভঙ্গি কিছুটা প্রশমিত হলো একথায়, কিন্তু এখনও মানতে পারছে না। বলল, 'পচে মরো তুমি! কেন ঝামেলা পাকাচ্ছ, চার্লি?'

'আমি পাকাচ্ছি না। ওটা পেকে বসে আছে। আমি বরং চাইছি ঝামেলা দূর করতে।'

'দূর করতে?'

'দূর করতে। আক্রমণের আগে তোমার ব্ল্যাক সোয়ানকে কাত করে মেরামত করে নেয়া উচিত।'

'মেরামত?' খেপে উঠল লীচ, কুঁচকে গেছে ভুরুজোড়া। 'বলে কি ব্যাটা! মেরামত?'

'যদি বিপর্যয় এড়াতে চাও, এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বানড্রি, ঠোঁট ফাঁক হলো ওর, মুখে সেটা জানাবে বলে, কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিল না লীচ।

'তোমার কি ধারণা, আমাকে আমার কাজ শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে?'

'যদি জাহাজ ডাঙায় না তোলো, তাহলে বুঝতে হবে সত্যিই তার দরকার আছে।'

'ওটা তোমার কথা। আর তোমার কথাই দৈববাণী নয়। ব্ল্যাক সোয়ান যেমন আছে তাই নিয়েই তোমার তিন স্প্যানিয়ার্ডের মোকাবিলা করব আমি। ডাঙায় তোলার কথা আর আমার সামনে ভুলেও উচ্চারণ করবে না। যদি গর্দভ না হতে, তাহলে বুঝতে পারতে এখন ওসবের সময় হাতে নেই।'

'যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশিই সময় আছে হাতে। পুরো

একটা মাস হাতে আছে আমাদের, তারপর রওনা হবে ওদের প্লেট ফ্লীট। তার অনেক আগেই তোমার খোল পরিষ্কার করে, পেইন্ট করে, গ্রীজ লাগিয়ে তৈরি হয়ে যেতে পারবে তুমি।'

যুক্তি-তর্কে না পেরে এবার, গোঁয়ার লোকের যা হয়, জেদ চেপে গেল লীচের। ঘেউ-ঘেউ করে উঠল সে খেপা কুকুরের মত। 'সময় থাক বা না থাক জাহাজ আমি ডাঙায় তুলব না। স্প্যানিয়ার্ডদের ভয় পাই না আমি। কাজেই ওসব কথা বাদ। এবার কাজের কথায় এসো। কোথায় যাচ্ছি সেটা বলে ফেলো এবার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লীচের দিকে তাকিয়ে থাকল দো বাখনি। তারপর পাত্রের মদটুকু একঢোকে গিলে নিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি যখন মনস্থির করে ফেলেছ, আমার আর কিছুই বলার নেই। গোটা খোলে একগাদা জঞ্জাল নিয়ে যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে চাও, দিতে পার। কিন্তু এর মধ্যে আমি নেই। আর এত যে গন্তব্য গন্তব্য করছ, যাও না চলে যেদিক খুশি, কে মানা করছে?'

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল তিনজন ওর দিকে। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম দস্যু ক্যাপটেন লীচের মুখের উপর কারও পক্ষে এই ভাষায় কথা বলা সম্ভব।

'কি বলতে চাও তুমি?' শেষ পর্যন্ত এলিসের মুখ দিয়ে বেরলো কথাটা।

'এই বলতে চাই ক্যাপটেন লীচ যদি তার লোকজন আর জাহাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, যাক – আমি এর মধ্যে নেই। তোমরা বীরত্বের সঙ্গে চামড়া, তক্তা, কোকো আর মশলার জাহাজ আক্রমণ করে ডুবাতে থাকো, আমি সালাম দিয়ে কেটে পড়ব।'

'বসো তুমি!' প্রচণ্ড এক হাঁক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপটেন। রাগে থরথর করে কাঁপছে।

নির্ভীক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল মশিয়ে দো বাখনি। 'তোমার কি আবার একটু ভেবে দেখার ইচ্ছে আছে?'

'ভেবে তুমি দেখবে–কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, কার জাহাজে। আমার

জাহাজে আমি বিদ্রোহ প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, সেটা পূরণ করবে তুমি।'

'আমার মত করে। আমার শর্তে।' অটল দাঁড়িয়ে থাকল দো বাখনি।

'না। আমার ইচ্ছে মত। বুঝতে পেরেছ? আমিই এ জাহাজের অধিনায়ক।'

'যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

'ইয়ার্ড আর্ম [পাল টাঙাবার কাঠ] থেকে ঝুলবে তোমার লাশ। হয়তো বা আরও খারাপ কিছু ঘটবে।'

'তাই?' ভুরু জোড়া উঁচু করে নাকে দুপাশ দিয়ে চাইল দো বাখনি লীচের দিকে, যেন ঘৃণ্য কোন পদার্থের দিকে চোখ পড়েছে। 'আমার কি মনে হয় জানো? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে আমি স্প্যানিশ গোল্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছি বলে তোমার লোকজন আমাকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। ওরা যখন জানতে চাইবে কেন আমাকে ফাঁসী দিচ্ছ, কি জবাব দেবে, টম? বলতে পারবে, ওদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেতে রাজি হইনি বলে এই শাস্তি দিচ্ছ? বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে তোমাকে জাহাজের তলাটা পরিষ্কার করতে বলায় আমার অপরাধ হয়েছে, তাই এই শাস্তি – পারবে ওদের একথা বলে শান্ত করতে?'

লীচের চেহারায় পরিবর্তন আসছে টের পেল দো বাখনি। এলিসের চেহারাতেও ক্যাপটেনের মতই দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখতে পেল সে। বানড্রির চেহারা দেখে মনে হলো যেন বিপদে পড়েছে। প্রথমে সেই কথা বলল।

'অনেক কথাই তো হলো, ক্যাপটেন, বাখনিকে পুরোপুরি ভুল বলা যাবে না।'

'আমি থোড়াই কেয়ার...' শুরু করেছিল লীচ, কিন্তু এবার বাধা দিল এলিস।

'সাবধান হওয়ার দরকার আছে, ক্যাপটেন। যেটা সত্য, তাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ঝগড়ায় লাভটা কি, টম, আমাদের সবার লক্ষ্য

যখন এক। বাখনি চাইছে ওর নিজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সবার মঙ্গল ও নিরাপত্তা। ওর সাহস যদি তোমার চেয়ে কম হয়, ও যদি তোমার মত বেপরোয়া হতে না পারে, ওকে দোষ দেয়া যায় কি?'

'তাছাড়া সাবধান হওয়ায় আমি তেমন দোষ দেখি না,' আবার বলল বানড্রি। 'নাবিক হিসেবে আমি এটুকু বলতে পারি, জাহাজের অবস্থা ও যা বর্ণনা করেছে, তাতে একটুও ভুল নেই। হাতে সময় না থাকলে এক কথা ছিল, ঝুঁকি নেয়া যেত। কিন্তু হাতে যখন সময় আছে, এই সময়টাকে আমরা জাহাজ ঠিকঠাক করে নেয়ার কাজে ব্যবহার করি না কেন?'

লীচ দেখল, তার নিজের লোকেরাই ওর পক্ষ ত্যাগ করেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল এখন তুরুপের তাস আসলে দো বাখনির হাতে। প্লেট ফ্লীট সম্পর্কে গোপন তথ্য রয়েছে ওর পেটে। যতক্ষণ এই তথ্য ফাঁস না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওর ওপর জোর খাটানো যাবে না, ও যা বলবে তাতেই সায় দিয়ে যেতে হবে।

সামলে নিল সে নিজেকে। হাসি হাসি একটা ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিকই বলেছ তোমরা। ঝগড়া-ফ্যাসাদের অর্থ হয় না। ঠিক আছে, আমার দোষ আমি মেনে নিচ্ছি, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তোমার কথাই থাকবে, চার্লি। তোমার সারা গায়ে সজারুর কাঁটা, কসম খোদার। বসে পড়ো, খানিকটা রাম নাও, এসো বন্ধু-ভাবাপন্ন পরিবেশে আমরা এই সভার ইতি টানি।' রামের পাত্রটা সামনে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল লীচ, মুখে তোষামোদের হাসি।

মশিয়ে দো বাখনির চেহারায় বিজয়ের চিহ্নমাত্র ফুটল না। তাকে শান্ত করা হচ্ছে বুঝে মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে লীচের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। খানিকটা রাম ঢেলে নিয়ে বলল, 'সত্যি-সত্যিই মন থেকে তুমি রাজি তো, টম? জাহাজটা মেরামত করে ঠিক করে নিতে?'

লীচও দেখল তার অমর্যাদা হোক সেটা দো বাখনির উদ্দেশ্য নয়, বরং মুখ রক্ষার উপকরণ এগিয়ে দিচ্ছে। বলল, 'আসলে দেখা যাচ্ছে তুমি একা নও, বানড্রিও মনে করছে এটার দরকার আছে, তাই

আমারও মনে হচ্ছে কাজটা সেরে ফেলা মন্দ নয়। যদিও, সত্যি বলতে কি, এখনও আমি পুরোপুরি তোমার কথা মেনে নিতে পারিনি। তবে রাজি হয়েছি, হ্যাঁ।'

'তাহলে যেটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আমি...' বলল দো বাখনি, 'এই মুহূর্তে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে অ্যালবুকোয়ার্ক কীজ। ওখানে মালদিতা বলে ছোট্ট একটা জনবসতিহীন দ্বীপ আছে, আমার চেনা। একটা উপসাগর মত আছে ওখানে, দশ-বারোটা জাহাজ লুকিয়ে রাখা যাবে অনায়াসে। আর সাগর-বেলাটা ঠিক যেন জাহাজ মেরামতের জন্যেই তৈরি হয়েছে। এর চেয়ে ভাল জায়গা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগরে আর কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি। ওখানে নিশ্চিন্তে কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে কাজ সারতে পারব আমরা। তাছাড়া আর একটা সুবিধে আছে জায়গাটার...' এটুকু বলে একটু থামল সে, তর্জনী তুলল কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে। 'স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটকে আমি ঠিক যেখানটায় বাধা দিতে চাই, জায়গাটা সেখান থেকে মাত্র একদিনের পথ।'

৯
বিরতি

জুনের প্রথম সপ্তাহে এক মঙ্গলবার সেন্টর দখল করে নেয় জলদস্যু টম লীচ। পরদিন মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে কথাবার্তার পর সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে দুই জাহাজের গতিপথ। ফলে গতি কমে গেছে ওদের। তার পরেও বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের সময় ডাঙা দেখা গেল ক্রস-ট্রী থেকে। ওটা কেপ ডি লা ভেলা। রোববারের সকালে

আলবুকোয়ার্কের নিচু দ্বীপগুলোর দেখা পাওয়া গেল।

গত পাঁচটা দিন এতই নিরুদ্বিগ্ন সময় কেটেছে যে প্রিসিলা ও মেজর ভাবতে শুরু করেছে হয়তো মশিয়ে দো বাখনির কথাই ঠিক, দুশ্চিন্তার কিছুই নেই, ইংল্যান্ড পৌঁছতে একটু দেরি হচ্ছে, এই যা।

আর মানসিক জোরের পরীক্ষায় ক্যাপটেন লীচকে হারিয়ে দিতে পেরে নিজের উপর বিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে গেছে মশিয়ে দো বাখনির। যদিও চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়েনি। ভাল-মন্দ সব অবস্থাতেই নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা অভ্যাস করেছে সে।

যুদ্ধাবস্থা ছাড়া, ডাঙায় হোক বা পানিতে, শৃঙ্খলা বা কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য নেই জলদস্যুদের মধ্যে। ছোট-বড় সবাই সমান, এমনি একটা ভাব রয়েছে ওদের আচরণে। আক্রমণের সময় কঠোর আদেশ-নির্দেশ জারি করলেও অন্য সময়ে ক্যাপটেনরা নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে উঁচু ভাববে না, এই রকমই রীতি। তবে সাধারণের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে, জরুরী অবস্থায় তাদের ওপর হুকুম জারি করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে কর্তাব্যক্তিরা একটু দূরে দূরে থাকে; অন্যদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয় না।

মশিয়ে দো বাখনি এ ব্যাপারে অন্যদের থেকে একদম আলাদা। সেন্টরের কমান্ডার হিসেবে তার আচরণ অনেকটা রাজ-কর্মচারীর মত, দস্যু-সর্দারের মত মোটেও নয়। কিন্তু ডিউটির পর সম্পূর্ণ বদলে যায় তার আচরণ, যেন মুখোশটা ক্যাপটেনের কেবিনে খুলে রেখে এসেছে। বিনা দ্বিধায় সে তখন ডেকের সবার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে যায়, ওদের সঙ্গে পান করতে, এমন কি পাশা খেলতেও বাধে না তার।

প্রায়ই দেখে উওগান এখানে-ওখানে বসে বা দাঁড়িয়ে গল্প বলছে দো বাখনি, ওকে ঘিরে ধরে হাঁ করে গিলছে সেসব একদল জলদস্যু। মাঝে মাঝেই হা-হা করে হেসে উঠছে সবাই ওর রসিকতায়। শ্যাগ্রেস নদীর ধারে স্যান লরেঞ্জোর স্প্যানিশ দুর্গ ওদেরকে বোকা বানিয়ে কিভাবে দখল করে মরগানের দল, সে-সব ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনায় কখনও হাস্য, কখনও বীর রসের অবতারণা করে মুগ্ধ করে দেয় ও শ্রোতাদের।

যেদিন কেপ ডি লা ভেলা দেখা গেল সেদিন কেবিন থেকে গিটারটা আনিয়ে নিল ও। নতুন চাঁদের নিচে হ্যাচ-কোমিঙের উপর বসে মৃদুমন্দ হাওয়ায় ছোট ছোট মিষ্টি স্প্যানিশ গান শোনাল সে ওদের সুরেলা কণ্ঠে। মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল মধুর গান শুনে। এমন কি আইরিশম্যান উওগানের শক্ত হৃদয়টাও কেমন যেন দুলে উঠল।

'ব্যাপারটা কি বলো দেখি,' হ্যালিওয়েলকে প্রশ্ন করল সে। 'জাদু জানে নাকি লোকটা? সাধারণ জলদস্যুরা ওকে কি পরিমাণ ভালবাসে বোঝা যায় ওদের কথা শুনে, আবার কি পরিমাণ ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয় করে তাও বোঝা যায় ওর আদেশে ওদের যে-কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহ দেখে। কি করে পারে লোকটা?'

'ফরাসী কৌশল,' ঠোঁট বাঁকিয়ে জবাব দিল সেইল-মাস্টার।

উওগান ছাড়া আরও একজন তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে নজর রেখেছে মশিয়ে দো বাখনির উপর – মেজর স্যান্ডস।

ব্ল্যাক সোয়ান থেকে ফিরে এসেই ওদের জানিয়েছে মশিয়ে দো বাখনি যে, এখন থেকে উওগান বা হ্যালিওয়েল আর আসবে না এই কেবিনে। এমন কি পারতপক্ষে ও নিজেও আসবে না। 'তবে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সবাইকে যা বলা হয়েছে, তাতে মাঝে-মধ্যে এদিক থেকে ঘুরে না গেলে লোকে সন্দেহ করবে।'

'আপনার সম্পর্কে কোনও আপত্তি কখনও তুলেছি?' প্রতিবাদ করল প্রিসিলা।

'করলেও আপনাকে দোষ দিতাম না আমি। যাই হোক, আমি তো ওদেরই একজন, ওদের চেয়ে কোন দিক দিয়েই ভাল নই।'

প্রিসিলার নীলচে-সবুজ চোখজোড়ায় ঘোর আপত্তি। 'আমি কখনোই একথা মেনে নেব না।'

'মেজর স্যান্ডসকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তিনি শপথ করে বলবেন, এটাই একমাত্র সত্য কথা।'

পিছনে দাঁড়ানো মেজর গলাটা পরিষ্কার করল, কিন্তু কিছু বলল না। ফরাসী লোকটার এই একটি কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে সে।

কিন্তু তার হয়ে প্রিসিলাকে সাফাই গাইতে দেখে আবার রাগ চড়ে গেল তার মাথায়।

'আমারই মত মেজর স্যান্ডসও আপনার বদান্যতার জন্যে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের জন্যে আপনি যা করছেন তার কোন তুলনা হয় না। আপনি না থাকলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটত তা উনি ভাল করেই জানেন। বিশ্বাস করুন।'

পরচুলা পরা মাথাটা ঝুঁকিয়ে হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছি। মেজর স্যান্ডস তাঁর আন্তরিকতার ব্যাপারে কখনোই কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখেন না।' লাল হয়ে উঠল মেজরের মুখটা, কিন্তু সেদিকে তাকাল না ফরাসী জলদস্যু, বলল, 'এই কেবিনে বন্দী হয়ে থাকার আর কোনও দরকার নেই, মাদামোয়াজেল। আপনারা নির্ভয়ে বাইরের আলো-বাতাসে ঘোরাফেরা করতে পারেন। কেউ কিছু বলবে না, বললে তার ঘাড় মটকে দেব—সে ভয় আছে সবারই। পিছনের পূপে আবার আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।'

ধন্যবাদ জানাল প্রিসিলা অন্তর থেকে। মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে গেল টপগ্যাল্যান্ট।

ফরাসী ডাকাতটার প্রতি প্রিসিলার কৃতজ্ঞতার বহর দেখে এতক্ষণ জ্বলে মরছিল মেজর, এইবার বেরিয়ে এল তার মনের বিষ। 'আমি বুঝতে পারছি না, এই ত্যাঁদোড় দস্যুটা আমার কাছে কি আশা করে!'

'হয়তো কিছুটা সৌজন্য,' জবাব দিল প্রিসিলা।

'সৌজন্য! আমাকে খুন করলেও তো না! ওর প্রতি সৌজন্য দেখাতে যাব কি জন্যে? বিপদে পড়েছি বটে, তাই বলে ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ও কি হারিয়ে ফেলেছি? আমরা জানি ও কে এবং কি।'

'এই যে আমাদের প্রাণ বাঁচালেন উনি, এটা কিছুই নয়? এর জন্যে কোন ধন্যবাদ ওঁর প্রাপ্য হয় না?'

প্রিসিলা রেগে উঠতে পারে মনে করে চট্ করে নিজেকে সামলে নিল মেজর। নানান কথা ফেঁদে ওর মন গলাবার চেষ্টা করল। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে প্রিসিলার নিরাপত্তার কথা ভেবেই ও মাঝে মাঝে খেপে উঠছে যার-তার উপর। এক পর্যায়ে আচমকা প্রেম

নিবেদন করে বসল সে। প্রিসিলা যখন তার আক্কেল সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল, কথা আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। মেয়েটি যখন পিছনের উঁচু ডেকে হাওয়া খেতে যাবে বলে ঠিক করল, তখন পিছু পিছু সে-ও গেল। কিন্তু সেখানে মশিয়ে দো বাখনি গিয়ে হাজির হতেই গোমরা মুখে বসে রইল একপাশে চুপচাপ।

এখন ওরা চলেছে আলবুকোয়ার্ক কীজের দিকে, ওখানে কেন থামতে হচ্ছে, কতদিন দেরি হবে, ইত্যাদি টুকিটাকি অনেক কথাই জানাল ওদের মশিয়ে দো বাখনি। হঠাৎ প্রিসিলার এক প্রশ্নে একই সঙ্গে চমকে উঠল মেজর স্যান্ডস ও ফ্রেঞ্চম্যান।

'আচ্ছা, মশিয়ে দো বাখনি, আপনি কিভাবে জলদস্যু হলেন বলবেন?'

এতই আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা জানতে চাইল প্রিসিলা যে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল দো বাখনি ওর মুখের দিকে, তারপর মৃদু হাসল।

'আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হয়, যেন আমার জলদস্যু হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা। কিন্তু সত্যিই কি আপনার কারণটা জানতে আগ্রহ হচ্ছে?'

'হচ্ছে। তবে হয়তো এভাবে প্রশ্ন করাটা আমার ঠিক হয়নি। আপনি বিব্রত বোধ করলে...'

'না-না, মোটেও না,' বলল দো বাখনি। 'এই প্রথম কেউ জিজ্ঞেস করল কথাটা, তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ও, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'সামান্যই আছে যা আপনি জানেন না। তুলনের হুগুয়েনো এলাকার বাখনি পরিবারে আমার জন্ম। সিওখ সাইমনের কথা তো বলেছি আপনাদের, সান্তা ক্যাটালিনায় যিনি খুন হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে – উনি আমার কাকা হতেন। আমি তাঁর সঙ্গে নতুন দুনিয়ায় এসেছিলাম স্বাধীন ভাবে কিছু করব বলে। বয়স ষোল-সতেরো, আইন ভাঙার চিন্তা ছিল না আমার মাথায়।

'বাবা-মার সাত পুত্রের মধ্যে সবার ছোট আমি, ভাগ্যান্বেষণে না বেরিয়ে উপায় ছিল না। সান্তা ক্যাটালিনায় কাকা যখন মারা পড়লেন

তখন এই অচেনা-অজানা জগতে আমি একা। আহত। সহায় নেই, সম্পদ নেই। বন্ধু বলতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া তিন সঙ্গী। আমাদের মনের মধ্যে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন, স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্যে যে-কোনও দলে যোগ দেয়ার জন্যে উন্মুখ। একটু সুস্থ হয়ে ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম মরগানের দলে।

'মরগানের অধীনে খুব দ্রুত উন্নতি করলাম আমি। বংশ আমাকে আর কিছু না দিক, নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল। সুযোগও পেলাম নিজের দক্ষতা দেখাবার। মরগান টের পেলেন, দল পরিচালনার জন্মগত গুণ রয়েছে আমার মধ্যে। দলের ফরাসী অংশটার নেতৃত্ব দিলেন তিনি আমার হাতে। আমি হলাম ওঁর লেফটেন্যান্ট। নৌ-যুদ্ধ ধরতে গেলে হাতেকলমে শিখেছি আমি ওঁর কাছে, ওঁর চেয়ে বড় শিক্ষক আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।

'ইংল্যান্ড যখন জলদস্যুদের উৎসাহ দেয়া বন্ধ করল, দস্যুতা ছেড়ে মরগান জামাইকার গভর্নরের দায়িত্ব নিলেন, আমিও ওঁর সঙ্গে যোগ দিলাম রাজ-কার্যে। সত্যি বলতে কি, এই দুনিয়ায় আমার পরিপূর্ণ আনুগত্য রয়েছে শুধু ওই একজন লোকের প্রতিই – মরগান। এবং সম্ভবত, জীবিত কেউই আজ পর্যন্ত আমার মত এতটা বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারেনি ওঁর।' মৃদু হাসল সে, বলল, 'আমার গল্প শেষ।'

একটু চুপ করে থেকে বলল প্রিসিলা, 'তার মানে আইন ভঙ্গের দায়ে দোষী করতে পারবে না কেউ আপনাকে। কারণ, জলদস্যুতা যেই বে-আইনী ঘোষিত হলো, অমনি আপনি সরে গেছেন ওই জীবন থেকে।'

আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না মেজরের পক্ষে। 'একসময় যদি বা এটা সত্য হয়ে থাকে, দুঃখের বিষয়, এখন আর সেটা সত্যি নয়।'

হেসে উঠল মশিয়ে দো বাখনি, চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে বলল, 'এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে, মেজর? আপনার তো আরও খুশি হওয়ার কথা।'

জবাব দিতে পারল না মেজর, থতমত খেয়ে গেছে সত্যি কথাটা শুনে। হাসিমুখে চলে গেল টপগ্যাল্যান্ট কোয়ার্টার ডেকে, ওখানে সূর্যের

উচ্চতা মাপছে তখন হ্যালিওয়েল।

এতক্ষণে মাথায় এল একটা কথা। 'মরগানের বিশ্বাস ভঙ্গ করে আবার ডাকাতি-পেশায় ফিরে যেতে তো একটুও বাধেনি বদমাশ ব্যাটার!' বিষোদ্গার করল মেজর।

একথার কোন জবাব দিল না প্রিসিলা। নিজের চিন্তায় মগ্ন। মেজরও আর এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেল না, কারণ সে দেখেছে, দো বাখনির সমালোচনা করলেই খাপ্পা হয়ে যায় মেয়েটার মেজাজ।

সেই রাতে খোলা ডেকে চাঁদের নরম আলোয় দাঁড়িয়ে গিটার বাজিয়ে গান শোনাল মশিয়ে দো বাখনি জলদস্যুদের। পূবের মৃদু হাওয়ায় বসে সে গান শুনে প্রিসিলার মনে হলো : আহা, কী অসাধারণ গলা! আর কী মিষ্টি করেই না গায় মানুষটা!

১০

জাহাজ মেরামত

রোববার নোঙর ফেলল ওরা আলবুকোয়ার্ক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ মালদিতার পুব পাশের লেগূনে দশ ফ্যাদম পানিতে। চওড়ায় দ্বীপটা মাইলখানেকের কিছু কম, আর লম্বায় দুই মাইলের কিছু বেশি। জায়গাটা এমনই সুরক্ষিত যে লীচও স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে জাহাজ মেরামতের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হতেই পারে না।

দ্বীপে বেশ জঙ্গল দেখা গেল। দক্ষিণে উঁচু পাড়ে কামান বসালে ধারে কাছে আসতে পারবে না কোন জাহাজ। অবশ্য ডাঙায় যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা নেই বলে ব্যাপারটা খেয়ালই করল না লীচ, দো বাখনিও

তাকে জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকল। সুন্দর একটা অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি আছে এ দ্বীপে, আর ঠিক মাঝখানে আছে চমৎকার মিষ্টি পানির একটা বড়সড় ঝর্না।

নোঙর ফেলেই আর সময় নষ্ট না করে দুই জাহাজ থেকেই নৌকা নিয়ে নেমে পড়ল লোকজন, দ্বীপের গাছ কেটে ভেলা বানাবে, ব্ল্যাক সোয়ানের মালপত্র নামিয়ে নেবে জাহাজটাকে হালকা করবার জন্যে।

তিনদিন চলল জাহাজ খালি করার কাজ। মাস্তুলটা ছাড়া সব, এমন কি ভারি কামানগুলোও, একে একে নামিয়ে নেয়া হলো দ্বীপে। এবার সবাই মন দিল ঘর তৈরির কাজে। সবার জন্যে লম্বা ব্যারাক আর ক্যাপটেন ও অফিসারদের জন্যে আলাদা একটা বড়সড় লগ-কেবিন তৈরি হলো। তারপর পুরো একটা দিন ব্যয় হলো জাহাজটাকে টেনে ডাঙায় তুলে এক পাশে কাত করে শোয়াতে।

এরপর দুটো দিন বিশ্রাম নিল ওরা। তেজি রোদে আগাছা আর শ্যাওলা শুকিয়ে গেলে আগুন জ্বেলে ওগুলো দূর করতে সুবিধে হবে।

নোঙর ফেলা সেন্টরেই শান্তিতে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি তার কথিত আত্মীয়দের নিয়ে। কিন্তু উওগান আর হ্যালিওয়েল লীচকে কান-মন্ত্রণা দিয়ে বাদ সাধল তাতে।

সেন্টরের একশো নাবিক রোজ সকালে উঠে কাজে চলে যায় ডাঙায়, সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ফিরে আসে জাহাজে। তাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করে দো বাখনি, মজার মজার গল্প শোনায়, গান শোনায়; আর সেটা অসহ্য ঠেকে একদিকে মেজর স্যান্ডস আর অপরদিকে উওগান ও হ্যালিওয়েলের কাছে।

মেজর তো একদিন ডিনারে বসে বলেই ফেলল, 'ওই ভয়ঙ্কর খুনে ডাকাতগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করে কী মজা পান আপনি?'

'মজা?' লম্বা মুখ আরও লম্বা হয়ে গেল দো বাখনির। 'মানুষ যা করে তার সব কিছুতেই যদি সে মজা পেত, তাহলে তার চেয়ে সুখী আর কেউ থাকত না। আপনি বুঝি যা করেন তার সবকিছুতেই মজা পান? তাহলে তো আপনাকে ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মানতে হবে।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝলাম না।'

'বলছি, জীবনে আমরা যা যা করি তার বেশিরভাগই করি নিছক প্রয়োজনের তাগিদে   ব্যথা বা ব্যারাম দূর করতে, প্রাণ রক্ষা করতে, জীবিকা উপার্জন করতে। ঠিক বললাম?'

'সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। মোটামুটি তাই করে সবাই। জানতে পারি, ঠিক কোন্ তাগিদে এমন মাখামাখি করেন আপনি ওদের সঙ্গে?'

'অতি সহজ। আমার ধারণা মিস প্রিসিলা বুঝতে পেরেছেন।'

শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল প্রিসিলা ওর চোখের দিকে। 'মনে হয় পেরেছি। আপনি চাইছেন ওরা যেন আপনার প্রতি খুশি থাকে, অনুগত থাকে।'

'একা শুধু আমার প্রতিই নয়, আমাদের সবার প্রতি। লীচ যে একটা খল, নীচ, ভয়ঙ্কর জানোয়ার তাতে কারও কোনও সন্দেহ আছে? আমার ধারণা, যদিও তীব্র লোভের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে ও, অঢেল সম্পদের মোহ অন্ধ করে দিয়েছে ওকে – তবু কখন যে নিজের নীচ চরিত্রের কারণে সেই-সবের আকর্ষণ ছিন্ন করে অশুভ কিছু করে বসবে তার ঠিক নেই। আমি আশা করছি, এখন এদের সম্মান ও ভালবাসা অর্জন করতে পারলে প্রয়োজনের সময় এরা হয়তো আমাদের ঢাল হিসেবে কাজে দেবে।'

'ভালবাসা!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল মেজরের কণ্ঠে। 'তাহলে বলতেই হয়, বড় বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে জিনিসটা আপনাকে!'

'ঠিক বলেছেন। তবে একটা ব্যাপার আপনি মোটেও খেয়ালে আনছেন না, মেজর – কোনও কারণে যদি আমার মৃত্যু হয়, জেনে রাখবেন, আপনার ও মিস প্রিসিলারও মৃত্যু ঘটবে। এই একটা ব্যাপারে দয়া করে মনে কোনও সন্দেহ বা বিভ্রান্তি রাখবেন না।' রক্তশূন্য হয়ে গেছে মেজরের মুখ। সেদিকে চেয়ে মৃদু হাসল মশিয়ে দো বাখনি। শান্ত অথচ কঠোর গলায় বলল, 'আমি যে কৌশলে নিজের এবং আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি, আপনার সেটা ঘোর অপছন্দ হতে পারে, কিন্তু দয়া করে অকারণে বিদ্রূপ করবেন না। ক্যাপটেন লীচ একটা জঘন্য পশু, কখন অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে কেউ বলতে পারে না।'

কথাটা শেষ করে মেজর স্যান্ডসের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে। প্রিসিলার উজ্জ্বল দুটো চোখ বলে দিল, আত্মম্ভরী মেজরকে বকা দিয়ে লা-জবাব করে দেয়ায় খুশি হয়েছে সে।

ঠিক এই একই সময়ে লগ কেবিনে ডিনারে বসেছে লীচ, সঙ্গে উওগান, হ্যালিওয়েল, এলিস আর বানড্রি। দো বাখনির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে উওগান।

প্রথমে ওর কথায় মোটেই গুরুত্ব দিল না লীচ। 'আরে বাদ দাও,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'যা খুশি করুক না, করতে থাকুক। স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে মোলাকাতটা হয়ে যাক, তারপর ও টের পাবে আমি কি খেলা দেখাই।'

এই কথাটার অন্তর্নিহিত অশুভ ইঙ্গিত একটু যেন সচকিত করল এলিস ও বানড্রিকে। উওগান আর হ্যালিওয়েল জানলেও এদের বলেনি লীচ কাজ শেষ হলে কি আচরণ করা হবে দো বাখনির সঙ্গে, চুক্তিপত্রে যাই থাকুক না কেন। এলিসের চোখ দুটো চকচক করে উঠল, কিন্তু বানড্রির চেহারায় কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না, চোখের পাতাদুটো সামান্য নিচু হয়ে আবার ঠিক হয়ে গেল।

মোটকু হ্যালিওয়েল সামনে ঝুঁকে এল। 'তুমি কি ভেবেছ, ক্যাপটেন, এ সম্ভাবনার কথা ওর মনে উদয় হয়নি?'

'হলে কি হবে শুনি? ও এখানে আমাদের হাতের মুঠোয় আছে, না কি? আমাদের হাত থেকে ছুটবে কি করে?'

ছোট ছোট চোখদুটো ঘুরিয়ে উঁচু হয়ে থাকা চোয়ালের মাংসের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলল হ্যালিওয়েল। 'এলো, আর তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিল, যেন কত না বিশ্বাস তোমার ওপর, তাই না?'

'অবস্থা যা দাঁড়াল, আর কি করার ছিল ওর?' প্রশ্ন করল লীচ।

'তাই বটে!' বলল হ্যালিওয়েল। 'তাই তো মনে হয়। ও কি বলল তোমাকে? ওর ইচ্ছে ছিল গুয়াডিলুপে গিয়ে একটা জাহাজ আর লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সেটা

আর সম্ভব হলো না। আমার মনে হয় না ব্যাপারটা ওর কাছে ভাল লাগছে। যদি জাহাজ আর লোক নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারত, তাহলে আজ ওর এই অসহায় অবস্থা হত না। তাই না? আর তুমিও নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছ না যে মোসু দো বাখনি জানে না তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে।'

'মনে করো জানে। তাহলে কি? এই অবস্থার পরিবর্তন কি করে করবে ও?'

এই পর্যায়ে অসহিষ্ণু উওগান ঢুকে পড়ল আলোচনায়। 'আহ্, তোমার কি মনে হয় না ও সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত এখন?'

যেন সাপের কামড় খেয়েছে – ঝট্ করে সিধে হলো লীচ। খুলে বলল উওগান।

'একশো লোক নিয়ে জাহাজে রয়েছে ও এখন। আমরা এখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছি। ও কি করছে? নানান গল্প আর বোলচাল মেরে হৃদয় জয় করছে ওদের, রাতে চাঁদের আলোয় প্রেম-পাগল হুলো-বেড়ালের মত ওঁয়াও-ওঁয়াও ডাক ছেড়ে স্প্যানিশ গান শোনাচ্ছে ওদের, জাদু করছে। ওদের সঙ্গে ওকে বা ওকে ওদের সঙ্গে রেখে আমি বুঝি না তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি করে! নেড আর আমি আছি ওখানে, কোনদিন জানি ঘুম থেকে উঠে দেখব আমাদের গলা কেটে পানিতে ফেলে দিয়ে পাল তুলে চলে যাচ্ছে জাহাজটা, একশো জোয়ান নিয়ে ছুটছে ও স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে! আর তুমি, টম? কাত হয়ে পড়ে আছ ডাঙায়। কোনও উপায় নেই ওদের অনুসরণ করার, আর উপায় যদি থাকতও, জানা নেই কোন্ দিকে গেছে হারামজাদা!'

'হায়, খোদা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লীচ। মনে হচ্ছে যেন সামনেই গভীর গিরিখাদ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়সওয়ার। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর এতদিন এই সম্ভাবনার কথাটা মাথায় আসেনি বলে। সন্দেহের কালো ছায়া চঞ্চল করে তুলল ওকে। কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বানড্রির ভাবলেশহীন লাশটা নড়ে উঠল।

'কোথায় চললে, ক্যাপটেন?'

বানড্রির ঠাণ্ডা, কর্কশ গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল লীচ। লীচের অনুচরদের মধ্যে একমাত্র এই বানড্রির পক্ষেই ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলা সম্ভব। চেহারায় কোনও ভাবের ছায়া খেলে না, কিন্তু লোকটার খুলির মধ্যে যে অত্যন্ত বিচক্ষণ একটা মস্তিষ্ক রয়েছে তা সবার জানা। ওকে হিসেবে রেখে চলতে হয় সবাইকে, এমন কি, সময় বিশেষে লীচকেও।

'চার্লি যেন কোন চালাকি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে চললাম।

উঠে দাঁড়িয়েছে বানড্রিও। বলল, 'তবে একটা কথা খেয়াল রেখো, স্প্যানিশ ফ্লীটকে ধরতে হলে ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের।'

'কথাটা খেয়ালে আছে আমার।' বেরিয়ে গেল লীচ। একটু পরেই শোনা গেল ওর গলা, কাউকে হুকুম করছে একটা বোটে করে ওকে সেন্টরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। নৌকায় পা দেয়ার আগে অবশ্য উওগানকে ডেকে নিচু গলায় কিছু নির্দেশ দিল। উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল উওগান, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

সেন্টরের গ্রেট কেবিনে ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমনি সময়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ক্যাপটেন লীচ। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে চোখ বুলাল তিনজনের উপর। প্রিসিলার উপর থেকে চোখ সরাতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওর। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে লালসা। কি করে যেন টের পেয়ে গেল প্রিসিলা, পাশ ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল দস্যুটাকে দাঁড়ানো দেখে। প্রথম দিনের সেই রক্তাক্ত বুক খোলা শার্ট পরা লীচের তুলনায় আজকের ক্যাপটেন লীচকে রীতিমত ভদ্রলোক বলে মনে হলো প্রিসিলার। কিন্তু সে শুধু বাইরের চেহারায়। পোশাকের নিচে যে কী সাঙ্ঘাতিক বুনো একটা জানোয়ার রয়েছে তা বুঝতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শিউরে উঠল সে ভিতর ভিতর।

সম্ভবত ওর এই শিহরণ টের পেয়েই পিছন ফিরল মশিয়ে দো বাখনি। ওরও বুঝতে অসুবিধে হলো না, বিপদ উঠে এসেছে বুক পর্যন্ত। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, একটা খালি চেয়ার টেনে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'এই যে, ক্যাপটেন।

তোমার হঠাৎ আগমনে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।'

এগিয়ে এল ক্যাপটেন লীচ। 'বসার দরকার নেই। যা বলতে এসেছি বলেই চলে যাব।' দো বাখনিকে অনুসরণ করে উঠে দাঁড়িয়েছে মেজর স্যান্ডস, তার দিকে মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল সে প্রিসিলাকে। ওর চোখে চকচকে লোভ দেখে কেঁপে গেল প্রিসিলার বুকটা, কিন্তু মাথাটা সামান্য কাত করে প্রত্যুত্তর জানাতে দেরি করল না।

আধবোঁজা চোখে চেয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি। প্রিসিলার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে তার দিকে চাইল এবার লীচ। 'সেন্টরের লোকজনের জন্যে ডাঙায় কোয়ার্টার তৈরি করার হুকুম দিয়েছি আমি। যতদিন ব্ল্যাক সোয়ানের মেরামতের কাজ চলবে, ততদিন ওরা ডাঙাতেই থাকবে।' ওর ক্ষুদ্রাকৃতি চোখজোড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে দো বাখনির মুখের দিকে, লক্ষ করছে সেখানে ভাবের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় কি না। 'কথাটা বোঝা গেছে?'

'হুকুমটা, হ্যাঁ। কিন্তু কারণটা, না। ওরা এখানে আরামেই ছিল, তাছাড়া এতে সুবিধেও অনেক।'

'হতে পারে, কিন্তু এটা আমি চাইছি না।' চাতুরি খেলে গেল ওর চোখে। 'আমার লোক আমি আমার নিজের হাতের মুঠোতেই রাখতে চাই, চার্লি।'

'বেশ তো,' বলল দো বাখনি।

ওর এই নিরাসক্ত ভাব কিছুটা হতাশ করল লীচকে, কিন্তু সন্দেহ তাতে বাড়ল বৈ কমল না। কারণ মানুষকে ও বলতে শুনেছে: মরগানের ওই ফরাসী লেফটেন্যান্টকে যখন দেখবে ঢিলেঢালা, নিরাসক্ত; বুঝবে সেই মুহূর্তে সে অত্যন্ত সজাগ, সচেতন ও সতর্ক। এই মুহূর্তে বড়ই অমায়িক ভাব দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে।

একটু চুপ করে থেকে আবার প্রিসিলার দিকে ফিরল দস্যু। আবার একটু বাউ করে বলল, 'আমি আশা করি, মাদাম, আমার পরবর্তী আদেশ আপনাকে অসন্তুষ্ট বা আপনার অসুবিধে করবে না। ভেবেচিন্তেই নিয়েছি এ-সিদ্ধান্ত।' এবার নিজের ওপর জোর খাটিয়ে

নজর ফিরাল সে দো বাখনির দিকে। 'তোমাদের জন্যেও একটা কুটির বানানো হচ্ছে।'

এতক্ষণে বিরক্তি প্রকাশ পেল দো বাখনির চেহারায়। 'এতটা কি সত্যিই দরকার আছে? আমরা এখানে বেশ আরামেই আছি।' লীচের উদ্দেশ্য সে ঠিকই টের পেয়েছে, এটা বোঝাবার জন্যে এর সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আমাদের পক্ষে এতবড় একটা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

তর্জনী দিয়ে নিজের চিবুকে টোকা দিয়ে মৃদু হাসল লীচ। 'তোমরা তিনজন পুরুষ লোক থাকছ এ জাহাজে। তিনজনের পক্ষে কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়।'

কপালে উঠে গেল দো বাখনির ভুরুজোড়া, 'আশ্চর্য, লীচ! তুমি হাসালে দেখছি!'

'হাসো,' বলল লীচ, 'যত খুশি। তবে আমি যা করছি, বুঝেই করছি। আচমকা আকাশ থেকে পড়েছ তুমি, চার্লি। হঠাৎ একটা প্রস্তাব দিয়েছ আমাকে। তেমনি হঠাৎই যদি তোমার মাথায় পালানোর বুদ্ধি ঢুকে পড়ে, তোমাকে ধাওয়া করে ধরব সে ক্ষমতা নেই আমার। কাজেই, আজই ডাঙায় চলে যাবে তুমি সবার সঙ্গে।' প্রিসিলার দিকে ফিরল আবার। 'ক্ষমা করবেন, মাদাম, আশাকরি। আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সেটা আমি দেখব। আসবাব যা ইচ্ছে নিতে পারবেন আপনি। ডাঙায় থাকলে মাঝেমাঝে দেখা হয়ে যাবে আমাদের – আমার জন্যে সেটা হবে মস্তবড় সৌভাগ্য।'

লীচ বিদায় নিতেই ঢিলেঢালা, অমায়িক ভাবটা দূর হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির চেহারা থেকে। মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে কিছুক্ষণের জন্যে। মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাকি দুজন। একটু পরেই ধ্যান ভঙ্গ হলো যেন, সচকিত হয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল পিছনের পোর্ট হোলের সামনে। জোর কাজের ধুম পড়ে গেছে দ্বীপে, চারদিকে কর্মব্যস্ততা। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর হেসে উঠল সে, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে – যেন সমাধান পাওয়া গেছে কঠিন সমস্যার।

‘কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না,’ বলল মেজর। ‘আগামাথা কিচ্ছু না। আমাকে খুন করে...’

‘সহজ ব্যাপার,’ ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল দো বাখনি। ‘ওর ভয়, ওর লোকদেরকে আমি পটিয়ে ফেলব। আপনার মাথায় যেটা ঢুকছিল না বলে আমার প্রতি বিদ্রূপ করছিলেন একটু আগে, সেটা ওর মাথায় ঢুকে পড়েছে – তাই সে সুযোগটা বন্ধ করে দিল।’

‘বলেন কি!’ দো বাখনির খোঁচাটা গায়ে মাখল না মেজর, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ‘সত্যিই তাই ছিল আপনার মনে?’

বিরক্ত হলো দো বাখনি। ‘আমার মনের কথা আপনাকে বলছি না আমি, মেজর; বলছি টম লীচের মনের কথা। বড়ই বিষাক্ত একটা মন। বিষাক্ত এবং ভয়ঙ্কর!’

১১

দ্বীপে ওরা

ডাঙায় পৌঁছবার একটু পরেই মশিয়ে দো বাখনিকে হাজির দেখে অবাক হয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। এগিয়ে এসে জানতে চাইল কি ব্যাপার।

‘তোমার নোংরা সন্দেহের কারণে মাদাম দো বাখনিকে যখন জাহাজ ছাড়তেই হচ্ছে, তখন আমি দেখতে এলাম উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে কি না। ওঁর শরীর ভাল না।’

‘তাহলে ওকে সঙ্গে আনতে গেলে কেন?’

অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল দো বাখনি। ‘ভুলে যাচ্ছ, তোমাকে বলেছি, ওকে গুয়াডিলুপে ওর ভাইয়ের দায়িত্বে রেখে আসব বলে ঠিক করেছিলাম। জামাইকায় ফেলে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ

স্প্যানিশ সম্পদ ডাকাতির পর কোনদিনই আর ওখানে ফিরতে পারব না আমি।'

যুক্তিটা মনে ধরল লীচের। ওকে লোকজনকে খাটিয়ে যেমন পছন্দ তেমনই ব্যবস্থা করে নেয়ার অনুমতি দিল।

সৈকতের একেবারে দক্ষিণে জঙ্গলের ধারে একটা জায়গা বাছাই করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা কেবিন তৈরি করাল ও। কাছেপিঠেই মাদামের ভাইয়ের জন্যে আর পিয়েখের জন্যে টাঙানো হলো দুটো তাঁবু। দস্যুদের ক্যাম্প থেকে এতদূরে আশা করা যায় মোটামুটি নিরাপদেই থাকবে মাদাম দো বাখনি।

সূর্যাস্তের আগেই কাজ শেষ করা গেল। গাছ কেটে যে জায়গাটা ফাঁকা করা হয়েছে সেখানেই কেবিনটা তৈরি করায় সরাসরি সামনে না এলে চোখে পড়ে না। জাহাজ থেকে বেশ কিছু আসবাব নিয়ে আসা হয়েছে: খাট, চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, বাতি – সব মিলিয়ে চমৎকার বাসযোগ্য মনে হচ্ছে এখন কেবিনটা।

মনে হাজারটা উদ্বেগ, তারপরেও অবাক হলো প্রিসিলা। ওর জন্যে এত কষ্ট করে কেবিনটা সাজানো হয়েছে দেখে বার বার ধন্যবাদ জানাল মশিয়ে দো বাখনিকে। এত সুন্দর একটা কেবিন পারে কল্পনাও করতে পারেনি ও।

প্রিসিলা এসে পৌঁছানোর পর পরই এসে হাজির হলো টম লীচ। ওর আরাম আয়েশের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে কি না নিজ চোখে দেখতে চায়। অতিথিবৎসল গৃহকর্তার ভূমিকা নিয়ে মাদাম বাখনির অসুবিধে হচ্ছে বলে অনেক দুঃখ প্রকাশ করল, এটা-ওটা আনিয়ে দিল ক্যাম্প থেকে। যে-কোনকিছুর প্রয়োজন হলে মাদাম যেন বিনা দ্বিধায় তাকে জানায় ইত্যাদির পর আরও কিছুক্ষণ দো বাখনি ও মেজর স্যান্ডসের সঙ্গে সরস গল্প করার চেষ্টা করে চলে গেল সে নিজের আস্তানায়।

অসম্ভব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে মেজর স্যান্ডস। দুপুরে খাওয়ার সময় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, তার নিরাপত্তা নির্ভর করছে মশিয়ে দো বাখনির নিরাপত্তার ওপর। তারপর জানতে পেরেছে, লীচের সঙ্গে মোটেও ভাল সম্পর্ক নেই দো বাখনির, লীচ ওকে এক রত্তি বিশ্বাসও

করে না। পানিতে পড়েছে যেন ও এখন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেজর একটা কথা মনে আসায়। আশ্চর্য! এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তার নজর এড়িয়ে গেল কি করে! মশিয়ে দো বাখনিকে জিজ্ঞেস করল তার শোয়ার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে। জবাব দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফরাসী লোকটা।

'এটা তো সোজা কথা, মেজর। আমার স্ত্রীর সঙ্গেই তো আমার থাকার কথা।'

'ঘোঁত' করে বিদঘুটে একটা শব্দ বেরুলো মেজরের গলা থেকে। ঘুরে দাঁড়াল দো বাখনির দিকে।

'যদি কোনভাবে প্রমাণ হয় যে উনি আমার স্ত্রী নন, নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে ওঁর? আপনি নিশ্চয়ই চোখ বুঁজে ছিলেন না, কী দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকাচ্ছিল টম লীচ দেখেছেন আপনি। নাকি দেখেননি?'

কিছুক্ষণ দম আটকে রাখল মেজর, তারপর ফেটে পড়ল রাগে, 'আপনি অথবা টম লীচ, এই তো বলতে চাইছেন? দুজনের মধ্যে কি তফাৎ একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

ঠোঁট গোল করে শ্বাস টানল মশিয়ে দো বাখনি। সাদা দেখাচ্ছে মুখটা। 'তাহলে এইভাবে নিচ্ছেন আপনি ব্যাপারটা!' নিচু গলায় বলল সে। 'মাথা খেলানোর ক্ষমতা নেই, সিদ্ধান্ত নিয়ে বসছেন যা খুশি।' শুকনো হাসি হাসল সে। 'আপনি যা ভাবছেন আমার উদ্দেশ্য যদি তাই হত, তাহলে, জনাব বর্থোলোমিউ, এতক্ষণে আপনার লাশটা নিয়ে লেগুনের নিচে ভোজে মত্ত থাকত গলদা চিংড়ীর ঝাঁক। আমার সততা সম্পর্কে যখনই সন্দেহ আসবে তখনই এই কথাটা মনে করার চেষ্টা করবেন। চলি!'

খপ্ করে ওর আস্তীনটা ধরে ফেলল মেজর।

'মাফ চাইছি, মশিয়ে দো বাখনি। বিশ্বাস করুন। আপনি চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার আগেই ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি মস্ত অন্যায় করেছি আপনার ওপর, স্বীকার করছি।'

'হয়েছে, থাক!' বলে পা বাড়াল দো বাখনি।

দরজা নেই প্রিসিলার কেবিনে। ভারি একটা কম্বলের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে ওখানে পিয়েখ। কাঠের গুঁড়ির ফাঁক-ফোকর গলে আলো আসছে বাইরে। পিয়েখের তাঁবুতে নিজের ডাবলিট খুলে রেখে একটা আলখেল্লা আর একটা বালিশ নিয়ে এগোলো দো বাখনি কেবিনের দিকে।

দরজার ঠিক সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসে বালি খুঁড়ে ছোট একটা গর্ত তৈরি করল মশিয়ে দো বাখনি।

'কে ওখানে?' পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রিসিলার কণ্ঠ।

'আমি,' জবাব দিল দো বাখনি। 'কোনও ভয় নেই, আমি পাহারায় থাকলাম। নিশ্চিন্তে ঘুমান।'

ভিতর থেকে আর কোন সাড়া এল না।

আলখেল্লাটা গায়ে জড়িয়ে গর্তে কোমর রেখে আরাম করে শুয়ে পড়ল দো বাখনি বালির উপর।

অনেক দূরে সৈকতের অপর দিকে জলদস্যুদের হৈ-হল্লার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। আধখানা চাঁদ হাসছে আকাশে, লেগুনের অনেকটা জায়গা ঝিলমিল করছে আলো পড়ে। জোয়ার আসছে, তার মৃদু কলকল শব্দ কানে আসছে। এছাড়া নিঝুম হয়ে গেছে দ্বীপটা।

কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়েনি। কুটিরের ভিতর আলো নিভে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এবার ধীরে, নিঃশব্দে, অতি সাবধানে সরে গেল পর্দার একটা অংশ। নরম চাঁদের আলোয় দেখা দিল প্রিসিলার ফর্সা মুখটা।

মুখটা একটু সামনে বাড়ল, পরমুহূর্তেই চোখ পড়ল ওর পায়ের কাছে শুয়ে থাকা দীর্ঘ দেহটার ওপর। গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি।

চট্ করে সরে গেল না মুখটা পর্দার আড়ালে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে শুনলো মানুষটার নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস। অনুভব করল, তারই নিরাপত্তার জন্যে এখানে এইভাবে শুয়ে আছে এই মহৎ-হৃদয় মানুষটা। তারপর আস্তে করে পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে খাটে উঠে শুয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে, জানে বিপদের ভয় নেই, এখন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ও জানে না, আরও একজন রয়েছে তার পাহারায়। দশ-বারো গজ দূরে নিজের তাঁবুর ছায়ায় বাইরে বালির উপর এদিকে মুখ করে শুয়ে দো বাখনির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে মেজর স্যান্ডস। পরপর দু'রাত এভাবে জেগে পাহারা দিল, এবং অসুস্থ হয়ে পড়ল মেজর। হঠাৎ করে গরমও পড়েছে খুব। তাই সিদ্ধান্ত নিল, আর রাত জাগার কোন অর্থ হয় না। আপাতত দো বাখনির কোন বদ মতলব আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া সামান্য আওয়াজ পেলেই ঘুম ভেঙে যাবে ওর, ছুটে যেতে পারবে প্রিসিলার সাহায্য প্রয়োজন হলে।

ওদিকে কাজে ব্যস্ত জলদস্যুরা। লীচ খুব তাড়া লাগাচ্ছে ওদের, কিন্তু কাজ তেমন এগোচ্ছে না। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে ঠিকই, কিন্তু খাওয়ার পর আর কাউকে দিয়ে কিচ্ছু করানো যায় না। ঘুমায় ওরা ছায়ায় শুয়ে।

এ ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সায় পায় ওরা দো বাখনির কাছ থেকে। আগের মতই খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করে ও সবার সঙ্গে, কথায় কথায় স্প্যানিশ ফ্লীটের কথা তুলে লোভের আগুন জ্বেলে দেয় ওদের মনে। সেইসঙ্গে এটাও জানাতে ভোলে না যে একমাত্র সে-ই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই বিপুল সম্পদের কাছে। নানান গল্পের ফাঁকে সবাইকে ও বুঝিয়ে দিয়েছে, হাতে প্রচুর সময় আছে, তাড়াহুড়ো করতে যাওয়া অর্থহীন। আগামী তিন সপ্তাহের আগে রওনা হবে না ফ্লীট, আর যখন রওনা হবে, এই অ্যালবুকোয়ার্ক থেকে মাত্র একদিন লাগবে ওটাকে ঠিক জায়গা মত বাগে পেতে।

তারপর সেই সম্পদ হাতে পেয়ে ওরা কি কি মজা লুটতে পারবে তার চিত্র তুলে ধরে জলদস্যুদের বেপরোয়া মনে আগুন জ্বেলে দেয় ও। কল্পনার চোখে সে-সব দেখতে পেয়ে খল্‌খল্‌ করে হাসে ওরা। এইভাবে ওদের সম্পদের নেশায় আবিষ্ট করে ফেলল সে, সেই সঙ্গে নানান ভাবে ওদের মনে ঢুকিয়ে দিল, এই সম্পদ পেতে হলে তাকে, এবং একমাত্র তাকেই দরকার ওদের।

লীচ যখন জানতে পারল ওর লোকজনকে দিয়ে যে কাজ করানো যাচ্ছে না, তার পেছনে দো বাখনির প্ররোচনা রয়েছে, তখন একদিন

খেঁকিয়ে উঠল ওর উপর। ওর কথা গায়ে না মেখে ধীর ও নিশ্চিতভাবে এগোলে কি হয় সে সম্পর্কে প্রবাদ বাক্য আওড়াল দো বাখনি। বলল, হাতে অনেক সময় আছে।

তেলে-বেগুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল লীচ। 'অনেক সময়? কিসের সময় শুনি?'

'প্লেট ফ্লীট রওনা হওয়ার আগে।'

'তোমার প্লেট ফ্লীটের নিকুচি করি আমি!' চেঁচিয়ে উঠল লীচ। 'ওই একটাই ফ্লীট আছে নাকি দুনিয়ায়? আর যে-সব চলছে সাগরে এদিক থেকে ওদিক – সেগুলো কিছুই না?'

'ভয় পেয়ো না,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল দো বাখনি। 'তুমি ভাবছ, এখানে ধরা পড়ে যাবে কারও চোখে। দূর! হাসিয়ো না তো! নিশ্চিন্তে থাকো তুমি। কোন জাহাজ আসবে না এই গোপন লেগুনে।'

'হয়তো আসবে না। কিন্তু যদি আসে? তাহলে কি হবে শুনি? ডাঙায় উঠে বসে আছি, অসহায়! অনেক সময় আছে! চুলোয় যাক সময়, আমি যত শীঘ্রি সম্ভব সাগরে নামতে চাই। খবরদার, আমার লোকেদের কানে কোনও ফুস্-মন্তর দিতে আসবে না তুমি আর!'

ওকে শান্ত করার জন্যে কথা দিল দো বাখনি যে আর এসব কথা কাউকে বলবে না। কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। ওরা এখন জানে, এই গরমে নিজেদের খুন করার কোন অর্থ হয় না, দো বাখনি বলেছে: হাতে সময় আছে প্রচুর।

দশটা দিন কেটে গেল মালদিতা দ্বীপে মোটামুটি শান্তিতেই। আগাছা জ্বালিয়ে দিয়ে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়েছে জাহাজের খোল। এইবার মিস্ত্রী লাগল জোড়াগুলোর ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার কাজে। এ-কাজে সবার হাত লাগানোর উপায় নেই। মিস্ত্রীর কাজ শেষ হলে তারপর আবার তলায় আলকাতরা আর গ্রীজ মাখানোর জন্যে দরকার হবে সবাইকে। তাই সবাই মত্ত এখন তাস-পাশা আর গল্প-গুজবে।

গরমে নিষ্কর্মা অবস্থায় বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে মেজর স্যান্ডস। সারাক্ষণ মেজাজ খারাপ হয়ে থাকছে। হতাশা ভর করেছে

তার উপর। তর্ক-বিতর্ক আর মশিয়ে দো বাখনির সমালোচনা করেও আর মন ভরছে না।

প্রিসিলা অবশ্য কিছু কাজ বের করে নিয়েছে। রান্নার কাজে পিয়েখকে সাহায্য করছে নিয়মিত। ওর সঙ্গে গিয়ে জঙ্গল থেকে মিষ্টি আলু তুলে আনছে, কাঁচকলা পেড়ে আনছে। সমুদ্রের ধারে দৌড়ঝাঁপ করে কচ্ছপ ধরছে, বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম তুলে আনছে, পানিতে ছিপ ফেলে ধরে আনছে মাছ।

মাঝে মাঝে একাই চলে যায় সে জঙ্গলে ঘুরতে। একদিন দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় লোকচক্ষুর আড়ালে টলটলে পরিষ্কার পানির ছোট্ট একটা পুকুর আবিষ্কার করে দারুণ খুশি হলো সে, যখন ইচ্ছে এসে এই নির্জন পুকুরে সাঁতার কাটা যাবে।

প্রিসিলার সহজ ভঙ্গিতে চলাফেরা, কথাবার্তা আরও রাগ চড়িয়ে দেয় মেজরের। ওর মনে হয় মেয়েটি বোধহয় অনুভূতিশূন্য। নইলে এই বিপদ মাথায় নিয়ে হাসে কি করে? যার বিপদের কথা চিন্তা করে সে নিজে অস্থির হয়ে থাকে অহোরাত্র, সে-ই কি না দিব্যি হেসে-খেলে কাটাচ্ছে সময়। লীচের কথাতেও হেসে উঠতে বাধে না তার।

ইদানীং প্রায়ই আসছে লীচ প্রিসিলার সঙ্গে গল্প করতে। যেখানেই থাকুক, কি করে যেন টের পেয়ে ও পৌঁছবার পরপরই এসে হাজির হয় মশিয়ে দো বাখনি। ফলে মেজর বেঁচে যায় বদমাশটার সঙ্গে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভদ্র ব্যবহার করার গ্লানি থেকে। বিশেষ করে, খুনে ডাকাতটার টিটকারী ওর একেবারেই সহ্য হয় না। ও কি করে প্রিসিলার ভাই হয়, তাই নিয়ে একদিন মেতে উঠল ব্যাটা। চেহারায় যে সামান্যতম মিল নেই তা সে নিজেও জানে, কিন্তু লীচ যখন প্রিসিলাকে বলল, ভাইয়ের চেহারা পায়নি বলে ওর প্রতিদিন সময় বেঁধে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, তখন একেবারেই অসহ্য লেগে উঠল তার। আর এই কথা শুনে যখন হা-হা করে হেসে উঠল খুনীর দোসর ওই দো বাখনিটা, তখন লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল সে কেবিন থেকে।

ক্রমেই বাড়ছে লীচের আসা-যাওয়া। হাতে করে এটা-ওটা নিয়ে আসছে ব্ল্যাক সোয়ানের ভাঁড়ার থেকে। কোনদিন হয়তো দু-বোতল

পেরুভিয়ান ওয়াইন, কোনদিন গুয়াভা চীজ, কোনদিন বা চিনির শিরায় চুবিয়ে কড়মড়ে শুকনো করে ভাজা আমন্ড বাদামের প্যাকেট।

দেখেও দেখে না এসব মশিয়ে দো বাখনি। যেন সহজ ভাবে নিয়েছে প্রিসিলার প্রতি লীচের এই মনোযোগ। কিন্তু যখনই মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, শিষ্টতার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে চায় লীচ, ঠিক তখনই স্বামী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় সে প্রাচীর হয়ে।

বাধা পেলেই শ্বদন্ত বেরিয়ে আসে লীচের, চাপা গর্জন আসতে চায় গলা দিয়ে; যেন কুকুরের থাল থেকে হাড় কেড়ে নিয়েছে আর কেউ। কিন্তু সদা প্রস্তুত দীর্ঘদেহী ফ্রেঞ্চম্যানের আধ-বোঁজা চোখের দৃষ্টির সামনে চেষ্টাকৃত হাসির রূপ নেয় সে গর্জন, এমন ভাব দেখায়, যেন ঠাট্টা করছিল।

১২

ত্রাণকর্তা

মাদাম দো বাখনির প্রতি টম লীচের মনোযোগের আতিশয্য ধরা পড়ল তার ঘনিষ্ঠ অনুচরদের চোখে। প্রথম কিছুদিন হালকা ভাবে নিল ওরা ব্যাপারটা, ঠাট্টা-মস্করা করল এ নিয়ে; কিন্তু বিচক্ষণ বানড্রি যখন বুঝিয়ে দিল কতখানি মারাত্মক হতে পারে এর পরিণতি, তখন চারজন মিলে স্থির করল একদিন ডিনারের পর ধরবে ওরা লীচকে।

উচ্ছৃঙ্খল, বদমেজাজী লীচের সামনে মাথা তুলে কথা বলার ক্ষমতা রাখে একমাত্র আবেগবর্জিত, ভাবলেশহীন বানড্রি, কাজেই ওর ওপরই ভার পড়ল কথাটা তোলার। তুলল সে, এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিল ক্যাপটেনের এহেন আচরণ মোটেই সমর্থন করতে পারছে না

ওরা।

মুহূর্তে অগ্নিমূর্তি ধারণ করল লীচ, তর্জন-গর্জন করল, তারপর হুমকি দিল: তার যা খুশি তাই সে করবে, কেউ বাধা দিতে এলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে তাকে।

উওগান, হ্যালিওয়েল আর এলিস কুঁকড়ে গেল এই ধমকের মুখে। কিন্তু ওর দিকে সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বানড্রি। তারপর বলল, 'যা মুখে আসে বলে ফেলো, ক্যাপটেন। এতে গরম কিছুটা বেরিয়ে যাবে ভেতর থেকে। তারপর হয়তো বুঝতে পারবে সহজ যুক্তি কি বলে।'

'যুক্তি? যুক্তির আমি ইয়ে করি! থোড়াই কেয়ার করি আমি...!'

'পাল নামাও, ক্যাপটেন। যুক্তিকে কেয়ার না করায় অনেককে দেখেছি আমি ধুলোয় মিশে যেতে।'

কথাটা হুমকির মত লাগল লীচের কাছে। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্যে বসে পড়ল আবার। কয়েক মুহূর্ত বানড্রির অভিব্যক্তিহীন মুখের উপর অগ্নিবর্ষণ করল ওর চোখ। তারপর বলল, 'আমার ব্যাপার আমি নিজেই সামলাতে জানি। তোমাদের কারও সাহায্যের দরকার পড়বে না। বোঝা গেছে?'

'একা তোমার ব্যাপার হলে আমরা নাক গলাতে যেতাম না, টম,' শান্ত গলায় বলল বানড্রি। 'কিন্তু আমরা সবাই জড়িয়ে গেছি এর সঙ্গে। এটা এখন আমাদেরও ব্যাপার। স্প্যানিশ সোনা হাতে পাওয়ার আগে আমরা চাইব না তোমার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে গোটা ব্যাপারটাই ভরাডুবি হোক।'

'অর্থাৎ তোমাদের কথা মত চলতে হবে আমাকে এখন, এই তো? তোমরা যা করতে দেবে তাই করব, অনুমতি না পেলে করব না, অ্যাঁহ্? এখনও কেন যে তোমাকে গুলি করে বুঝিয়ে দিচ্ছি না কে এখানে কর্তা!' বাকি তিনজনের ওপর চোখ বুলাল সে। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমাদেরও তো এই একই মত, তাই না?'

উত্তর দেয়ার সাহস হলো কেবল হ্যালিওয়েলের। ওর বিশাল বপু ঝুঁকে এল সামনে, টেবিলের উপর থলথলে একটা হাত রেখে বলল,

'যুক্তির কথা তোমাকে মানতে হবে, ক্যাপটেন। তোমার কি ধারণা আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, টপগ্যাল্যান্ট চার্লি তা দেখতে পাচ্ছে না? তোমার কি ধারণা, ওর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব? তোমার তো অন্তত জানার কথা, টম, ওর ওই শহুরে বোলচাল আর মার্জিত কথাবার্তার আড়ালে ওর মত সদা-সতর্ক, ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক লোক আর হয় না।'

'আরে, দূর! ভাল সম্পর্ক আমাদের। আমার সঙ্গে তেরিবেরি করার সাহস ওর নেই, কোনদিন হবেও না।'

'নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা কোরো না তো, ক্যাপটেন!' এবার কথা বলল উওগান। 'সবার সঙ্গেই ওর ভাল সম্পর্ক। কিন্তু সবাই জানে, কেউ ওর সঙ্গে বেইমানী করতে গেলে মুহূর্তে ইস্পাৎকঠিন হয়ে উঠবে ও।'

'গাধা তোমরা! ওর একটা কণ্ঠনালী আছে না?'

'তাতে কি?' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জানতে চাইল বানড্রি।

'আর সবার মতই খুব সহজে দু'ফাঁক হয়ে যাবে ওটা, যদি আমার সঙ্গে লাগতে আসে।'

'ঠিক এই জিনিসটাই ঘটতে দিতে চাই না আমরা। বিপুল সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে ও আমাদের কাছে, রহস্যের চাবিকাঠি ওর হাতে। এই অবস্থায় কেউ প্রণয়-পাগল হয়ে সব গুবলেট করে দিতে চাইলে আর সবাই তা মানবে কেন? দয়া করে কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, আর ওর মেয়েমানুষের ওপর থেকে নজরটা ফেরাও।'

'কথাটা ঠিক, ক্যাপটেন,' বলল লালচুলো এলিস। 'সোনাগুলো আমাদের জাহাজে উঠে না আসা পর্যন্ত নিজেকে একটু সামলে রাখতে হবে তোমার, ক্যাপটেন।'

'তারপর,' মৃদু হাসল উওগান, 'ওই ডানাকাটা পরিকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করো না কেন, আমরা কেউ তা চেয়েও দেখব না। তোমার কাছে শুধু একটু ধৈর্য দাবি করছি আমরা, ক্যাপটেন, আর কিছু না।'

কথাটা বলে জোরে হেসে উঠল উওগান। সে হাসিতে যোগ দিল এলিস ও হ্যালিওয়েল। শীতল ভাবটা দূর করতে চাইছে ওরা হাসি

দিয়ে। উদ্দেশ্য সফল হলো ওদের। উত্তরে চাপা শয়তানী হাসি দেখা দিল লীচের ঠোঁটে।

বানড্রি হাসল না। এসব ভাবাবেগের উর্ধ্বে সে। যেন মুখোশ পরে আছে। চোখ দুটো স্থির, পলকহীন। যতক্ষণ না রাজি হলো লীচ, একই দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে ওর চোখের দিকে। ওর দৃষ্টি বুঝিয়ে দিল লীচকে, শুধু কথা দিলেই হবে না, কথাটা রক্ষা করা হচ্ছে কি না, লক্ষ রাখা হবে এখন থেকে।

পরপর কয়েকদিন টম লীচ না আসায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন প্রিসিলা। কিন্তু মেজরের সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া বেধে গেল মশিয়ে দো বাখনির। মেজর জানতে চেয়েছিল স্প্যানিশ গোল্ড চুরি করার পর তার ও মিস প্রিসিলার ভাগ্য সম্পর্কে কি ভাবছে সে। এরকম অশালীন প্রশ্ন শুনে কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিয়েছে দো বাখনি ওকে। কিন্তু প্রশ্নটার কোন সদুত্তর দেয়নি।

সেই রাতে কুটিরের দরজার সামনে ঘুমন্ত দো বাখনির কাঁধ স্পর্শ করল একটা কোমল হাত। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল দো বাখনি, লাফিয়ে উঠে বসে সরিয়ে আলখেল্লার ফাঁক থেকে একটানে বের করল নাঙা তলোয়ার।

দেখল ঠোঁটে আঙুল চেপে রেখেছে প্রিসিলা। চট্ করে এদিক ওদিক চাইল দো বাখনি, কিন্তু কোথাও কোন বিপদের আভাস পেল না। সৈকতে ঢেউ ভাঙার মৃদু এবং বারো গজ দূরে মেজর স্যান্ডসের নাক ডাকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়া আর সব নীরব, নিস্তব্ধ।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে মৃদু কণ্ঠে। একটা পা ভাঁজ করছে উঠে দাঁড়াবে বলে।

'কিছু না,' বলল প্রিসিলা। অনুভব করল ওর হাতের তালুর নিচে শিথিল হয়ে গেল ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি পেশীগুলো। 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, মশিয়ে দো বাখনি।'

'নিশ্চয়ই, বলুন।' একটু নড়ে কেবিনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল দো বাখনি। প্রিসিলাও বসল ওর পাশে।

কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল, 'মেজর একটা প্রশ্ন করেছিলেন আজ

আপনাকে, আপনি তার উত্তর দেননি। যেভাবে উনি কথাটা বলেছিলেন সেটা আপত্তিজনক বলেই হয়তো আপনি রেগে গিয়ে...'

'না, না। বোকাসোকা মানুষ, মনের ভাব গোপন রাখতে পারেন না, এই যা – আমি রাগ করিনি।'

মেজরের ব্যবহারের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল প্রিসিলা, কিন্তু বাধা দিল দো বাখনি। 'এ নিয়ে একটুও ভাববেন না আপনি। একটু হয়তো বিরক্তি প্রকাশ করেছি, কিন্তু রাগ আমি সত্যিই করিনি। আমি ধৈর্যশীল মানুষ, হুট করে মেজাজ আমার গরম হয় না।'

'আমি লক্ষ করেছি সেটা।'

এটাও ওর লক্ষ এড়াল না যে, একজন আত্মস্বীকৃত দুর্ধর্ষ জলদস্যু, যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই স্প্যানিশ ফ্লীট আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার মুখে ধৈর্যের কথা শুনতে ওর মোটেও বেমানান লাগছে না। সামান্যতম সন্দেহ বা অবিশ্বাস জাগছে না মনে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বার্টের প্রশ্নটার আপনি কিন্তু কোন উত্তর দেননি। প্রশ্নটা ছিল: এদের নিয়ে আপনি যখন ফ্লীট আক্রমণে যাবেন, তখন আমাদের কি ব্যবস্থা হবে। ওটা আমারও প্রশ্ন। জবাবটা কি দেবেন আপনি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল দো বাখনি, 'সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, মিস প্রিসিলা। ঘটনার অপেক্ষায় আছি আমি, অবস্থা কোন্দিকে গড়ায় বুঝে আমার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'তবু, একটা কিছু পরিকল্পনা তো আছে আপনার।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যখন দেখল প্রিসিলা, অপরপক্ষ থেকে কোন উত্তর আসছে না, তখন আবার বলল, 'এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ আস্থা আর বিশ্বাস রেখেছি আমি আপনার ওপর। আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি বলে শান্তিতেই ছিলাম।'

'কিন্তু এখন সেই বিশ্বাস আর নেই।'

'তা কেন? তা যদি হতো তাহলে তো হতাশায় একবারে ভেঙে পড়তাম। কিন্তু প্রকাশ না করলেও উদ্বেগ তো আর ভুলে থাকার ব্যাপার নয়!'

'হ্যাঁ, সত্যিই আপনি সাহসী মেয়ে। সত্যিকার সাহসী।' দো

বাখনির কণ্ঠে অকৃত্রিম প্রশংসা। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না, আপনার সাহস আমাকে কতটা সাহায্য করেছে। এই সাহায্যটা বজায় রাখুন, আপনাকে সাহায্য করতে আমার সুবিধে হবে।'

'কিন্তু কিছুতেই আপনার ইচ্ছে বা পরিকল্পনার কথাটা বলা যাবে না, এই তো? জানতে পারলে হয়তো মনে জোর পেতাম।'

'আপনাকে তো বলেছি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিই আমি। তার সঙ্গে এইটুকু যোগ করতে পারি: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার কোন ভয় নেই, কোন ক্ষতি হবে না আপনার। কথা দিচ্ছি, যেমন করে পারি আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবই করব। যদি বেঁচে থাকি।'

'যদি বেঁচে থাকেন!'

গলাটা কেঁপে গেল প্রিসিলার। চট্ করে চাইল দো বাখনি ওর মুখের দিকে। 'এই কথাটা আমার বলা ঠিক হয়নি। এমনিতেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছে আপনার, নতুন একটা শব্দ যোগ করে আপনার ভাগ্য অনিশ্চিত করে তোলা উচিত হয়নি আমার।' এরপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'যান, কথা দিচ্ছি, বেঁচে থাকব। কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন।'

'আমার ভাগ্য অনিশ্চিত করে তোলা!' আহত বোধ করেছে প্রিসিলা। 'আমার সম্পর্কে দেখছি আপনার খুব নিচু ধারণা।'

'নিচু!' প্রতিবাদ করল দো বাখনি। 'কী বলছেন আপনি!'

কথাটা আর ব্যাখ্যা করল না প্রিসিলা, ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল।

'স্প্যানিশ ফ্লীট দখল করার পরও এরা শর্ত ভঙ্গ করবে না, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল দো বাখনি। 'মোটেও না। একসময় শর্তের মর্যাদা ছিল জলদস্যুদের কাছে। কিন্তু এখন এই লীচ লোকটা মানুষ না, পিশাচ। সৌজন্য, দয়া এসবের মতই আত্মসম্মান ওর কাছে আর একটা অর্থহীন শব্দ। না। শর্ত মানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওদের, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়।'

দম আটকে গেল প্রিসিলার কণ্ঠে এসে। 'কিন্তু তাহলে? তাহলে কিসের আশায় চলেছেন আপনি? বাঁচবেন কি করে?'

'মাথা খাটিয়ে। সুযোগ আসবেই। চোখ-কান খোলা রাখলে সুযোগ পাওয়া যায়ই। আমি খোলা রেখেছি ও দুটো। ভাবনা দূর করে দিন মাথা থেকে। দুর্ভাগ্যবশত বড়সড় কোনও বিপর্যয় যদি না ঘটে, আমাকে ওরা পেড়ে ফেলতে পারবে না। আর কোনও ধরনের কোন দুর্ভাগ্য তো আপনাকে স্পর্শই করতে পারবে না।'

'এর বেশি আর কিছু বলবেন না?'

'এই মুহূর্তে এর বেশি বলার কিছুই নেই। আবার বলছি, আমার ওপর আস্থা রাখুন, আপনার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিসিলা। 'আচ্ছা, চলি। শুভরাত্রি, মশিয়ে দো বাখনি।'

প্রিসিলা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইল দো বাখনি। ভাবছে, কি বলতে চাইল মেয়েটা ওই কথায়? আমার সম্পর্কে দেখছি আপনার খুব নিচু ধারণা। তার মানে কি বোঝাতে চাইল, একা নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে না ও; সহযাত্রী, সদ্য-পরিচিত মশিয়ে দো বাখনির কথাও ভাবছে?

১৩
একফোঁটা জল

পরদিন সকালে নিজের তাঁবুতে বসে গরমে হাঁপাচ্ছে মেজর স্যান্ডস, এমনি সময়ে প্রবেশপথে দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ল। চমকে তাকিয়ে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি, খাপে পোরা তলোয়ারটা চেপে রেখেছে বগলের নিচে।

'কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, মেজর, অতিরিক্ত চর্বি হয়েছে আপনার,'

বলে হতভম্ব করে দিল সে মেজরকে। পরমুহূর্তে যোগ করল, 'একটু নড়াচড়া করা দরকার এখন আপনার, ঘাম ঝরানো দরকার। তাতে মেজাজ কিছুটা শান্ত হবে। আপনার তলোয়ারটা নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।'

মেজরের মনে পড়ল, গত কাল কয়েকটা কঠোর শব্দ আদান-প্রদান হয়েছে দুজনের মধ্যে, তাই তার ফয়সালা করার জন্যে ডাকছে ওকে আজ ডাকাতটা। উঠে দাঁড়াল সে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেছে, উত্তেজনায় লালচে একটা ছোপ পড়েছে মুখে।

'আপনি কিন্তু গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন, মশিয়ে! একবার ভেবে দেখেছেন, আপনাকে যদি মেরে ফেলি প্রিসিলার কি হবে?'

'অসম্ভব কথা নিয়ে ভাবি না আমি।'

'খোদা! আপনার বোলচাল সহ্য করা সত্যিই কঠিন। নিজেকে আপনি কী যে ভাবেন! আমাকে খুন করে ফেললেও বলব সত্যিই সহ্য করা মুশকিল। ঠিক আছে,' তলোয়ারটা তুলে নিল সে। 'ফলাফলের জন্যে কিন্তু দায়ী থাকবেন আপনি!'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমাকে ভুল বোঝা আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মেজর। আমি বলছি ব্যায়ামের কথা, আর আপনি বলছেন খুনোখুনির কথা।'

'আপনি যা বলেন। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

জঙ্গলের দিকে রওনা হলো দুজন। ফোঁস ফোঁস গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে মেজর, দো বাখনি শান্ত – যেন মজা পাচ্ছে ওর অবস্থা দেখে।

কেউ যেন দেখে না ফেলে সেজন্যে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল দো বাখনি। কিছুদূর এগিয়েই মোড় নিয়ে সৈকতের সমান্তরালে হাঁটতে থাকল। চুপচাপ হাঁটছে দুজন, হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল মেজর।

'ও কিছু না,' বলল দো বাখনি। 'পিয়েখ আসছে। ও লক্ষ রাখবে যাতে কেউ না এসে পড়ে।'

এগিয়ে গেল মেজর। কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে তার কাছে ব্যাপারটা। তবে সে প্রস্তুত। তার সঙ্গে লাগতে এসে পার পাবে না অহঙ্কারী ফরাসী লোকটা, যা থাকে কপালে–কিছুটা শিক্ষা দিয়ে দেবে

সে আজ। হাঁপাতে হাঁপাতে খাড়াই বেয়ে উঠল মেজর, তারপর সরু একটা পথ বেয়ে নেমে গেল দো বাখনির পিছু পিছু ছোট একটা সৈকতে। জলদস্যুদের ক্যাম্প থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদের এখানে। উঁচু পাড়ের ওপর এতক্ষণে পিয়েখকে দেখতে পেল মেজর, পাহারায় রয়েছে, কেউ এদিকে এলেই জানান দেবে।

পরচুলা খুলে রেখে তলোয়ার বের করল মশিয়ে দো বাখনি। নীরবে তাকে অনুকরণ করল মেজর। এবার পকেট থেকে ছোট্ট একটা নাশপাতি আকৃতির কাঠের টুকরো বের করল দো বাখনি, তারপর মেজরের ছানাবড়া চোখের সামনে ওটার গায়ের একটা চেরা জায়গায় ঢোকাল তরোয়ালের আগাটা। এবার একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ঠুকে বসাচ্ছে টুকরোটা শক্ত করে।

ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় প্রশ্ন করল মেজর, 'এর মানে?'

একই রকম দেখতে আর একটা কাঠের টুকরো বের করে এগিয়ে দিল দো বাখনি মেজরের দিকে। 'আপনি কি ভেবেছিলেন রক্তপাতের জন্যে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি আমি? আমি শুধু বলেছি বেশি চর্বি জমে গেছে আপনার গায়ে, একটু নড়াচড়া দরকার, কিছুটা ঘাম ঝরানো দরকার।'

এমনিতেই ঘেমে তর-বেতর হয়ে গেছে মেজর। মনে করল তাকে নিয়ে মস্করা করছে দো বাখনি। রেগে কাঁই হয়ে গেল সে।

'কী বলছেন আপনি এসব! টিটকারী মারছেন আমাকে?'

'শান্ত হয়ে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল দো বাখনি। 'আমাদেরকে যে-কোনও মুহূর্তে যুদ্ধে নামতে হতে পারে। অনভ্যাসে মরচে ধরে যায় শরীরে। আপনার না হলেও আমার তা ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার এইটুকুই।' আবার এগিয়ে দিল সে কাঠের বলটা।

কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে হাত বাড়িয়ে নিল ওটা মেজর, তারপর লাগিয়ে নিল তলোয়ারের আগায়।

'বুঝলাম!' এতক্ষণে বোধোদয় হলো মেজরের। 'প্র্যাকটিসের জন্যে নিয়ে এসেছেন আমাকে। তা একথা আগে বললেই তো হতো।'

পোশাক খুলে রাখতে রাখতে বলল দো বাখনি, 'বলছি তো! প্রথম থেকেই তো এই একই কথা বলছি।'

খুশি মনে ফ্রেঞ্চম্যানের দেখাদেখি নিজের পোশাক খুলল মেজর। তলোয়ারবাজ হিসেবে নাম ছিল ওর আর্মিতে। রেজিমেন্টের কেউ কোনদিন পারেনি ওর সঙ্গে। আজ মওকা পাওয়া গেছে, এই লোকটাকে একহাত খেল্ দেখিয়ে দেবে সে, বুঝিয়ে দেবে, হেলাফেলা করার লোক মেজর বার্থোলোমিউ স্যান্ডস নয়।

মুখোমুখি দাঁড়াল দুজন তলোয়ার নিয়ে। খেল্ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। কিন্তু প্রতিটা আক্রমণ অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল ফ্রেঞ্চম্যান, ওর প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারল না মেজর। অথচ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। কিন্তু আক্রমণে না গিয়ে কেবল আত্মরক্ষা করছে বলে মেজরের মনে হলো কাবু হয়ে গেছে লোকটা, তার আক্রমণের জবাব দেয়ার ক্ষমতা নেই।

'আরও দ্রুত, মেজর। আরও জোরে হাত চালান, প্লীজ। আপনাকে ঠেকাতে আমার তো কিছুই করতে হচ্ছে না।'

টিটকারী দেয়া হচ্ছে মনে করে তুমুল আক্রমণ করল মেজর, কিন্তু কিছুতেই দো বাখনির প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পারল না। লোকটার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি যেমন সাবলীল, তেমনি দ্রুত। কিছুতেই তাকে কাবু করতে না পেরে আধঘণ্টা পর তলোয়ার নামাল মেজর। ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে। ভুরুর ওপর থেকে ঘাম ঝরিয়ে দো বাখনির দিকে তাকাল সে। ব্যাপার কি! লোকটা মানুষ না পিশাচ? এতো লাফ-ঝাঁপ হলো, ঘাম তো নেই-ই, স্বাভাবিক শ্বাস পড়ছে ব্যাটার!

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'বুঝতে পারছেন, ব্যায়াম আপনার জন্যে কতখানি দরকার? ঠিকই বলেছিলাম আমি। আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা আপনার। অনভ্যাস আপনাকে একেবারে ঢিলে করে দিয়েছে।'

কথাটা মেনে নিল মেজর বিমর্ষচিত্তে। কারণ, জানে, কথাটা সত্যি। টের পেয়েছে, যখন প্র্যাকটিস ছিল তখনও এই লোকটার প্রতিরক্ষা ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। টের পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার।

মেজর দম ফিরে পেতেই আবার শুরু করল ওরা। এবার দো বাখনির রণকৌশল সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মেজরের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করেছে এখন দো বাখনি। লাফিয়ে সরে যেতে হচ্ছে মেজরকে আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে।

হেসে উঠল দো বাখনি। 'পালিয়ে বাঁচবেন কি করে? কাছে আসুন, মেজর। কনুইটা শরীরের কাছাকাছি রাখুন।' আক্রমণে গেল ফ্রেঞ্চম্যান। মেজরের চেষ্টা বিফল করে দিয়ে ওর তলোয়ার স্পর্শ করল তার পাকস্থলী।

একই সাবলীল ভঙ্গিতে পরপর কয়েকবার স্পর্শ করল দো বাখনি মেজরকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। মেজরকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে ওর বুক স্পর্শ করল দো বাখনির তলোয়ার।

'ব্যস!' বলল সে। কিছুটা দ্রুত হয়েছে দো বাখনির শ্বাস-প্রশ্বাস। 'একদিনের জন্যে যথেষ্ট, কি বলেন? আমার শরীরে জং ধরে গেছে, তবে যতটা ভেবেছিলাম ততটা নয়। কিন্তু যতটা প্রয়োজন পড়তে পারে তার ধারে কাছেও না। কাল আবার আমরা লড়ব, কেমন? আমাদের দুজনেরই প্র্যাকটিস দরকার। বিশেষ করে আপনার অবস্থা যা দেখলাম, সাধারণ একজন যোদ্ধার সঙ্গেও পারবেন না।'

জবাব না দিয়ে বালির ওপর বসে পড়ল মেজর, হাঁপাচ্ছে। কিছুই তার বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু চাপা রাগে কাঁপছে তার বুকের ভিতরটা। বাকি কাপড় যা ছিল সৈকতে খুলে রেখে সাগরে ঝাঁপ দিল দো বাখনি। বেশ অনেকটা জায়গা সাঁতার কেটে ফিরে এল তীরে।

দুপুরে তাঁবুতে ফিরল ওরা খাওয়ার জন্যে। তেমন কোনও কথাবার্তা হলো না, দো বাখনির ব্যবহারে মাতব্বরির আভাস নেই, কাউকে ছোট করার চেষ্টা নেই, তারপরেও বুকের ভিতরটা পুড়তে থাকল মেজরের। নিজেকে মস্ত এক তলোয়ার-যোদ্ধা মনে করত সে এতদিন, এখন দেখতে পেল এতদিন যা শিখেছে সে-বিদ্যা দো বাখনির ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু ঠিক সেজন্যেই যে ওর এতটা খারাপ লাগছে তা নয়। ওর মনে হচ্ছে, নিজের পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে লোকটা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে,

ভদ্র আচরণ না করলে কি ঘটবে তার কপালে। ফলে ওর বিরুদ্ধে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, খুনে, দস্যুর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে থাকল সে মনে মনে।

কিন্তু পরপর তিনদিন যখন তলোয়ার চর্চার জন্যে ডাকল তাকে মশিয়ে দো বাখনি, ভাল খেললে প্রশংসা করল, আক্রমণের গতি কমে গেলে সমালোচনা করল, তখন সে বুঝতে পারল সত্যিই সামনে বিপদ আশঙ্কা করছে লোকটা, এবং কেবল নিজেরই নয়, তার পারদর্শিতারও উন্নতি চায়। ফলে দো বাখনির কাছ থেকে কিছু কিছু কৌশল রপ্ত করে নিতে আর আত্মসম্মানে বাধল না তার। অবশ্য এর ফলে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব কমল না একরত্তিও।

মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে প্রিসিলার বন্ধুত্বপূর্ণ মাখামাখিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না মেজর। যে মেয়েটি আজ বাদে কাল তার স্ত্রী হতে চলেছে, সে যে কেন এই ফরাসী দস্যুটাকে ঘৃণা করতে পারছে না তা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। না, ঈর্ষা নয়। প্রিসিলা এবং দো বাখনির মত একজন বাজে লোকের সামাজিক অবস্থানে এতই দূরত্ব যে মেজর জানে ওদের দুজনের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক হতেই পারে না। ঈর্ষা নয়, বিরক্তি বোধ করে মেজর দো বাখনির প্রতি প্রিসিলার নরম আচরণে।

গভীর ঘুমের কারণে টের পায় না, কিন্তু মেজর যদি জানত ইদানীং প্রায় প্রত্যেক রাতেই ভারী কম্বলের পর্দা তুলে তার রক্ষাকর্তার সঙ্গে বসে গল্প করে প্রিসিলা, তাহলে কি ঘটত বলা যায় না। গল্পের বিষয়বস্তু শুনলে অবশ্য পাথর নেমে যেত ওর বুকের ওপর থেকে। কারণ, একটি আপত্তিকর শব্দও উচ্চারিত হয় না কোনও তরফ থেকেই। বেশির ভাগ কথা হয় দিনের ছোটখাট ঘটনা নিয়ে।

চোদ্দ দিনের মাথায় অবশ্য বেশ বড়সড় ঘটনাই ঘটে গেল মালদিতায়। পাশা খেলতে গিয়ে ছুরি মেরে বসল একজন আরেকজনকে। এই নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে রীতিমত যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

লীচ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমে কিলঘুসি মেরে দাঙ্গা থামাবার

চেষ্টা করল। উভয়পক্ষের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে বিচার করে খুনীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারত লীচ, কিন্তু সরাসরি মানা করে দিল সে, কারও কোন কথা সে শুনবে না। 'না। এখন নিজেদের মধ্যে এসব ঝগড়া-ফ্যাসাদ আমি বরদাস্ত করব না। তোমাদের গোস্যা আর ছুরি দুটোই এখন স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে জমা করে রাখো। এ নিয়ে এখন আর কোন কথা শুনতে চাই না আমি।'

আসলে যে-কোন একপক্ষে রায় দিলে অপরপক্ষের কাছে সে অপ্রিয় হয়ে যাবে, এই ভয়ে বিচার এড়াতে চেয়েছে সে। কিন্তু বেপরোয়া খুনীর দল তা মানতে চাইবে কেন? হৈ-হল্লা বেধে গেল। কখন কোন ফাঁকে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দো বাখনি টের পায়নি লীচ। দেখল সবাইকে ঠেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সে। ওর বক্তব্য শোনার জন্যে থেমে গেল গোলমাল।

'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, খুব সহজেই তো এর একটা মীমাংসা করে দিতে পার, টম।'

'তাই নাকি! কিভাবে শুনি?' মোটেও খুশি হতে পারেনি সে দো বাখনিকে উপযাচক হয়ে কথা বলতে দেখে।

'এর একমাত্র উপযুক্ত বিচারক হতে পারে যারা ঝগড়া ও খুনটা নিজ চোখে দেখেছে।'

তারস্বরে চেঁচিয়ে সবাই সমর্থন জানাল ওকে। চিৎকার থামলে আবার বলল ও, 'এখানেই আছে ওরা, অন্তত এককুড়ি লোক হবে। আর কেউ এর মধ্যে নাক গলাতে পারবে না। ওদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও খুনীকে ফাঁসীতে লটকাবে, না কি বেকসুর খালাস দেবে। বাকি সবাইকে জিজ্ঞেস করো বিচারকদের রায় বিনাবাক্যে মেনে নেবে কিনা। তাহলেই তো হয়ে যায়।'

কথাটা লীচের বেশ পছন্দ হলো। এইভাবে নিজে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থেকে বাঁচা সম্ভব। সবাই একবাক্যে জানাল বেশিরভাগ বিচারক যা বলবে, বিনা ওজর আপত্তিতে তা মেনে নেবে।

খুনীর বিরুদ্ধে হাত উঠল বেশি। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো তাকে। ব্যস, মামলা খতম, শান্তি

ফিরে এল জলদস্যুদের ক্যাম্পে।

গল্পটা শুনে অবাক হয়ে গেল প্রিসিলা। 'খুনীর পক্ষের লোকেরা এত সহজে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?'

'আসলে জীবন ওদের কাছে খুবই সস্তা। ওর জীবন রক্ষার জন্যে ওরা অস্ত্র ধরতে যাচ্ছিল না। দ্বন্দ্বটা ছিল নিয়ম-নীতির। ভোটাভুটি সবাই বোঝে। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মেনে নিতে বাধ্য ওরা, যেহেতু কথা দিয়েছে।'

এর পর প্রিসিলার প্রশ্নের জবাবে আইন অমান্যকারী একজন দস্যু কেন চুক্তি, শর্ত বা নেহায়েত কথা রাখার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি থাকে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে দো বাখনিকে। নিজের জীবনের নানান ঘটনা এসে পড়েছে কথায় কথায়। মেয়েটির আন্তরিক আগ্রহ টের পেয়ে সে-ও থামতে পারেনি, গড়গড় করে বলে গেছে নিজের বিচিত্র জীবনের অনেক অনেক ঘটনা।

একরাতে, যতদূর সম্ভব মালদিতার সপ্তদশ রাত সেটা, সরাসরি প্রশ্ন করল মেয়েটা ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। এই ভয়ঙ্কর যাযাবর জীবনেই কি থেকে যাবে ও চিরকাল?

'আর না! ধরে নিতে পারেন এ-পাট আমি চুকিয়েই দিয়েছি। এখন যে কাজটা হাতে নিয়েছি, এটাই আমার শেষ কাজ। দেশের স্মৃতি টানছে আমাকে। মরগানকেও বলেছি, ফিরে যাব। এখন সাগর ছেড়ে, এমন কি আমার পেশা, ধর্ম সব ছেড়ে, মধুর স্বপ্ন আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আমার শৈশব-কৈশোরের মাটিতে জলপাই-আঙুরের বাগানে ফিরে যেতে চাই আমি, তুলনের মিষ্টি উচ্চারণ কানে শুনে ধন্য হতে চাই।' কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা বুঁজে এল মশিয়ে দো বাখনির।

'বুঝতে পারছি,' বলল প্রিসিলা নরম গলায়। 'কিন্তু পেশা-ধর্ম পাল্টাতেও রাজি ··· দেশের টান খুবই প্রবল মনে হচ্ছে!'

একটু চুপ করে থেকে কথাটা নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখল দো বাখনি, তারপর চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল।

'শুনতে লাগছে যেন উলঙ্গ এক লোক তার কোট পাল্টাতে চায়! পিছনে যে-সব কীর্তি রেখে এসেছি, যেন ইচ্ছে করলেই মুছে ফেলতে

পারি। পারি না বলেই বোধহয় ইচ্ছেটা এত প্রবল ভাবে নাড়া দেয় মনে।'

এই প্রথম টের পেল প্রিসিলা, অতীতকে মুছে ফেলার ইচ্ছে রয়েছে মানুষটার অন্তরে। এতদিন মনে হতো, জলদস্যুতাকে খারাপ চোখে দেখে তো না-ই, বরং এজন্যে লজ্জার পরিবর্তে গর্ব অনুভব করে লোকটা।

'আপনি এখনও তরুণ,' অনেকটা আপন মনেই বলল ও। 'নতুন করে গড়ার সময় পেরিয়ে যায়নি।'

'কিন্তু কোন্ মালমশলা দিয়ে গড়ব আমি নতুন জীবন? এ পর্যন্ত কী সঞ্চয় আমার? সবাই তো অতীত থেকে মালমশলা নিয়েই গড়ে তাদের ভবিষ্যৎ – কী আমার অতীত?'

'কথাটা পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। ভাল পথে এগোতে চাইলে চলার পথেই পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় সবকিছু। নিজেকে গুছিয়ে নিতে সেসবই হয়তো আপনার জন্যে যথেষ্ট হবে। ধরুন বিয়ে করে একটা পরিবার–'

'বিয়ে? আমি?'

'কেন নয়?'

'কৈশোর আর তারুণ্যে আমার মধ্যে যেটুকু কোমলতা ছিল, যেটুকু সৌন্দর্যবোধ আর প্রাণচাঞ্চল্য ছিল, আপনার কি মনে হয় তার সবটা খুইয়ে বসেছি এই বন্য জীবন যাপন করে? হারিয়ে ফেলেছি নিজের বাস্তব অবস্থান জ্ঞানও?'

'বরং উল্টোটাই মনে হয়।'

'কি করে বুঝছেন সেটা?'

'অন্তর থেকে বুঝতে পারছি। আপনাকে জানি আমি। এই কয়েক সপ্তাহে কিছুটা তো নিশ্চয়ই চিনেছি আপনাকে। কিন্তু আমার প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের কি সম্পর্ক?'

'এই। আমার সন্তানদের মা আমি পাব কোথায়?'

'বুঝলাম না আপনার কথা। যাকে পছন্দ হয় তাকেই তো বিয়ে করতে পারবেন আপনি।'

'পারব না। আপনার ভুলটা এখানেই। আমার ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে। আমার অতীত সেটা লিখে ফেলেছে স্পষ্টাক্ষরে। আমি তো আর মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কারও কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারব না। আমার গায়ে ছাপ আছে: আমি খুন করেছি, ডাকাতি করেছি, উচ্চারণ করা যায় না এমন সব কাজ করেছি। এসব করে প্রচুর টাকাও করেছি। জামাইকায় এবং আরও অনেক জায়গায় জমিজমা আছে আমার, খেত-খামার আছে। টাকার অভাব নেই। কিন্তু নীতিহীন, হৃদয়হীন, বিবেকহীন না হলে কি কোনও নারীর পক্ষে আমার রোজগারের টাকা স্পর্শ করা সম্ভব? যদি কারও পক্ষে সম্ভব হয়, আমিই কি আমার সন্তানের মা হিসেবে তাকে পছন্দ করতে পারব? আমি খারাপ হয়ে গেছি, কিন্তু অতটা তো এখনও হইনি। আমি বুঝে গেছি, যেমন মেয়ে আমার পছন্দ, তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সামান্য হলেও এখনও কিছুটা সততা আছে আমার মধ্যে। এটুকু নষ্ট হয়ে গেলে আর কোনও অবলম্বন, বা আত্মসম্মান বলতে কিছু থাকবে না আমার। না, প্রিসিলা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের স্বপ্ন আমি দেখি না।'

সদা হাসিখুশি মানুষটা এতই গভীর হতাশা, এতই অতল বিষাদের সঙ্গে বলল কথাগুলো যে বুকের ভিতরটা কেমন যেন নড়ে উঠল প্রিসিলার। পরিস্থিতির শিকার, দুখী লোকটার জন্যে পুড়ছে ওর অন্তর। একেবারে নীরব হয়ে গেল মেয়েটা। চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ, তারপর টুপ করে একফোঁটা জল পড়ল দো বাখনির হাঁটুর উপর রাখা বাম হাতের ওপর।

চমকে উঠল দো বাখনি। ঝট্ করে চাইল মেয়েটার মুখের দিকে। 'প্রিসিলা! আপনি কাঁদছেন?' গলাটা কেঁপে গেল দো বাখনির।

উঠে পড়ল প্রিসিলা। 'চলি,' বলেই তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিল ও। হারিয়ে গেল ভারী পর্দার আড়ালে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল দো বাখনি, 'ধন্যবাদ আপনাকে। একজন বেপথু লোকের কবরে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন বলে।' চুমু খেল ও সেই ফোঁটার উপর।

অনেক, অনেকক্ষণ পর তারার মোলায়েম আলোয় ভর দিয়ে ঘুম নেমে এল দুর্ধর্ষ ফরাসী দস্যুর চোখে। সকালে উঠে অনুভব করল, মনের গ্লানি অনেকটা ধুয়ে মুছে গেছে সহানুভূতিশীল এক রমণীর চোখের জলে।

১৪
টম লীচের প্রেম

একদিন সকালে নাস্তা খেতে বসে দো বাখনির কাছে নালিশ করল প্রিসিলা, গত দু-তিনদিন যাবৎ নাস্তা তৈরির সময় পিয়েখকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যে যায়, কি করে, কোনও সদুত্তর দিতে পারে না।

'হয়তো মিষ্টি আলু খুঁজতে যায়,' সহজ গলায় বলল দো বাখনি।

'তাই যদি হয়, তাহলে ফিরে যখন আসে, একটা আলুও তো দেখি না তার হাতে!'

'মনে হয় কাছে পিঠে পাওয়া যাচ্ছে না আর ওগুলো। ঠিক আছে, আমি বকে দেব ওকে।'

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না প্রিসিলা, বরং দো-আঁশলা লোকটার কর্তব্যে অবহেলার ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দেয়ায় রেগেই গেল দো বাখনির ওপর।

খানিক পরেই মেজরকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল দো বাখনি তাদের গোপন তলোয়ার-চর্চায়।

ঠিক সেই সময়েই পায়চারি করছিল ক্যাপটেন লীচ বেলাভূমিতে। কাজ শেষ হচ্ছে না বলে ছটফট করছে লোকটা। জাহাজের তলায় আলকাতরা লাগানো মাত্র শেষ হয়েছে, গ্রীজ লাগানো এখনও বাকি।

চার-পাঁচ দিনের আগে আর পানিতে নামানো যাচ্ছে না ব্ল্যাক সোয়ানকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওর, একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে দুজন লোক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। আগেও একদিন দেখেছে সে ওদের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে। থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল সে: কোথায় যায় ওরা সাত সকালে? একটু পরেই আরও অবাক হয়ে দেখল সে, সবুজ পোশাক পরা প্রিসিলা হ্যারাডিন বেরিয়ে আসছে কেবিন থেকে। কী অপূর্ব চেহারা, কী গড়ন, আর কী তার চলার ভঙ্গি! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লীচ মেয়েটার দিকে। ডানদিকে ঘুরে গেল প্রিসিলা। আরে! এদিকে কোথায় যায়? ওর ভাই আর স্বামী যেদিকে গেল সেদিকে না; এ চলেছে আর কোথাও–যেন বিশেষ কাজ আছে এমনি ভঙ্গিতে। উঁচু পাড় ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল মেয়েটা।

মেয়েটা কোথায় যায় দেখা দরকার তো, ভাবল লীচ। চার অনুচর ওকে বাধা দেয়ার পর থেকে হৃদয়টা পুড়ছে ওর। যত দিন যাচ্ছে ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সে। কবে স্প্যানিশ ফ্লীট লুঠ হবে, আর কবে ওর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দূর হবে! অপেক্ষা করতে করতে আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না ওর। ছট্‌ফট্‌ করছে মনটা। হঠাৎ হঠাৎ ইচ্ছে হয় দৌড়ে চলে যায় দূরের ওই কেবিনটায়।

সংযম তার চরিত্রে নেই। চিরকাল সে যখন যা খুশি করেছে, যা মনে ধরেছে তাই নিয়েছে – প্রয়োজনে জোর খাটিয়েছে, খুনোখুনি করে দখল করে নিয়েছে। নিয়ম, শাসন, শৃঙ্খলার ধার কোনদিন ধারেনি। হাতের মুঠোয় যা আছে সেটা তক্ষুণি ভোগ না করে বড় লাভের আশায় ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা, অপেক্ষা করা – এসব ওর জন্যে নরক যন্ত্রণা। গায়ে-গতরে যতই বড় হয়ে উঠুক, ভাবাবেগের দিক থেকে ও রয়ে গেছে ঠিক বারো বছরের একটা বখে যাওয়া, বেপরোয়া, অসংযমী কিশোরের সমান।

কাজেই হঠাৎ করে মেয়েটার পিছু নেয়ার সিদ্ধান্তটাকে কেবলই কৌতূহল বলা যাবে না, সন্দেহ নেই, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির তাড়নাও ইন্ধন যুগিয়েছে ওকে।

লম্বা পা ফেলে কোনাকুনি এগোল সে বালির উপর দিয়ে। যে পাম গাছগুলোর পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়েছে প্রিসিলা, ঠিক সেই জায়গায় এসে থামল সে। তারপর শিকারী হাউন্ডের মতই ওর ট্রেইল ধরে এগিয়ে উঁচু জমিতে উঠে এল। এখানে শক্ত মাটিতে পৌঁছে হারিয়ে গেছে পায়ের ছাপ। কোথাও কোনও চিহ্ন নেই মেয়েটার। চারপাশে চেয়ে একটা দিকে মনে হলো পায়ের দাগের সামান্য আভাস পাওয়া যায়, সেইদিকেই এগোল লীচ। কিন্তু পাহাড়ের কিনারায় এসে দেখল ভুল পথে এসেছে। খাড়া নেমে গেছে খাদ, এদিকে আসেনি ও। চারদিকে তাকিয়ে টলটলে পানির একটা পুকুর দেখতে পেল ও, পানিটা এতই পরিষ্কার যে এতদূর থেকেও দেখতে পেল সে, গভীর পানিতে সাঁতার কাটছে কয়েকটা বড়সড় মাছ।

ওদিক থেকে ফিরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোল সে। কিছুদূর এগিয়ে একটা ঢালু মত জায়গায় আবার ঘাস মাড়ানোর চিহ্ন দেখতে পেল। সেই পথে বেশ কিছুটা নেমে আসতেই ঝপাং করে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার আওয়াজ এলো কানে। কোমর থেকে বাঁকা হয়ে সামনে ঝুঁকে এগোল সে কয়েক পা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলল। পানিতে ঢেউ দেখে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা – মেয়েটা নাইতে নেমেছে। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল সে সাঁতার কাটছে দুধ-সাদা রঙের এক জলপরী। ঝোপের আড়ালে লুকাল লীচ যাতে চোখে পড়ে না যায়। আড়াল থেকে যা দেখল, ওর মনে হলো জীবনে দ্বিতীয়বার আর এ-দৃশ্য দেখতে পাবে না কোনদিন।

মেয়েটি ওপার থেকে সাঁতার কেটে ফিরে ক্যানোপি ঝোপের আড়াল হতেই উঠে দাঁড়াল লীচ। হাসি গিয়ে ঠেকেছে দুই কানে। এত দিনে এসেছে সুযোগ!

এই মুহূর্তে ভুলে গেল সে দো বাখনি, স্প্যানিশ ফ্লীট, ওর সহচর আর অনুচরদের কথা। প্লেট ফ্লীট হাতছাড়া হয়ে গেলে সে কি জবাবদিহি করবে নিজের লোকেদের কাছে, সে-চিন্তা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে গেছে কোথায়! এখন ওর একমাত্র চিন্তা: পাহাড় বেয়ে সড়সড় করে নেমে যাবে, না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে জঙ্গলের আড়ালে? ওর

মনে হলো, ওকে উঠে তো আসতে হবেই, কাজেই ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আপাতত লুকিয়ে থাকাই ভাল।

মেয়েটা যখন উঠে এল, তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে লীচ; ধুড়ুপ-ধাড়ুপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, ঘেমে নেয়ে উঠেছে। কিন্তু কেবিনের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে কি দেখছে ও বামে তাকিয়ে? কয়েক পা এগিয়েই আবার থামল মেয়েটা। ওর পরিষ্কার সুরেলা গলা শুনতে পেল লীচ।

'তুমি হঠাৎ এদিকে কোত্থেকে, পিয়েখ?'

রাগের ঠেলায় দো-আঁশলা ব্যাটার উত্তরটা শুনতেই পেল না লীচ। শুধু দেখল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মেয়েটার পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল পিয়েখ।

ঠিক হিংস্র জানোয়ারের মত একটা চাপা গর্জন ছাড়ল টম লীচ। তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওদের। ক্ষোভে তিক্ত হয়ে গেছে ওর মন, নিরস্ত্র সে। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে এক কথা ছিল, কিন্তু পেশীবহুল, দীর্ঘদেহী এই লোকটার ওপর খালিহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব একটা সুবিধে হবে না, তা ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

অতএব, কিছুদূর এগিয়ে যেতে দিল সে ওদের, তারপর অনুসরণ করল। ঝট্ করে ঘাড় কাত করে পিছনে তাকাল একবার পিয়েখ, তারপর চাপা গলায় কিছু বলল প্রিসিলাকে। চলার গতি পরিবর্তন হলো না, যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে থাকল ওরা কেবিনের দিকে। অন্তরে নরক বয়ে নিয়ে পিছন পিছন চলল লীচ।

কেবিনে ঢুকে গেল প্রিসিলা, কয়েক কদম দূরে থেমে নিজের তাঁবুতে ঢুকল পিয়েখ, পরমুহূর্তে একটা খালি বালতি হাতে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল পানি ভরে আনবে বলে।

নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল ক্যাপটেন লীচ। ভাগ্যদেবী তাহলে একেবারে ত্যাগ করেনি তাকে!

পিয়েখকে কিছুদূর যাওয়ার সুযোগ দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল সে কেবিনের পর্দা তোলা খোলা দরজায়।

একহাতে চিরুনি, অপর হাতে আয়না – চুল আঁচড়াচ্ছে প্রিসিলা।

ক্যাপটেন লীচ কেবিনে ঢুকতেই চমকে তাকাল তার দিকে। দুচোখে রাজ্যের উদ্বেগ।

সবকটা ঝকঝকে দাঁত বের করে মাথা থেকে টুপি খুলল সে।

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন,' বলল লীচ প্রিসিলার উদ্দেশে।

প্রিসিলা কোনও উত্তর দেয়ার আগেই বাইরে একটু দূর থেকে মশিয়ে দো বাখনির হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। স্বস্তির চিহ্ন ফুটল প্রিসিলার মুখে, আর একটু যেন থতমত খেয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। কেবিনে এসে ঢুকল মশিয়ে দো বাখনি, সঙ্গে মেজর স্যান্ডস।

সহজ, আন্তরিক কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাল সে ক্যাপটেনকে, 'আরে, টম! কি খবর? আমাকে খুঁজছ বুঝি?'

'তোমাকে খুঁজব…?' বাজে কিছু বলে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল লীচ, নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপারে?'

'না। এই, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই। বেশ কদিন হয়ে গেল তোমাকে দেখিনি আমাদের ওদিকে।' কথা বলার একটা লাইন পেয়ে যাওয়ায় এবার গড়গড় করে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করল সে, যতটা চাইছে কাজের ততটা অগ্রগতি হচ্ছে না বলে। এখনও অন্তত চারদিনের কাজ বাকি আছে, পাঁচদিনও লাগতে পারে। জানতে চাইল, হাতে সত্যিই সময় আছে তো?

ওকে আশ্বস্ত করল দো বাখনি। ওদের রওনা হওয়ার তারিখ আসলে তেসরা জুলাই। তার আগে পাল তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং দু-চারদিন দেরি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। ওটাকে যেখানে আক্রমণ করবে বলে স্থির করেছে, সেখানে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টাও লাগবে না লীচের। আগে রওনা হয়ে গেলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

চলে গেল লীচ। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দো বাখনি। গম্ভীর মুখে ভাবছে কিছু। লীচের ব্যবহারে অদ্ভুত, অস্বস্তিকর, অশুভ কি যেন টের পেয়েছে সে। হঠাৎ প্রিসিলার দিকে ফিরল সে, 'আমরা আসার আগে কি নিয়ে কথা বলছিল ও?'

'মাত্র শুরু করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়ে এসে পড়েছেন

আপনারা। ইশ্‌শ্, কী যে ভয় পেয়েছিলাম!' বলেই হেসে উঠল। লীচ বিদায় নেয়ায় হালকা হয়ে গেছে ওর মনটা। একটু থেমে বলল, 'পিয়েখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সকালে নাস্তা তৈরির সময় পাওয়া যায় না কেন ওকে। আঁই-গুঁই করে, জবাব দেয় না।'

'ফিরেছে?' জিজ্ঞেস করল দো বাখনি, 'কোথায় ও এখন?'

'বলল তো পানি আনতে যাচ্ছে। এখুনি ফিরে আসবে।'

'পানি আনতে?' হঠাৎ ঝিলিক দেয়া আগ্রহটা নিভে গেল দো বাখনির চোখ থেকে। একটু যেন হতাশ। 'ও,' বলে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

কিছুই চোখ এড়াল না প্রিসিলার। কি যেন আছে এর মধ্যে। কিন্তু ঠিক কী তা বুঝতে পারল না। পিয়েখের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকেছে দো বাখনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরা বালতি কাঁধে নিয়ে ফিরে এল পিয়েখ।

প্রিসিলা দেখতে পেল, দ্রুতপায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল দো বাখনি, চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দেখলে?'

বালতিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পিয়েখ বলল, 'এখনও কিচ্ছু না, মশিয়ে।'

'আহ্! আস্তে!' বলেই গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল দো বাখনি। বেশ কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেল না। প্রিসিলার একবার মনে হলো, নাস্তা তৈরির সময় ফাঁকি মারছে বলে বোধহয় বকা দিচ্ছে ওকে মশিয়ে দো বাখনি, আবার হাবেভাবে ঠিক তা মনেও হচ্ছে না। হয়তো অন্য কোন প্রসঙ্গে আলাপ করছে ওরা। তারপর আবার ওর গলা শুনতে পেল প্রিসিলা। 'এখনও হাতে আছে পাঁচদিন। লীচের ধারণা তার আগে সম্ভব নয়। আবহাওয়াও ভাল।'

'একটু বেশিই ভাল মনে হচ্ছে, মশিয়ে।'

আবার কিছুক্ষণ একেবারে খাদে চলে গেল ওদের গলা, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল দো বাখনি, ধীর পায়ে এসে ঢুকল কেবিনে, চিন্তিত।

মশিয়ে দো বাখনি যদি ওকে কাজে ফাঁকি দেয়ার জন্যে বকা দিয়েও থাকে, দেখা গেল কোন ফল হয়নি তাতে। পরদিন সকালে

পোশাক পরে দরজার ভারী পর্দাটা সরিয়ে পিয়েখকে ডেকে যথারীতি পাওয়া গেল না। বদলে ওর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল দো বাখনি।

'মশিয়ে দো বাখনি,' বলল প্রিসিলা। 'আজকেও গায়েব!'

মৃদু হেসে বলল দো বাখনি, 'ওকে একটা কাজে পাঠিয়েছি, প্রিসিলা। তবে ওর বদলে আমি সাহায্য করব আজ।'

'কাজে পাঠিয়েছেন? এই দ্বীপে ওর আবার কি কাজ?'

'খোদা! কৌতূহল কাকে বলে!' হাসল সে। 'কাজে পাঠিয়েছি, এর বেশি যে আর বলতে পারছি না। আসুন, চট্ করে নাস্তা বানিয়ে ফেলি ওই ক্ষুধার্ত নেকড়ে মেজরটা ঘুম থেকে উঠে হুঙ্কার ছাড়ার আগেই।'

তক্কে-তক্কে ছিল টম লীচ, দূর থেকে খেয়াল রাখল কখন মেজর স্যান্ডসকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে দো বাখনি। ও জানে, ইদানীং রোজই ওরা কিজন্যে যেন জঙ্গলে যায়, ফেরে ঘণ্টা দুয়েক পর। কেন যায়, তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি সে। এই দ্বীপের বাইরে তো আর যায় না কোথাও, যাক না যেখানে খুশি।

কিছুই আর এসে যায় না এখন টম লীচের। গতকাল স্নানরত প্রিসিলাকে দেখার পর থেকে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে সে। কোনও যুক্তির ধার আর সে ধারবে না। গতকাল বিফল হয়ে মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে তার। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ ফিরেছে কেবল, ঘুমাতে পারেনি।

কবি কনগ্রিভ বলেছেন: জলাশয়ে নারীর প্রতিচ্ছবি বড়ই মনোরম, যে ঝাঁপ দিলে সে মরলে ডুবে।

কথাটা লীচের জানা নেই। ওর মনে হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ এখন যেমন করে হোক ওকে দখল করা। কিছুই সে কেয়ার করবে না, এমন কি এই মুহূর্তে স্প্যানিশ গোল্ডও ওর কাছে মূল্যহীন। মেয়েটাকে পেতে হলে দো বাখনিকে খুন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর।

বার্থোলোমিউ স্যান্ডসকে কখনোই গণনার মধ্যে ধরে না সে। দো বাখনিকেও ধরে না, তবে ওর কাছে স্প্যানিশ ফ্লীটের খবর আছে বলেই এতদিন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। দলের লোকের সঙ্গে এ নিয়ে বাক্-

বিতণ্ডা হবে, কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু ও যদি কারণ দেখায় দো বাখনিই ওকে আক্রমণ করেছিল, আত্মরক্ষার জন্যে ওকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, তাহলে কারও কিছু বলার থাকবে না। মুচকি হাসল সে, ব্যাপারটা সম্ভবত তাই ঘটবে।

অবশ্য ওর নিজের সোনার ভাগটাও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, বদলে আরও অনেক বড় ঐশ্বর্য পেতে চলেছে সে। একটু ধৈর্য ধরলে যে দুটো সম্পদই ওর হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারত, উওগানের সে-আশ্বাস এ-মুহূর্তে কোনও ছাপই ফেলছে না ওর মনে। ধৈর্য ধরে সুযোগের অপেক্ষা করা ওর কাছে মনে হয় ভীরুতারই নামান্তর।

অতএব, মশিয়ে দো বাখনি ও মেজর অদৃশ্য হওয়ার পরমুহূর্তেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগোল সে প্রিসিলার কেবিনের দিকে।

লীচের বাঁকা হাসি আর চোখের চাহনি দেখেই চমকে সোজা হয়ে বসল প্রিসিলা।

'আমার স্বামীকে খুঁজছেন, স্যার? উনি এখন নেই।'

হাসিটা চওড়া হলো আরও। 'আমি জানি নেই। ওকে যেতে দেখেছি আমি। কাজেই বুঝতেই পারছেন, ওকে খুঁজছি না।'

কথাটা বলে থামল লীচ, চেয়ে রইল ওর দিকে। কারও কাছে প্রেম নিবেদন করতে হলে কি বলতে হয় জানা নেই ওর। যা চায় তা চিরকাল জোর করে ছিনিয়ে নিতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু ওর মন বলছে এখানে অন্য কিছু দরকার, জোর খাটাতে গেলে ভেঙে যাবে। ভদ্র সমাজে ওরা কিভাবে যে বলে কথাগুলো যদি জানা থাকত!

হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা। লাল জামাটার ভিতরের পকেট থেকে বের করে আনল ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ। ওটার গলার বাঁধন খুলে এগিয়ে এল সে টেবিলের ধারে।

'তোমার জন্যে দেখো কি উপহার এনেছি,' বলেই ব্যাগ থেকে হাতে ঢেলে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল ও দশ-বারোটা বড় আকারের দামী মুক্তা। 'দারুণ সুন্দর, না?' চকচকে চোখে চাইল প্রিসিলার মুখের দিকে।

ওর জানা আছে, এর অর্ধেক মুক্তা পেলেও বর্তে যায় দুনিয়ার সেরা সুন্দরীরা, পা চাটতেও আপত্তি করে না আর। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল হলো উল্টো। লোভ তো দূরের কথা, প্রিসিলার চোখে দেখা দিল স্পষ্ট তিরস্কার। উঠে দাঁড়িয়েছে সে চেয়ার ছেড়ে।

'আমার স্বামী কারও উপহার নেয়াটা মোটেই ভাল চোখে দেখবেন না,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় কথাটা বলতে পারল প্রিসিলা, যদিও বুকের ভিতর ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ড ভয়ে।

ও, তাহলে এই ব্যাপার। স্বামীকে ভয় পাচ্ছে মেয়েটা।

'আরে, গুলি মারো স্বামী! খাঁটি মুক্তা এগুলো, তোমার গলায় যা মানবে না! একেবারে তোমার মতই সুন্দর!'

বরফের মত জমে গেল প্রিসিলা। কোনমতে বলল, 'আপনার মতামত আমি জানাব আমার স্বামীকে।'

'অ্যাঁ?' হাসিটা দূর হয়ে গেল ওর মুখ থেকে। এক মুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর অস্বস্তি ঢাকার জন্যে খ্যাক-খ্যাক করে হাসির মত শব্দ করল। 'বার বার স্বামী-স্বামী করছ কেন, তোমার ওই চালবাজ স্বামীটাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকা যায় না?'

কড়া কথা এসে যাচ্ছিল মুখে, সামলে নিল প্রিসিলা। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে লোকটাকে। আতঙ্কিত হলে চলবে না। শরীরের কাঁপন আড়াল করবার জন্যে বসে পড়ল সে আবার।

এবার সরাসরি কাজের কথায় চলে এল লীচ। 'আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, সেন্টরে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেই দিন থেকেই ঘুম হারাম হয়ে গেছে আমার। তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমি, সুন্দরী। এতদিন চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পেরেছি, তোমাকে না পেলে আমার জীবনই বৃথা।'

'এসব কী বলছেন আপনি!' রেগে ওঠার চেষ্টা করল প্রিসিলা।

'সত্যি কথাই বলছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তোমার জন্যে করতে পারি না এমন কাজ নেই।'

'কথাটা সত্যি? যা বলব তাই করবেন?' একটু যেন আশার আলো

দেখতে পেল প্রিসিলা।

'বলেই দেখো না। দেখো, সত্যি করি কি না!'

'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার মুক্তোগুলো নিয়ে দয়া করে চলে যান, স্যার।'

আবার হতভম্ব হয়ে গেল লীচ কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর রাগে লাল হয়ে উঠল তার মুখটা। শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

'এসব কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আমাকে তাড়াতে পারবে না, মেয়ে। আমি টম লীচ। ভিক্ষা যদি না পাই, কেড়ে নেব। যখন যা চেয়েছি তাই আদায় করে নিয়েছি আমি, দুনিয়ার কেউ আজ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি আমাকে।'

একেবারে গায়ের কাছে চলে এসেছে লোকটা। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল প্রিসিলা, কিন্তু ওকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল সে আবার। চেপে ধরে আছে ওর কাঁধ।

'ছাড়ুন আমাকে!' ধমক দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরোল শুধু। জিভ শুকিয়ে কাঠ। গায়ের ওপর থেকে লোকটার হাত সরাবার চেষ্টা করে দেখল সম্ভব নয়। তীক্ষ্ণ এক চিল-চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। বলল, 'ছাড়ো আমাকে, জানোয়ার কোথাকার!'

খিক-খিক করে হাসল লীচ। 'ঠিক ধরেছ, সুন্দরী। আমি এখন ঠিক তাই। জানোয়ার। তোর মত বহুত কুত্তিকে আমি বশ করেছি! শেষ পর্যন্ত আমার পা চাটতে বাধ্য হয়েছে তারা। যত খুশি চিৎকার কর্ – আশে পাশে দুই মাইলের মধ্যে কেউ নেই।' একটানে ওকে নিজের বুকের উপর নিয়ে এল লোকটা।

'খোদা! বাঁচাও আমাকে, খোদা!' অন্তর থেকে ডাকল প্রিসিলা ঈশ্বরকে। প্রত্যুত্তরও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

খোলা দরজায় একটা ছায়া পড়ল, পরমুহূর্তে কেবিনে ঢুকল দীর্ঘদেহী মশিয়ে দো বাখনি।

আজকেই কেন যেন তলোয়ার চর্চার সেই ছোট্ট সৈকতে যাবার পথে হঠাৎ দো বাখনির মনে হলো ডাঙায় তোলা জাহাজটার হাল

নিজের চোখে একবার দেখা দরকার। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল, এমনি সময় চোখ পড়ল বহুদূরে লাল জামা পরা ক্যাপটেন লীচের উপর – দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে লোকটা প্রিসিলার কেবিনের দিকে, তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

মনে হলো, ফিরে যাওয়া দরকার। যদিও খারাপ কিছু ঘটতে পারে তা ভাবেনি। হঠাৎ ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে নিজেদের ক্যাম্পের দিকে। পিছন পিছন চলেছে মেজর, কিছুই চোখে পড়েনি তার, তাই বার বার জিজ্ঞেস করছে দো বাখনির মত পরিবর্তনের কারণ। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েই চলার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি, এই গরমে অযথা ক্লান্ত হতে চায় না বলে পিছিয়ে পড়ল মেজর স্যান্ডস।

ক্যাপটেন লীচ টের পায়নি ওর আগমন, তাই কাঁধে থাবা পড়তেই চমকে পিছন ফিরে চাইল। পরমুহূর্তে আশ্চর্য দ্রুতগতিতে লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। ডান হাত চলে গেছে কোমরের বেল্টের কাছে।

একপা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে দো বাখনি, মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাসটুকু ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছে দুচোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টির কারণে।

'মাদাম দো বাখনিকে যদি পূজা করতে হয়, করো, আমার আপত্তি নেই,' বলল সে কঠোর গলায়। 'তবে দূর থেকে। কথাটা খেয়াল রেখো, লীচ। তাহলে তোমার নিজের জন্যেও মঙ্গল, অন্যেরাও বেঁচে যাবে অঘটন থেকে।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে বাইরের দিক নির্দেশ করল সে। ওকে বিদায় হতে বলছে।

খোলা দরজা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেজরকে দেখা গেল হাঁসফাঁস করে আসছে এদিকে। ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে সামান্য ঝুঁকে আছে লীচ। বাধা পেয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর মুখ থেকে ওই হাসি মুছে দেব আমি, জোকার কোথাকার! জানিস তুই, ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে লাগতে গেলে তার কী পরিণতি?'

'তুমিই বরং নিজের কেবিনে ফিরে ভাবো গিয়ে, কী বাঁচা বেঁচেছ; মাদাম দো বাখনির সঙ্গে বেয়াদবি করার ফলে কি হতে পারত

তোমার!' আবার বুড়ো আঙুল দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে লীচকে।

'বাপরে! অনেক বাড় বেড়েছ তুমি দেখতে পাচ্ছি! তবে আর বেড়ো না, চার্লি। তোমার চেয়েও অনেক তুখোড় লোককে পিটিয়ে লাশ করেছি আমি।'

'মনে রাখব কথাটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল দো বাখনি। 'তবে আপাতত আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার আগেই দূর হও। হয়তো শুনে থাকবে, অনেক সহ্যক্ষমতা আমার, কিন্তু সেটা অসীম নয়!'

'হুমকি দিচ্ছ? বেশ, বেশ। এতবড় বুকের পাটা! কপালে দুঃখ আছে তোমার, চার্লি!'

বেরিয়ে গেল লীচ কেবিন থেকে। বেরিয়েই হুমড়ি খেল ধ্যাড়ধেড়ে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেজর স্যান্ডসের গায়ে। রাগ ঝাড়ার সুযোগ পেয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে মেজরকে সরিয়ে দিল সে সামনে থেকে। কিন্তু ছয় কদম যেতে না যেতেই আবার থামতে হলো ওকে দো বাখনির ডাকে।

'কিছু ফেলে রেখে যাচ্ছ মনে হয়?'

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি, হাতে লীচের মুক্তাগুলো মুঠো করে ধরা। ক্যাপটেন লীচ ঘুরে দাঁড়াতেই ওর দিকে ছুঁড়ে মারল সে ওগুলো। কয়েকটা ওর গায়ে লাগল, বাকিগুলো পড়ল বালিতে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে গেল সময়, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে শুরু করল লীচ ওগুলো, এক-এক করে খুঁটিয়ে তুলছে বালি থেকে। রাগে বেড়ালের মত ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। ব্যাপারটা কতখানি হাস্যকর দেখাচ্ছে টের পেল না সে, কারণ এগুলো ওর জানের জান, একশো পিসেস অভ এইট পেলেও এর একটা বেচবে না সে।

১৫
ছেঁড়া তার

কেবিনের সামনে বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে মুক্তা খুঁজছে টম লীচ, অবাক চোখে তাই দেখছে মেজর স্যান্ডস। প্রিসিলার কাছে চলে এল মশিয়ে দো বাখনি।

মশিয়ে দো বাখনির এই রূপ কোনদিন দেখেনি প্রিসিলা। শান্ত, ঠাণ্ডা, সংযমী মানুষটাকে তার বিপদে এতখানি বিচলিত হতে দেখে যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি কৃতজ্ঞ বোধ করছে ও এখন। কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ় কণ্ঠে ডাকল লোকটা ওর নাম ধরে। প্রিসিলা লক্ষ করল অতি সামান্য হলেও কাঁপছে হাতটা। বিপদ কেটে যাওয়ায় মস্ত একটা কাঁপা শ্বাস ছেড়ে শিউরে উঠল প্রিসিলা, তারপর দো বাখনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, অপর হাতে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে। একটু সামলে নিয়ে বলল প্রিসিলা, 'আপনি না এলে কি যে হতো! খোদাকে হাজার ধন্যবাদ।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যটা ভাল আপনার। ওই কুকুরটার ভাগ্য আরও ভাল। আর একটু দেরি হয়ে গেলে ওকে খুন না করে আমার উপায় থাকত না।'

চট্ করে ওর হাত ধরল প্রিসিলা। 'আর কিছু করতে যাবেন না, তো? প্লীজ। কথা দিন।'

তিক্ত হাসি ফুটল দো বাখনির ঠোঁটে। 'জীবনে কোনদিন এতটা সংযমের প্রয়োজন হয়নি আমার। আর একটু হলেই এমন কিছু করে

বসতাম, যাতে আমাদের সবার জীবন বিপন্ন হতো। কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে নিজেকে সামলাতে। খোদা! আপনার গায়ে হাত দিয়েছে জানোয়ারটা, এটা নিজ চোখে দেখেও কী করে সহ্য করলাম!'

কথাগুলো যে ওর অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে বুঝতে অসুবিধে হলো না প্রিসিলার। মৃদু স্বরে বলল, 'কথা দিন, আমাকে একা রেখে আর কোথাও যাবেন না! অন্তত এখানে যতদিন আছি!'

'আর যাই কোথাও?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। 'এই সুযোগ আর কোনদিন পাবে না ও।' নিজের অজান্তেই একটু ঝুঁকে বুকের ওপর রাখা সোনালী মাথাটায় আলতো করে চুমো দিল দো বাখনি।

এতক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছিল মেজর, এইবার বাধা দেয়া দরকার বুঝে একলাফে চলে এল সামনে। চটে গেছে সে। এক দস্যুর বাহুপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে আরেক দস্যুর বাহুপাশে সেঁধিয়ে যাওয়া! – এটা কি রকম? লোকটা আবার চুমোও দিচ্ছে!

'এটা কি হচ্ছে, শুনি?'

মেজরের বিরক্ত কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরে এল দো বাখনি। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করল ভাবাবেগ। অসম্ভব তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে এল তৎক্ষণাৎ। মেয়েটাকে তেমনি জড়িয়ে ধরে রেখেই চাপা গলায় দাঁতের ফাঁক দিয়ে ধমক দিল মেজরকে।

'সব গুবলেট করে দেবেন নাকি আপনি গর্দভের মত! ওই যে তাকিয়ে দেখছে লোকটা, ও জানে প্রিসিলা আমার স্ত্রী। স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে, স্যার। যান এখান থেকে! আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দিন।'

শান্ত হলো মেজর। বলল, 'ভুল হয়েছে, আমি ক্ষমা চাইছি, দো বাখনি।' কিন্তু নড়তে পারল না ওখান থেকে। 'তবে ওর ভাই হিসেবে আমারও তো সান্ত্বনা দেয়া উচিত। কাজেই আমি এগিয়ে এলেও কোন ক্ষতি হয়নি।'

প্রিসিলার কেন যেন মনে হচ্ছিল দো বাখনির প্রতিটি কথা তার অন্তর থেকে আসছে, প্রতিটি শব্দ ওর মনে সুরের ঝঙ্কার তুলছিল, কিন্তু এখন অভিনয়ের কথা শুনে চট্ করে ফিরে এল বাস্তবে। ওর বাহুপাশ

থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। 'আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন, প্লীজ?'

বেরিয়ে গেল দুজন। সৈকতে পায়চারি করবে বলে এগিয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনি। পিছু নিল মেজর। অনর্গল দুষছে সে টম লীচকে জঘন্য আচরণের জন্য, প্রায়ই দো বাখনিকেও লীচের সঙ্গে একই কাতারে ফেলে ঝাল ঝাড়ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে ফরাসী লোকটা, মেজরের একটা কথাও খেয়াল করে শুনছে না। বক-বক করেই চলল লোকটা।

শেষে মেজরের একটা কথায় চটকা ভাঙল মশিয়ে দো বাখনির। বলছে, 'কিছুদিন হলো আপনার ওপর আমার আস্থা আসতে শুরু করেছে। আপনি যদি আপনার খুনে বন্ধুদের দূরে সরিয়ে রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু সে আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'সেক্ষেত্রে আমার সহানুভূতি থাকবে আপনার জন্যে!' কথাটা বলেই হঠাৎ ঘুরে আরেকদিকে হাঁটতে শুরু করল দো বাখনি।

একথার কি অর্থ জিজ্ঞেস করার জন্যে পাশ ফিরেই পিয়েখকে দেখতে পেল মেজর, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর দিকেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দো বাখনি। গজ-গজ করতে করতে পিছু পিছু চলল সে।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী সব বলছে পিয়েখ, বুঝল না মেজর। তবে পরিষ্কার দেখতে পেল, কাঁধ দুটো একটু যেন ঝুলে পড়ল দো বাখনির; চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ চুপচাপ, চেহারায় হতাশার ছাপ। আনমনে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চিমটি কাটছে ঠোঁটে।

দো বাখনির কনুইয়ের কাছে পৌঁছে শুনতে পেল মেজর কয়েকটা কথা। নিজের মনেই কথা বলছে, নাকি পিয়েখকে বলছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষায় অতি নগণ্য দখল থাকা সত্ত্বেও পরিষ্কার বুঝতে পারল সে ওর বক্তব্য।

'যাই হোক, একটা কিছু করা দরকার!'

কথাটা বলেই কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল দো বাখনি।

কিছুদূর গিয়েই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দৃঢ়পায়ে রওনা হলো জলদস্যুদের আস্তানার দিকে।

কাছাকাছি গিয়ে দো বাখনি দেখল দুজন দস্যু কচ্ছপের মাংস সেঁকছে আগুনে। ওকে দেখে বন্ধুত্বের হাসি হাসল ওরা। কিন্তু থামল না দো বাখনি, সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

কেবিনে ডিনার খেতে বসেছে তখন লীচ তার ঘনিষ্ঠ চার অনুচরের সঙ্গে। গম্ভীর, একরোখা চেহারা নিয়ে ঢুকল সেখানে দো বাখনি।

মোটামুটি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে লীচকে এখন। দো বাখনিকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখে একটু যেন ভীতির আভাস ফুটল তার চেহারায়, পরমুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল যে-কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে।

টেবিলের অপর পাশে লীচের মুখোমুখি দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি। লীচের বাম পাশে বসেছে বানড্রি আর হ্যালিওয়েল, ডান পাশে এলিস আর উওগান। সবাই প্লেট থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দো বাখনির গম্ভীর মুখের দিকে।

শীতল কণ্ঠে সরাসরি বক্তব্য রাখল দো বাখনি।

'তুমি জান কেন এসেছি আমি, ক্যাপটেন। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, লীচ: যদি প্লেট ফ্লীটের কোন মূল্য তোমার কাছে থাকে, আর তুমি যদি চাও আমি পথ দেখিয়ে তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই, এখন থেকে তোমাকে ভদ্র হয়ে চলতে হবে। আমার কোয়ার্টারে তোমার যাওয়া নিষেধ।'

'বলে কী, হারাম–' উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল লীচ, প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল দো বাখনি।

'থামো! আমার কথা শেষ হয়নি!' ওর গলার আওয়াজ আর ভাবভঙ্গি দেখে বসে পড়ল হতভম্ব লীচ। অফিসারদের দিকে ফিরল এবার দো বাখনি। 'তোমাদেরও বলে যাচ্ছি: যদি আমার মাধ্যমে প্লেট ফ্লীটের কাছে পৌঁছতে চাও, তাহলে তোমরা দেখবে ও যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে। আজ সকালে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যদি হয়, আবার যদি টম লীচ আমার কেবিনের বিশ গজের মধ্যে যায়, আমি

ধরে নেব আমাদের চুক্তি ভেস্তে গেছে, সোনা তো দূরের কথা, একটা ফুটো পয়সাও জুটবে না তোমাদের কারও কপালে। আমার যদি চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে হয়, টম লীচকে আমার স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, তোমাদেরও দেখতে হবে যেন ও কোনভাবে তাকে অসম্মান করতে না পারে।'

ঘৃণা আর বিদ্বেষে জ্বলছে ক্যাপটেনের চোখ। টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি দাঁড়ানো দো বাখনির বেপরোয়া, সাহসী চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ফ্রেঞ্চম্যানের ঔদ্ধত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছে লীচের অনুচররা। বিড় বিড় করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ভাবলেশহীন বানড্রির বিশাল কাঁধটা দো বাখনির দিকে পিছন ফিরল, সরাসরি ক্যাপটেনের দিকে চেয়ে বলল, 'তার মানে, আমাদের সাবধানবাণী উপেক্ষা করেছ তুমি, ক্যাপটেন!'

কথাটা শোনাল শীতল হুমকির মত। মুহূর্তে অনেক কিছুই বুঝে নিল মশিয়ে দো বাখনি। সবাই চেয়ে আছে ক্যাপটেনের দিকে তার উত্তর শুনবে বলে। বানড্রির এ রকম শাসানি হতভম্ব করে দিয়েছে লীচকে, কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছে না। এদের কারও সমর্থন পাবে তা কল্পনাও করেনি দো বাখনি। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে লীচের ক্ষতটা আরও একটু গভীর করবে।

'আমার বাকি কথাটুকুও বলে দিয়ে যাই, টম। মন দিয়ে শুনে নাও, চিন্তা করো, তারপর কিভাবে চলবে স্থির করো। কথাটা হচ্ছে: স্প্যানিয়ার্ডদের সোনা দখল করতে হলে আমাকে দরকার আছে, তোমাকে নেই। তোমাকে ছাড়াও, এদের যে-কোনও একজনের নেতৃত্বে সোনা দখল করা সম্ভব। কিন্তু আমাকে ছাড়া এক কদম আগে বাড়াও সম্ভব নয়। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে চাই না। যদি সামান্যতম বিচক্ষণতাও থাকে তোমার মধ্যে, তাহলে যেখান থেকে যতটুকু পার সুরুচি, ভদ্রতা, শ্লীলতা কাচিয়ে এনে নিজের আচরণে যোগ করো। আমার কথা শেষ। ঝগড়ার এখানেই পরিসমাপ্তি হতে পারে–যদি চাও, আবার তা আরও বাড়তে পারে–যদি চাও। সিদ্ধান্তটা তোমার ওপরই

ছেড়ে দিচ্ছি।'

লীচকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি আচম্বিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল মশিয়ে দো বাখনি।

উঠে দাঁড়িয়েছে লীচ, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে থর-থর করে, ওকে কথা যুগিয়ে দেয়ার জন্যে মুখ খুলল উওগান, কিন্তু বানড্রির শান্ত কণ্ঠ তীক্ষ্ণ চাবুক হানল যেন ওদের দুজনের উপর।

'চুপ করো, উওগান, বুদ্ধু কোথাকার! অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েছে, আরও কিছু যোগ করতে যেয়ো না এর সঙ্গে! আর, টম, গোস্যা ছেড়ে মাথাটা খাটাও, সবই শুনেছ তুমি, বুদ্ধি করে চলো!'

'দোজখে যাও তুমি, বানড্রি! কি ভেবেছ? ওই চালিয়াত বাঁদরের বেয়াদবি হজম করতে হবে আমাকে? তুমি কি মনে করেছ...'

'আমি মনে করছি, তোমার বোঝা উচিত, আমাদের কাছে তোমার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য ওই প্লেট ফ্লীটের!' এই প্রথম মেজাজ খারাপ করল বানড্রি, ধাঁই করে টেবিলে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

স্থির হয়ে গেল সবাই। জবান বন্ধ। তারপর নরম, ধূর্ত কণ্ঠে লীচ বলল, 'তাই নাকি, বানড্রি? তাই?' তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বানড্রির মুখোশের মত অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে, ডান হাতটা ধীর ভঙ্গিতে বেল্টের উপর দিয়ে এগোচ্ছে অস্ত্রের দিকে।

মনে হলো, মশিয়ে দো বাখনির কথাগুলোর বিষক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে, এখুনি রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাবে খাবার টেবিলে, ছিঁড়ে ফেলবে একে অন্যের কণ্ঠনালী। কিন্তু হ্যালিওয়েল সামাল দিল ঘটনাটা। চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে বিশাল দেহটা দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করল সে দুজনের মধ্যে।

'খোদার দোহাই লাগে, টম, মাথা খারাপ কোরো না তো! ফর্সা এক ছেমরির জন্যে পাগল হয়ে কি ডোবাবে তুমি সবাইকে? সোনাগুলো হাতে এসে গেলেই যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারছ তুমি, বাধা দেয়ার কেউ থাকছে না–অত অস্থির হওয়ার কি আছে বলো তো?'

শুধু বকা নয়, মোটকুর কথায় প্রতিশ্রুতির আভাস আছে। কিছুটা

সামলে নিল লীচ নিজেকে, তাকাল একে একে সবার মুখের দিকে। বানড্রির মনোভাব সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। এলিস যেভাবে ভুরু কুঁচকে দেখছে ওকে, বোঝা যাচ্ছে গোলমাল বাধলে ও-ও চলে যাবে বিপক্ষে। হ্যালিওয়েলও ওদের সঙ্গে যোগ দেবে, কোনও সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে, একমাত্র উওগানের ওপর কিছুটা ভরসা রাখা যায়, কিন্তু সে-ই বা কতক্ষণ দুর্বল পক্ষে থাকবে বলা মুশকিল।

হিসেব কষে পরাজয় দেখতে পেল ক্যাপটেন। টপগ্যাল্যান্ট চার্লি এমনই চাল দিয়েছে, ঝগড়াটা এখন সরে এসেছে লীচ আর তার অফিসারদের ভিতর। অনেক কষ্টে রাগ সামলে নিল ক্যাপটেন। বলল, 'ঠিকই বলেছ, নেড। হয়তো বোকামিই করে ফেলেছি। তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু বানড্রির কথায় রয়েছে বিষ!' কণ্ঠস্বরে অভিমান আর নালিশের ভাব আনার চেষ্টা করল সে। 'মুখের ওপর বলে দিল, তোমাদের কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি দামী ওই সোনা!' গলার স্বর বুঁজে এল ওর, যেন প্রিয় অনুচরের কাছ থেকে ব্যথা পেয়ে কান্না চাপছে।

'এভাবে বলা তোমার উচিত হয়নি, বানড্রি,' বলল উওগান। 'সত্যিই, আমার কানেও কথাটা খুব খারাপ শুনিয়েছে।'

'এতই খারাপ, যে সন্তোষজনক উত্তর চাওয়ার অধিকার আছে আমার,' বলে বানড্রির মুখোশের দিকে চাইল লীচ।

বানড্রির জানা আছে লীচ কতখানি দুর্দান্ত তলোয়ারবাজ। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত কলহে রূপ দিতে পারলে আজ ওর কি দশা করে ছাড়ত লীচ, তাও ওর জানা। কিন্তু ভয় যদি পেয়েও থাকে, তার কোন আভাস ফুটল না ওর মুখে।

'গোটা ব্যাপারটা তোমারই সৃষ্টি, ক্যাপটেন,' বলল বানড্রি। 'তবে তুমি যখন স্বীকার করছ যে কাজটা হয়তো বোকামিই হয়ে গেছে, তখন আমার আর কিছু বলার নেই, আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।'

লীচ ধরে নিল, ভয় পেয়েছে বানড্রি। যদিও জানে, ওকে আক্রমণ করলে আরেকটা বোকামি হয়ে যাবে। বলল, 'কথাটা বলা সহজ, বানড্রি। কিন্তু এটা কোনও সন্তোষজনক উত্তর হলো না। বাখনির মত

পিচ্ছিল এক পিশাচের কথার কী দাম? ও বলছে প্লেট ফ্লীটের কাছে নিয়ে যাবে আমাদের – কতটুকু ভরসা করা যায় ওর কথায়? গোপন তথ্যটা ও জানে, শুধু এজন্যেই চড় খেয়েও আরেক গাল পেতে দিতে হবে আমাদের? দুই পায়ের ফাঁকে লেজ দাবিয়ে রাখতে হবে, ও যতই বেয়াদবি করুক না কেন? টম লীচের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তোমাদের জেনে রাখা দরকার, যতক্ষণ পর্যন্ত ও ভদ্রতা বজায় রাখবে, আমি শান্তি ভঙ্গ করব না। কিন্তু তার বেশি কিছু না। প্লেট ফ্লীট দখল হোক বা না হোক পরোয়া করি না আমি। কারও কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, সবার জানা হয়ে যাক কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'এ তো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা,' সমর্থন দিল উওগান।

এলিস আর হ্যালিওয়েল মুখে কিছু না বললেও ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল লীচের সঙ্গে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। বানড্রি বুঝতে পারল এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শত্রুতার সৃষ্টি হবে ক্যাপটেন লীচের সঙ্গে, তাই ফণা নামিয়ে ফেলল সে। বলল, 'এর বেশি কিছু কেউ আশা করছে না, ক্যাপটেন। তবে মনে রেখো, এটুকু অন্তত আশা করব আমরা তোমার কাছে।'

'বেশ। আমার কথা আমি রক্ষা করব।'

এইভাবে শান্তি ফিরে এলে আবার খাওয়ায় মন দিল ওরা।

১৬
প্রলোভন

সেই রাতে তারা জ্বলা আকাশের নিচে প্রিসিলার জন্যে মিছেই অপেক্ষা করল মশিয়ে দো বাখনি, কিন্তু পর্দা তুলে পাশে এসে বসল না কেউ।

অনেক কথা বলার ছিল ওর, অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার ছিল; কিন্তু মনে হলো মেয়েটির তরফ থেকে কোন ব্যাখ্যা শোনার কোন আগ্রহই নেই। রাত বেড়ে চলল, কিন্তু যেমন ছিল তেমনি থাকল পর্দা।

বহুক্ষণ অপেক্ষার পর অনেক ভেবে বুঝতে পারল মশিয়ে দো বাখনি, কোনভাবে মেয়েটার মনে আঘাত দিয়েছে সে; হয়তো ওর বাহুপাশে যখন ধরা দিয়েছিল প্রিসিলা ওর তরফ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তাই এই আচরণ। আজকের অনুপস্থিতি অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যাপার নয়। এটা বোঝার পর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভব করল ফ্রেঞ্চম্যান। আস্তে করে ডাক দিল সে ওকে নাম ধরে।

তৃতীয়বার ডাকার পর নড়ে উঠল পর্দাটা। দো বাখনি বুঝল, জেগেই ছিল ও, ইচ্ছে করেই সাড়া দেয়নি এতক্ষণ।

'ডাকছেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'কিছু হয়েছে?'

'ঠিক এই কথাটাই জানার জন্যে ডেকেছি। কিছু হয়েছে? বসবেন না আপনি আজ?'

'কিছু বলবেন?'

হাসল দো বাখনি। 'কত কথাই তো বলছি রোজ! আজ কিন্তু বিশেষ কিছু ছিল।'

বসল প্রিসিলা। পাশে বসে দো বাখনি বলল, 'আজ এলেন না, আমি না ডাকলে আসতেনও না। সত্যি করে বলুন তো, কেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমার ওপর?'

'অসন্তুষ্ট? আমি? কি করে তা সম্ভব?' বলল বটে, কিন্তু গলার স্বরের আড়ষ্টতা ধরা পড়ল দো বাখনির কানে। কিছু আড়াল করছে মেয়েটা।

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিছু একটা ঘটেছে যেজন্যে আপনি রেগে গেছেন আমার ওপর। খুব সম্ভব আমাকে ভুল বুঝেছেন আপনি। আজ আমার আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার প্রতি...'

'কৈফিয়ৎ দেয়ার কোনও দরকার নেই, মশিয়ে,' বাধা দিয়ে বলল

প্রিসিলা। 'আপনাকে ভুল বোঝার প্রশ্নই ওঠে না। মেজর স্যান্ডসকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শুনেছি আমি - লীচকে দেখানোর জন্যে কৌতুকাভিনয় করছিলেন আপনি। আমি বুঝতে পেরেছি, এর প্রয়োজন ছিল।'

কথাগুলো মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, যেন এসব কারও মনের কথা নয়।

'তাহলে আপনি এটাকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই। চমৎকার অভিনয় করেন আপনি, মশিয়ে দো বাখনি।'

'অ্যাঁ?'

'এতই ভাল যে, কিছুক্ষণের জন্যে আমি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম আপনার রাগ, আমার জন্য দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ একটুও নকল নয় - বুঝি সত্যি।'

'বিশ্বাস করুন, ওতে কোনও খাদ ছিল না,' প্রতিবাদ করল দো বাখনি। 'খোদার কসম, এক বিন্দুও না।'

'তবে আমি বোকার মত যতটা ধরে নিয়েছিলাম, তার ধারে কাছেও না। এই তো?'

কথার ফাঁদে জড়িয়ে গেল সুন্দর মনের দুর্ধর্ষ মানুষটা। মিথ্যে অভিযোগ শুনে চটে গিয়ে বলল, 'কতটা বিচলিত হয়েছিলাম বলে আপনি ধরে নিয়েছিলেন আমি জানি না, তবে এটুকু জানি আসলের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি আপনার ধারণা! কোনদিন পারবে না।'

'তারপরেও আপনি কৌতুকাভিনয় করলেন লোক দেখানোর জন্যে।'

'আহ্, মন দিউ!' মাতৃভাষায় বলে উঠল দো বাখনি। হৃদয়ের গভীরে নাড়া পড়লে দেশী ভাষা বেরিয়ে যায় ওর মুখ দিয়ে। 'আপনি কি বলতে চান...' চট্ করে থেমে গেল সে। বলে ফেলতে যাচ্ছিল: হায়, খোদা! আপনি কি বলতে চান আমার আদরটা লোক দেখানো ছিল বলে রেগে গেছেন?

'কি বলতে যাচ্ছিলেন?' ওকে চুপ হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'উচ্চারণ করা যায় না, এমন কিছু।'

গলার স্বর কিছুটা নরম হলো প্রিসিলার। 'আপনি যদি কথাটা বলে ফেলতেন, তাহলে হয়তো আমরা কোনও সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারতাম।'

'কিছু সত্য আছে, যার কাছে না পৌঁছানোই ভাল। এমন সত্য আছে যা কারও কারও কাছে নিষিদ্ধ গন্দম।'

'এটা তো স্বর্গ নয়, মশিয়ে দো বাখনি।'

'আমি অত নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না কথাটা। কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, স্বর্গের এতটা কাছে জীবনে আর কখনও আসিনি।'

দুজনকেই থমকে দিল কথাটা। চুপ হয়ে গেল প্রিসিলা। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। দো বাখনি ভয় পেল এইবার হয়তো সত্যি সত্যিই রাগিয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে। সামনে সৈকত, আকুলিবিকুলি করছে ঢেউ তীরে এসে, তার ওপাশে দুলছে নোঙর ফেলা সেন্টরের ছায়া – সেদিকে চোখ রেখে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল প্রিসিলা, 'আপনার স্বর্গে কি অভিনয় চলে, মশিয়ে দো বাখনি?'

এতক্ষণ সন্দেহের মধ্যে থাকলেও এবার পরিষ্কার বুঝে ফেলল দো বাখনি ঠিক কোন্ প্রশ্নের খোলাখুলি জবাব চায় মেয়েটা। বুকের ভিতর কাঁপন অনুভব করল ও। কপালে দেখা দিল চিকন ঘাম। অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পারল সে।

'প্রিসিলা, আমার জন্যে কতটুকু কি শোভা পায়, রূঢ় বাস্তব কতটুকু অনুমোদন করে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে আমার। বামন আমি...'

'স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই ভাববেন?'

'সম্ভবত এটাই আমার একমাত্র নিঃস্বার্থপরতা।'

আবার চুপ। প্রিসিলার নিদারুণ হতাশা আর দো বাখনির চাপা দুঃখ আরও গাঢ় করে তুলেছে যেন আঁধারকে। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে গেল মেয়েটা।

'তাহলে আজকের ব্যাপারটা পুরোপুরি অভিনয় ছিল না?'

'দেখুন, আপনি হচ্ছেন আপনি, আমি হচ্ছি যা আমি। দুজনের বাস দুই ভুবনে। নিয়তির লিখন: আমার সঙ্গে আপনার একমাত্র যোগসূত্র

হতে পারে কাল্পনিক সেতুর মাধ্যমে।'

'নিয়তি হয়তো তাই চেয়েছে, কিন্তু আপনি নিজে? আপনি আপনি কি সেতু গড়ে নিতে পারেন না?'

গলাটা ধরে এল মশিয়ে দো বাখনির। 'আমার ভার সইবার মত সেতু নেই, প্রিসিলা। অনেক দাগ পড়ে গেছে আমার গায়ে।'

'কিছুটা ভার ফেলে দিতে পারেন না?'

'অতীতকে তো আর খসানো যায় না! আমার অতীত, আমার স্বভাব, আমার পেশা – এত লজ্জার ভার আমি কোথায় ফেলব?'

ধীরে মাথা নাড়ল প্রিসিলা। নিজের অজান্তেই হেলান দিয়েছে দো বাখনির কাঁধে। 'আপনার স্বভাব সম্পর্কে কথাটা মোটেও খাটে না। আমি চিনি আপনাকে। সে ব্যাপারে সামান্য ত্রুটিও কেউ কোনদিন দেখাতে পারবে না। তবে অতীত ··· অতীত কি?'

'আমাদের ইতিহাস।'

'ওই পাতাটা মুছে ফেলা যায় না?'

'নিজেরই তৈরি করা ইতিহাস আমি কিভাবে মুছি? আমি মুছে ফেললেই কি ভুলে যাবে মানুষ?'

লম্বা করে শ্বাস ফেলল প্রিসিলা। 'এটা আপনার গোঁয়ার্তুমি। এই বিনয় আপনার অহঙ্কারের প্রকাশ নয় তো?'

'অহঙ্কার?' কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল দো বাখনি, তারপর বলল, 'হতে পারে। হয়তো নিজের হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্যে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি একে। আপনি যে আমাকে নিয়ে সাময়িক হলেও একটু ভেবেছেন, এভাবেই একদিন হয়তো আমি এটুকুর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারব।'

'আমার তরফ থেকে ব্যাপারটা যদি সাময়িক না হয়?' নরম গলায় জানতে চাইল প্রিসিলা।

'হতেই হবে।' যেন ভয় পেয়েছে, এমনি ভাবে একটু সরে বসল দো বাখনি। যদি মধুর স্পর্শটুকু ওকে দুর্বল করে তোলে – এই ভয়। 'শীঘ্রি একদিন নিজের পরিচিত জগতে পরিচিত মানুষের মাঝে ফিরে যাবেন আপনি, যেখানে আপনাকে মানায়, যে জীবনে আপনি অভ্যস্ত। ওখান

থেকে যখন আজকের কথা মনে হবে, তখন মস্ত একটা হাঁপ ছাড়বেন, মনে হবে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে ফিরে এসেছেন আনন্দময় বাস্তবে। এখানকার কিচ্ছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

'চার্লস!' দো বাখনির হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল প্রিসিলা।

ওর হাতের নিচে ঘুরে গেল পেশীবহুল হাতটা, আঙুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরল, তারপর উঠে দাঁড়াল, সেই সঙ্গে টেনে তুলল প্রিসিলাকে।

'চিরকাল মনে রাখব, প্রিসিলা। যতদিন বাঁচি মনে রাখব তোমাকে। সেইসঙ্গে কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হয়ে যাব। তোমার কাছে যা পেলাম সেটাই সাত রাজার ধন হিসেবে বুকের ভেতর নিয়ে বাঁচব আমি। এর বেশি আর কিচ্ছু দিতে যেয়ো না তুমি অযোগ্য একটা লোককে।'

'কিন্তু আমার দিতে ইচ্ছে করলে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল প্রিসিলা।

'আমার অহঙ্কার তোমার সে দান আমাকে নিতে দেবে না। তুমি হচ্ছ তুমি, আমি হচ্ছি আমি। ভেবে দেখো এর কী অর্থ। তুমি কী আর আমি কি। এসো এবার, লক্ষ্মী।' ওর হাতটা তুলে ঠোঁট ছোঁয়াল দো বাখনি, তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে পর্দা তুলে ধরল।

'মনে কোরো, অপূর্ব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম আমরা আজ রাতে। কাল সকালে জেগে উঠে বুঝতে পারব, বাস্তবে এর কোন মূল্য নেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দো বাখনির দিকে তাকিয়ে থাকল প্রিসিলা। আবছা দেখাচ্ছে ওর ফর্সা মুখটা, তারার আলো পড়েছে চোখের তারায়, চিক্-চিক্ করছে। নীরবে ঘুরে দাঁড়াল, মাথাটা সামান্য নিচু করে চলে গেল কেবিনের ভিতর।

পরদিন সকালেও পিয়েখ নেই। প্রিসিলার প্রশ্নের উত্তরে আজ আর দো বাখনি বলতে পারল না কাজে পাঠিয়েছে। বলল, মানুষটা একটু ফাঁকিবাজই, দায়িত্বহীনও বলা যায়; কিছুটা বাচ্চা ছেলেদের

মত—বকাঝকা দিয়ে কোন লাভ হয় না।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছে দো বাখনি, বুঝতে পেরে ও-ও আর চাপাচাপি করল না।

নাস্তার পর আজ আর মেজরের সঙ্গে তলোয়ার অভ্যাসে গেল না দো বাখনি, গত কালকের ঘটনার পর ঠিক হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই দুজন একসঙ্গে যাবে না কোথাও; যে কোন একজন ওরা থাকবে কেবিনের ধারে কাছে।

মেজরকে ক্যাম্পে রেখে মশিয়ে দো বাখনি চলল উত্তর দিকে কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিতে। জানা গেল আলকাতরা মাখানো শেষ হবে আজ, আগামীকাল থেকে শুরু হবে গ্রীজ লাগানোর কাজ। লোকজনের সঙ্গে হাসি-তামাশা-গল্প করছে, এমনি সময়ে এসে হাজির হলো ক্যাপটেন লীচ।

ওর চেহারা দেখেই বোঝা গেল মনে মনে কোন দুর্বুদ্ধি এঁটে তারপর এখানে এসেছে। প্রথমেই সে লোকজনের ওপর তর্জন-গর্জন করল কাজ ফেলে গল্প করছে বলে। এমনিতেই অনেক পিছিয়ে গেছে কাজ, ওরা কি চায় বাকি জীবন সে এই মালদিতায় কাটিয়ে দিক? তারপর ঝট্ করে ফিরল দো বাখনির দিকে, ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে ওকে বলল এখানে কাজের লোককে ডিসটার্ব না করে যেন অন্য কোথাও কোনও কাজ খুঁজে নেয়।

লীচের পরিকল্পিত দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করবে বলে স্থির করল দো বাখনি। কোনও উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু লীচের আসল উদ্দেশ্য ঝগড়া বাধাবে, তাই সে তেড়ে গেল ওর দিকে।

'কাঁধের ঝাঁকি দেখাচ্ছ আমাকে, বাখনি?' সবাইকে শুনিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সে।

চলার গতি না কমিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিল মশিয়ে দো বাখনি, 'আর কি করলে পছন্দ হতো তোমার?'

'আমি চাই, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে। আমি এখানে ক্যাপটেন, যখন কথা বলব তার জবাবও আশা করব।'

'আমি তোমার নির্দেশ মেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এর বেশি আর কি উত্তর চাও তুমি?' থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে লীচের দিকে। দুজনেই বেশ কিছুদূর সরে এসেছে, ওদের কথা এখন আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে সবই। সবাই তাকিয়ে আছে এদিকে। ক্যাপটেনের আচরণে ঝগড়ার আভাস টের পেয়ে গেছে ওরা। মারপিট ওদের প্রিয় বিষয়, আশা করছে লেগে যাক, দেখি কে জেতে। এখন আর কাজের ভানও করছে না কেউ।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে চেয়ে আছে লীচ দো বাখনির দিকে।

'কাঁধ ঝাঁকানো আমি সহ্য করতে পারি না। আমি যখন হুকুম দিচ্ছি তখন তো একেবারেই না। বিশেষ করে কোনও চালিয়াতি সর্বস্ব ফ্রেঞ্চ কাপুরুষের কাছ থেকে তো নয়ই।'

লীচকে খুঁটিয়ে দেখল মশিয়ে দো বাখনি। ও নিজে সশস্ত্র, লীচও আজ তলোয়ার ঝুলিয়েছে কোমরে। ওর চোখে-মুখে প্রত্যাশা।

'দেখা যাচ্ছে, একটা ঝগড়া বাধাবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছ,' বলল সে। 'কাজটা সবার সামনে করার সাহস নেই, কারণ তাহলে জবাবদিহি করতে হবে ওদের কাছে। কাজেই কিছুটা আড়ালে এনে আমাকে উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করছ, যাতে রাগের মাথায় মেরে বসি। আর ওই যে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছ উওগানকে, যেন ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সবাইকে জানাতে পারে আমিই শুরু করেছিলাম আগে, আমাকে খুন না করে তোমার উপায় ছিল না। ঠিক ধরেছি ব্যাপারটা, টম?'

ক্যাপটেনের চেহারা বলে দিল ওর ধারণাই ঠিক।

'আমার ধারণাটাও শুনে রাখো, চার্লি। তুমি একটা কাপুরুষ, বেশ্যার দালাল; আস্ফালন করো তখনই, যখন বোঝো আক্রমণের কোনও ভয় নেই।'

ক্যাপটেনকে অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠল দো বাখনি। বেহায়ার মত বলল, 'হয়তো ঠিকই বলেছ। তবে সবকিছুরই একটা নির্ধারিত দিনক্ষণ থাকে, টম। আমার রক্তপানের জন্যে তোমার ভিতরটা হয়তো তড়পাচ্ছে, কিন্তু ভুল সময় বেছে নিয়েছ। আজ ওটা বিষপানের সমান হবে। বানড্রি আর অন্যরা নিশ্চয়ই তোমাকে সতর্ক

করেছে? কি, করেনি?'

এসব লোকের কথা উল্লেখ করায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল লীচের। হাতে না হোক, মুখে হলেও অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। 'ব্যাটা চাপাবাজ, কাপুরুষ! থুঃ!' দো ঝখনির দিকে থুতু দিল লীচ, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে এদিকে অগ্রসরমান উওগানের দিকে। কিন্তু কান খাড়া রেখে প্রস্তুত রয়েছে সে পিছনে সামান্যতম শব্দ হলেই তলোয়ার বের করে রুখে দাঁড়াবে। তার ধারণা এতবড় অপমান সহ্য করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কিন্তু তাকে আশাহত করল মশিয়ে দো বাখনি। টুঁ-শব্দ না করে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে লাল জামা পরা ক্যাপটেন লীচের গমন পথের দিকে। ছোট হয়ে গেছে চোখজোড়া, কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটুকরো দুর্বোধ্য হাসি। ক্যাপটেন যখন উওগানের কাছে পৌঁছল তখন ঘুরে নিজের ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

রেগে গেছে উওগান ক্যাপটেনের বোকামি দেখে, মাথা নাড়ছে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে।

'ওহ্, ক্যাপটেন! আর একটু হলেই লেগে যাবে মনে হচ্ছিল। মেজাজটাকে একটুও সামলাতে পার না! আবার তো দিয়েছিলে সব ভজঘট করে!'

ওর মুখের ওপর বাঁকা হাসি হাসল লীচ, কঠোর কণ্ঠে বলল, 'দেখো, ছোকরা! আমার ব্যাপার আমাকে আমার নিজের মত করে সামলাতে দাও, তোমরা মাতব্বরী মারতে এসো না।'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলে যে এটা একা তোমার ব্যাপার নয়, আমাদের সবার ব্যাপার?'

'শোধ তুলে নেয়ার পর আবার কথাটা মনে পড়বে আমার।'

'কিন্তু ওকে যদি মেরে ফেল, তাহলে...'

'গাধা নাকি?' ধমক দিল লীচ। 'কে মেরে ফেলছে ওকে?' শুষ্ক হাসি হাসল লীচ খক্-খক্ করে। 'ভজঘট পাকাবার মানুষ আমি না, বুঝলে? কতটুকু করতে হবে জানা আছে আমার।' গলা নামিয়ে শলা করার ভঙ্গিতে বলল, 'খালি একটু সুযোগ দিক, আমি ওকে দেখিয়ে

দেব–শুধু ওকে না, তোমাদেরও দেখিয়ে দেব, উপযুক্ত লোকের হাতে একটা তলোয়ার কি খেলা দেখায়। কেটে ছেঁটে সাইজে নিয়ে আসব ওকে, কিন্তু খুন করব না। চিরতরে ধুলোয় মিশিয়ে দেব হারামজাদার অসহ্য বোলচাল, আস্ফালন আর ফালতু অহঙ্কার। আমার কাজ শেষ হলে দেখবে, লেজ নাড়ার ক্ষমতাও থাকবে না কুকুরটার।'

অসংখ্য যুদ্ধে নিজের আশ্চর্য দক্ষতা প্রমাণ করেছে লীচ, কাজেই বিনা প্রশ্নে মেনে নিল উওগান ওর দম্ভোক্তি। সবাই জানে টম লীচ তলোয়ারের জাদুকর।

কিন্তু তারপরেও অস্বস্তি গেল না আইরিশম্যানের। বলল, 'তা তুমি পার, একশোবার মানি, কিন্তু সে অবস্থাও তো তেমন সুবিধের হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তাই বুঝি?' ধীরে একটা চোখ বন্ধ করল লীচ। 'আমার ওপর আস্থা নেই তোমার, না? ওকে ভালমত জখম করে হাত-পা কেটে নেয়ার পর তোমার মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকে গোপন তথ্যটা বের করার আর কোনও উপায় থাকবে না আমার হাতে? নির্যাতনে হয়তো সত্যিই ওর মুখ খোলানো যাবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওর চোখের সামনে ওর ওই জানের জান কুত্তিটাকে কি করা হবে যখন বর্ণনা দেব একে একে, তারপর যখন করে দেখাব, তখন হারামজাদা মুখ না খুলে যাবে কোথায়?'

চোখ জোড়া গোল হয়ে গেল উওগানের। 'তুমি আস্ত একটা পিশাচ, টম! কসম খোদার!' ওর কণ্ঠস্বরে ঝরছে অকৃত্রিম প্রশংসা।

পাশাপাশি হেঁটে নিজেদের কেবিনের দিকে চলল দুজন।

মশিয়ে দো বাখনি ফিরে এসে দেখল আর কিছু করার না থাকায় সেলাইয়ে মন দিয়েছে প্রিসিলা। সামনে বসে অনর্গল বক্-বক্ করছে মেজর স্যান্ডস। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল মেজর।

'চলুন না, মশিয়ে, একটু হেঁটে আসি?' প্রস্তাব দিল সে দো বাখনিকে। 'গা-টা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, ব্যায়াম-ট্যায়াম হচ্ছে না তো! কয়েকটা কথাও ছিল আপনার সঙ্গে। কেবিন থেকে বেশি দূরে যাব না।'

মেজরের অতি মার্জিত, আন্তরিক ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনি। এতদিন কথায় কথায় বুঝিয়ে দিতে ছাড়েনি ও আর দো বাখনি দুজন দুই জগতের মানুষ। ও একজন ভদ্র বংশীয়, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর দো বাখনি একটা অতি জঘন্য, ছোট জাতের খুনে দস্যু – কপালদোষে যার সঙ্গে মেলামেশা করতে, বা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

'নিশ্চয়ই, চলুন,' বলল দো বাখনি।

সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলে উঠল মেজর, 'খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি আমি, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, দারুণ উৎকণ্ঠায় আছি। দেখা যাচ্ছে আপনার সঙ্গে খটাখটি লেগে গেছে বোম্বেটে লীচ আর তার দলের। ভাবছি, এখন আপনার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? বিশেষ করে মিস্ প্রিসিলার কি হবে?'

'আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি না আমি?'

'ভাবছেন? অনেকটা আশ্বস্ত হচ্ছি কথাটা শুনে। তবে পুরোপুরি নয়।' মেজর গম্ভীর। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এর আগেও এ ধরনের প্রশ্ন করে আপনার কাছে সদুত্তর পাইনি। আপনি বেশ বিরক্তও হয়েছিলেন। ওই যে, যেদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম স্প্যানিশ জাহাজ আক্রমণ করতে যখন রওনা হবেন, আমাদের কি ব্যবস্থা হবে। এখন সময়টা আরও ঘনিয়ে এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই প্রিসিলাকে সঙ্গে নিয়ে ওই রকম ভয়ঙ্কর এক অভিযানে যাওয়ার কথা ভাবছেন না?'

'এমন হতে পারে, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা হয়তো এখানেই রয়ে গেলেন,' বলল মশিয়ে দো বাখনি।

খুশি হয়ে উঠল মেজর। 'আমিও ভাবছিলাম, এটা হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু…' থেমে দাঁড়াল সে হঠাৎ, তারপর ঘুরল সঙ্গীর দিকে, 'যদি কোনদিন আর না ফেরেন? তাহলে কি হবে, মশিয়ে দো বাখনি?'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

'বিপদের মধ্যে যাচ্ছেন, তাই না? স্প্যানিয়ার্ডদের তরফ থেকে হতে

পারে বিপদ, আবার আপনার বন্ধু-বান্ধবের তরফ থেকেও হতে পারে। আপনাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, আমাকে খুন করে ফেললেও বলব একথা। গতকাল এখানে যা ঘটল, আর ওই বোম্বেটে লীচের সঙ্গে আপনি যা ব্যবহার করলেন, আমার তো মনে হয়...'

'আপনার কি মনে হয় ওর সঙ্গে শিষ্টাচার করা উচিত ছিল আমার?'

'না, না। তা কেন? আপনার জায়গায় আমি হলেও এই একই ব্যবহার করতাম। দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। আমি বলছি সম্পর্কের ব্যাপারে – লীচের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের ওখানেই পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন যদি বা সে চুপ করে থাকে, স্প্যানিশ গোল্ডের কাছে যখন ওকে পৌঁছে দিচ্ছেন, আপনার গোপন তথ্য যখন জানা হয়ে যাচ্ছে ওর, তখন কি ঘটতে পারে একবার ভেবে দেখেছেন? আস্ত রাখবে ও আপনাকে? কথাটা হয়তো ভেবে দেখেননি আগে?'

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। বলল, 'আপনি দেখছি ধরেই নিয়েছেন, এত স্পষ্ট একটা ব্যাপার বোঝার মত বুদ্ধিও নেই আমার মাথায়। ভেবেছেন, কিচ্ছু না বুঝে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছি আমি এই এতগুলো বছর, চোখ বুঁজেই কাটিয়ে দিয়েছি ভয়ঙ্কর একটা বিপজ্জনক জীবন?'

বাঁকা কথা পছন্দ হলো না মেজরের। তবে রাগল না। 'অর্থাৎ, এ চিন্তাটা আপনার মাথাতেও এসেছে?'

'শুধু একটা সম্ভাবনা হিসেবে নয়। গতকালকের ঘটনার অনেক আগে থেকেই আমি জানি, চুক্তির শর্ত মানার ইচ্ছে লীচের নেই – বিশ্বাস ভঙ্গ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। নিশ্চিন্তে দিন গুনছে ও, সময় এলেই আমার গলাটা দু'ফাঁক করে দিয়ে কেড়ে নেবে মিস্ প্রিসিলাকে।'

'অ্যাঁ? হায়, খোদা!' আতঙ্কিত হয়ে দিশে হারিয়ে ফেলল সে। 'তাহলে... তাহলে...' আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দো বাখনির মুখের দিকে। 'কিন্তু তা যদি হয়...' আবারও কথা হারিয়ে ফেলল সে। তার মোটা মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেছে। 'আমাকে খুন করে ফেললেও...'

মেজরের অবস্থা দেখে মায়া হলো মশিয়ে দো বাখনির। বলল, 'কাজেই সতর্ক হতে হয়েছে আমাকেও। টম লীচ যেমন চায়, ঘটনা তেমন ভাবে নাও ঘটতে পারে। সম্পূর্ণ অন্য কিছুও ঘটতে পারে। আমারও তো কিছু পরিকল্পনা থাকতে পারে। ওর ইচ্ছে যেন পূরণ না হয়, তার জন্যে কিছু ব্যবস্থা কি আমিও নিতে পারি না?'

হাঁ করে চেয়ে থাকল মেজর। বার দুই ঢোক গিলে বোঝার চেষ্টা করল কী হতে পারে সেই পরিকল্পনা। 'মনে হচ্ছে, আপনি ভাবছেন ওর অনুচরদের কারও ওপর নির্ভর করা যাবে?'

'আমি কি ভাবছি, তার কোন দাম নেই। দাম আছে আমি যা জানি, তার। আমি জানি, নিজের ওপর ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর করতে যাওয়া নেহায়েত বোকামি। এ রকম বিপদ এটাই আমার জীবনে প্রথম নয়, মেজর স্যান্ডস।'

মশিয়ে দো বাখনির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর দুর্দমনীয় মনোভাব দেখে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এল তার প্রতি মজরের ঘৃণা। একটু যেন ভালও লাগছে তার এখন জলদস্যুটাকে। মনে হলো, হ্যাঁ, বিপদে এই লোকের ওপর নির্ভর করা যায়।

'তাহলে কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হচ্ছে না আপনার, মশিয়ে?'

'হচ্ছে। জীবনে খুব কম ব্যাপারেই নিশ্চিত হওয়া যায়। যত বুদ্ধি খাটিয়েই পরিকল্পনা করুন না কেন, সেটা কেঁচে যেতে পারে যে-কোনও সামান্য কারণে। অতি আত্মবিশ্বাস মানুষকে অসাবধান করে দেয়। তবে একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মেজর, আমাকে যতই অপছন্দ করুন না কেন, মিস্ প্রিসিলার প্রতি আমার গভীর প্রীতি ও অনুরাগের কারণে যেমন করে পারি আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। আপনিও তার ফল ভোগ করবেন।' কথা বলতে বলতে কেবিনের দিকে চোখ গেল দো বাখনির। 'এই যে, পিয়েখ এসে পড়েছে,' বলেই মেজরকে ফেলে দ্রুতপায়ে এগোল তার দিকে।

মশিয়ে দো বাখনির শেষ কথাটা প্রবল ভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে মেজর স্যান্ডসকে। আবার রাগ চড়ে যাচ্ছে মাথায়। কটমট করে

তাকিয়ে রইল সে লোকটার পিঠের দিকে। বলে কি বদমাইশ! প্রিসিলার প্রতি তার "গভীর প্রীতি ও অনুরাগের কারণে"! সত্যি, বড় বেশি বেহায়া আর উদ্ধত এই লোক। সহ্য করা যায় না!

পিয়েখ তাঁবুতে ঢোকার আগেই লম্বা পা ফেলে ওর কাছে পৌঁছে গেল মশিয়ে দো বাখনি। কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই মাথা নাড়ল পিয়েখ নিচের ঠোঁট সামনে ঠেলে দিয়ে।

হতাশ হলো দো বাখনি। ভ্রূজোড়া কুঁচকে বলল, 'অবস্থা বেশ খারাপের দিকেই চলেছে দেখা যায়!'

১৭
নাঙা তলোয়ার

পরদিন সকালে কেবিন থেকে সামান্য দূরে একটা পাথরের ওপর বিরস বদনে বসে আছে মশিয়ে দো বাখনি রোদ বিছানো লেগুনের দিকে মুখ করে, দেখছে নোঙর ফেলা সেন্টরকে।

উত্তর থেকে বাতাস ছেড়েছে আজ, ঝিরঝির আওয়াজ করছে পাম গাছের পাতাগুলো। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কর্মরত লোকজনের হাঁক-ডাক। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে ওরা, আর বড়জোর তিনদিন, তারপরই পানিতে ভাসবে ব্ল্যাক সোয়ান – শেষ হয়ে এল মালদিতার দিন, এরপর এ-দ্বীপ থাকবে শুধু স্মৃতিতে।

যথারীতি, পিয়েখ অনুপস্থিত। গত দুদিন শুধু সকাল নয়, বিকেলেও পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। এটা লক্ষ করেছে প্রিসিলা, ভেবেছে, সত্যিই কি বিশেষ কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে লোকটা? তা নইলে এ প্রসঙ্গ তুললেই বারবার এড়িয়ে গেল কেন মশিয়ে দো বাখনি? এখন

আর এ নিয়ে কোনও কথা তোলে না সে।

সাধারণত দুপুরের আগে ফেরে না পিয়েখ কখনও, কিন্তু আজ হঠাৎ করে ফিরে এল সে ন'টার দিকেই। মশিয়ে দো বাখনির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখন। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি, গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে আছে পিয়েখের মুখের দিকে।

হাসল পিঁয়েখ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। ফরাসী ভাষায় কথা হলো দুজনে। তারপর শার্টের ভিতরের পকেট থেকে একটা দূরবীন বের করে দিল সে মশিয়ে দো বাখনির হাতে।

মশিয়ে দো বাখনি একবার কেবিনের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল প্রিসিলার পাহারায় মেজর স্যান্ডস আছে কি না। আছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পিয়েখের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে।

আধঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপের পশ্চিম তীরে পৌঁছে গেল ওরা। পিয়েখের আঙুল বরাবর দূরবীনটা তাক করল মশিয়ে দো বাখনি।

পাঁচ মাইলও হবে না, দেখা গেল তিনটে বিশাল জাহাজ আসছে এইদিকে। পতাকা নেই একটাতেও, কিন্তু তাই বলে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না মশিয়ে দো বাখনির।

দূরবীন যখন নামাল, তখন ওর ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। বলল, 'মনে হচ্ছে একঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। চলো, পিয়েখ, হাতে আর সময় নেই!'

প্রায় দৌড়ে ফিরে এল ওরা। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনি, দূরবীনটা ফেরত দিল পিয়েখের হাতে। পিয়েখ ওটা নিয়ে ওর তাঁবুতে ফিরে গেল, আর মশিয়ে দো বাখনি এসে ঢুকল প্রিসিলার কেবিনে। ওখানে সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছে প্রিসিলা, আর মেজর ঘুম ঘুম চোখে দেখছে ওকে। চমকে তাকাল ওরা, দেখল, একটা হুকে ঝুলিয়ে রাখা পরচুলা আর তলোয়ারটা নামাচ্ছে মশিয়ে দো বাখনি।

'ওগুলো কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল প্রিসিলা।

কাঁধ ঝাঁকাল মশিয়ে দো বাখনি। 'একটু ঘুরে আসি। সদা প্রস্তুত

থাকাই তো ভাল।' পরচুলাটা মাথায় চাপিয়ে কাঁধের উপর সুন্দর করে বিছিয়ে দিল সে। 'এটা পরে নিলে নিজেকে মনে হয় ভদ্রলোক, লোকের চোখে সম্মান বাড়ে।'

ওর হাসিখুশি ভাব দেখে আর কোনও প্রশ্ন করল না কেউ। কেবিন থেকে বেরিয়েই একটু থামল ও। প্রিসিলার সঙ্গে শেষ একটু কথা বলে আসা কি উচিত ছিল? কিংবা মেজরকে শেষ কোন নির্দেশ? যা করতে চলেছে, খারাপ কিছু ঘটে যাওয়া তো খুবই সম্ভব।

একটু ভেবে স্থির করল, তার চেয়ে বরং পিয়েখের সঙ্গে কথা বলে চলে যাবে। সোজা গিয়ে ঢুকল সে পিয়েখের তাঁবুতে।

'পিয়েখ, আমার যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তুমি দেখবে মিস্ প্রিসিলাকে। তুমি তো জানই কি করতে হবে, তেমন কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।'

পিয়েখের চোখে মনিবের জন্যে ভয় আর উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'মশিয়ে, আপনি লড়াই করতে চলেছেন! অপেক্ষা করলে হতো না? এছাড়া আর কোন পথ নেই?'

'না। আর কোন পথ নেই, পিয়েখ। এটা আমার পাওনা হয়েছে নিজেরই কাছে।'

মনিবের একটা হাত ধরল পিয়েখ, মাথা নিচু করে চুমু খেল সেই হাতের পিঠে। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি। 'নিশ্চিন্তে থাকো, পিয়েখ। কিচ্ছু ভেবো না।' বলেই দ্রুতপায়ে রওনা হয়ে গেল সে।

টম লীচের সঙ্গে দেখা করবে বলে চলেছিল, কপাল ভাল, ক্যাম্পের গজ পঞ্চাশেক আগেই পাওয়া গেল ওকে – উওগানের সঙ্গে পায়চারি করছে। ইচ্ছে করেই হাসিমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে সহৃদয় সম্ভাষণ জানাল ওদের মশিয়ে দো বাখনি। বিরূপ দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওর দিকে টম লীচ।

'তুমি কি চাও এখানে?'

'আমি কি চাই?' প্রশ্ন শুনে তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভান করল মশিয়ে দো বাখনি, মনে মনে খুশি – যেমনটা চেয়েছিল, ঠিক সেই মুডেই

রয়েছে ক্যাপটেন। আবার বলল, 'আমি কি চাই?' ভুরুজোড়া কপালে উঠে গেছে, ঠোঁট বাঁকিয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে মাতব্বরি চালে নাকের দু'পাশ দিয়ে তাকাল সে লীচের দিকে।

ওর বেয়াদবি দেখে আগুন ধরে গেল লীচের মাথায়। সেই সঙ্গে আশা জাগল মনে, সাবধানে খেলালে গতকাল যা সম্ভব হয়নি, আজ হয়তো তা সম্ভব হতে পারে। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই জিজ্ঞেস করেছি আমি। মনের মধ্যে শয়তানী কিছু থাকলে মানে মানে কেটে পড়ো।'

দুই কোমরে মুঠো করা হাত রেখে এক পা এগিয়ে এল মশিয়ে দো বাখনি, 'ভদ্রতার লেশমাত্র দেখছি না তোমার ব্যবহারে, টম?'

হাঁ হয়ে গেল উওগান। ও টের পাচ্ছে ব্যাপার কোনদিকে গড়াচ্ছে, কিন্তু বোকা ফরাসীটা কিছুই বুঝতে পারছে না, নিজের অজান্তেই পা দিচ্ছে ক্যাপটেন লীচের ফাঁদে।

ভীতু কুকুরের মত গতকাল যে লেজ দাবিয়ে কেটে পড়েছিল, আজ তার মুখে এই কথা শুনে অবাকই হলো লীচ, কিন্তু নিজের ভূমিকা থেকে নড়ল না।

'ভদ্রতা?' ইচ্ছে করেই দো বাখনির পায়ের কাছে একগাদা থুতু ফেলল সে। 'তোর মত বেজন্মার সঙ্গে আবার কিসের ভদ্রতা?'

'এর মানে?' ভুরু নাচাল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছ মনে হচ্ছে? চাইছ, আমি কিছু একটা করে বসি?'

'তুই করে বসবি? হা-হা! আমার বিরুদ্ধে? হেসেই মরে যাব! বোলচাল মারা পর্যন্তই তো তোর দৌড়, তুই কী করে বসবি? তাহলে পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে পালাবে কে?'

'তোমার কি আমার সম্পর্কে তাই ধারণা?'

'গত কালই প্রমাণ পেয়েছি তার।'

উওগান বুঝল, এখন ঝগড়া থামাবার ভান করা দরকার। 'এই যে! কি শুরু করলে তোমরা? সামনে বড় একটা কাজ আছে, সেটা খেয়াল রাখো। এখন কি ঝগড়া করার সময়? না, না, মিটিয়ে ফেলো।'

'আমিও তাই চাই, উওগান,' মিথ্যে বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'গতকাল আমাকে জঘন্য কিছু কথা বলেছে টম, যেগুলো আমার

সম্মানে লেগেছে। ও যদি এখন কথাগুলো ফিরিয়ে নেয়, আমি ওসব ভুলে যেতে রাজি আছি।'

ও জানে লীচের পক্ষে কোন্‌টা সম্ভব আর কোন্‌টা নয়। ও চাইছে সবার চোখে যেন মনে হয়, লড়াইটা লীচই বাধিয়েছে আগ বাড়িয়ে, আপোসরফায় রাজি ছিল দো বাখনি। দেখা গেল লীচের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা ঠিকই আন্দাজ করেছিল ও। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল লীচের।

'কী? ভুলে যেতে রাজি আছিস? বেজন্মা কুকুর, তোর আবার সম্মান কি রে? কেবিনে ফিরে গিয়ে তোর ওই বেশ্যা–'

ব্যস, সময় উপস্থিত। উওগান বাধা দেয়ার আগেই এক-পা সামনে বেড়ে দড়াম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ও ক্যাপটেনের চোয়ালে।

ভারসাম্য হারিয়ে দু-তিন কদম পিছিয়ে গেল ক্যাপটেন লীচ। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা। থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ। কোট খুলতে শুরু করল সে। 'খোদার কসম! তোর কলজে কেটে বের করে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব আমি!'

'থামো, ক্যাপটেন! মা মেরির নামে বলছি, প্লীজ, শান্ত হও!' চেঁচিয়ে উঠল উওগান।

খানিকটা ঝাল ঝাড়ল লীচ উওগানের উপর। 'তুমি কি মনে করেছ কিল খেয়ে কিল হজম করার মানুষ টম লীচ? হ্যাঁ, শান্ত হব, তবে ওর কলজেটা কেটে নেয়ার পর।' এইটুকু কথা বলতে গিয়েই ফেণা বেরিয়ে এসেছে ওর ঠোঁটের দুই কোণে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।

দুই হাত এক করে ডলছে উওগান। বুঝতে পারছে না কি করবে। লীচকে ধরতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। অসহায় ভঙ্গিতে দো বাখনির দিকে ফিরল। 'বোকার মত কি করে বসেছ দেখো!'

ক্যাপটেনের দেখাদেখি বেগুনী টাফেটার তৈরি কোটটা খুলছে মশিয়ে দো বাখনি। বলল, 'আমার আর কি করার ছিল বলো? তুমি তো সাক্ষী, দেখলে সবই। শুধু আমাকে না, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেসব কথা বের হলো ওই নোংরা কুকুরের বাচ্চার মুখ দিয়ে, তারপর আর সহ্য করা যায়?'

কাজ থামিয়ে শুনল লীচ কথাগুলো। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

গত কয়েক বছরের মধ্যে ওরই সামনে ওর সম্পর্কে এই শব্দ উচ্চারণ করবার দুঃসাহস হয়নি কারও। বিশেষ করে এই লোকের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোচ্ছে তা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। গতকালই যে ভীরু, কাপুরুষের মত সব অপমান হজম করল, সে আজ এসব বলে কোন সাহসে? সংবিত ফিরে পেয়ে রাজ্যের অশ্লীল গালির তুবড়ি ছুটাল সে, তারপর দো বাখনির কি অবস্থা করবে তার রক্ত হিম করা বর্ণনা দিল। একটানে তলোয়ার বের করে নিয়ে খাপ ও বেল্ট ফেলে দিল সে দূরে। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'নে! বাঁচা নিজেকে, দেখি!' পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল সামনে।

মশিয়ে দো বাখনি তখন অর্ধেকও বের করতে পারেনি তার অস্ত্র। ওই অবস্থাতে কোনমতে আধখানা তলোয়ার দিয়েই একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠেকাল সে প্রথম আক্রমণ। তারপর লাফিয়ে সরে গিয়ে বাম হাতে ধরা পরচুলা আর তলোয়ারের খাপটা ফেলে দিল বালির উপর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল পরবর্তী আক্রমণ ঠেকাবে বলে।

পঞ্চাশ গজ দূর থেকে সবই দেখেছে ব্ল্যাক সোয়ানে কর্মরত দস্যুরা। যেই দুই তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লেগে আটকে গেল, দুজনই প্রতিপক্ষের শক্তি বুঝে নিচ্ছে – কাজ ফেলে দৌড় দিল ওরা রণক্ষেত্রের দিকে। একটু দূরে যারা বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারাও লাফিয়ে উঠে ছুটল। বাচ্চা ছেলেদের মত হৈ-হৈ করে চেঁচাচ্ছে ওরা। এর চেয়ে মজার আর কিছু নেই ওদের কাছে। সোনা আর প্লেট ফ্লীটের কথা যদি কারও মনে এসেও থাকে, ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছে। সোনার চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় এখন ওদের কাছে এই লড়াই।

হ্যালিওয়েল আর এলিসও দৌড়াচ্ছে, কিন্তু যেই দেখল বানড্রি যে-কোনও মূল্যে লড়াই থামানোর জন্যে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, তখন ওকে ঠেকাবার জন্যে কথা বলার ছলে থামাল ওকে। ওরা তিনজন যখন পৌঁছল তখন আর কারও লড়াই বন্ধ করার সাধ্য নেই। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রিং তৈরি করে ফেলেছে দস্যুরা। বানড্রির উদ্দেশ্য টের পেয়ে কেউ আর ওকে ভিতরেই ঢুকতে দিল না। কোনও জাহাজ আক্রমণের সময় ছাড়া কারও হুকুম মানার পাত্র তারা নয়।

যেন ওদের আনন্দ দানের জন্যে একটা প্রীতি-ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে – হা-হা করে হাসছে, প্রশংসা করছে, কে কেমন খেলছে তাই নিয়ে মন্তব্য করছে সবাই।

ওদের মধ্যেও ভাল তলোয়ার-যোদ্ধা আছে, তারা বুঝে শুনেই প্রশংসা করছে। কারণ, আজ এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে যে-সব আশ্চর্য রণকৌশল দেখছে ওরা এমনটি আর কখনও দেখার সৌভাগ্য ওদের হয়নি।

তলোয়ারে টম লীচের খ্যাতি এমনি-এমনি হয়নি। বহুবার বহু যুদ্ধে সে প্রমাণ করেছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। চট্ করে কাউকে মেরে ফেলা ওর নীতির বাইরে। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে, আক্রমণের বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে প্রথমে বুঝিয়ে দেয় সে ওর অসহায়ত্ব, তারপর মহানন্দে উপভোগ করে তার অক্ষমতা, মৃত্যুভীতি, অবশেষে মৃত্যু। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে হরেক রকম কৌশল রপ্ত করেছে সে, চর্চা করেছে নিরলস ভাবে।

যুদ্ধে নেমেই শান্ত হয়ে গেছে টম লীচ। জানে ওকে কি করতে হবে। কাজেই আত্মবিশ্বাসেরও কমতি নেই। বেপরোয়া এই ফরাসী লোকটাকে ও দেখতে পারে না প্রথম থেকেই। লোকটার অস্তিত্বই ওর কাছে অসহ্য। প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিমত্তার চমক দিয়ে ছোট করছে লীচকে, আহত করছে ওর আত্মপ্রেমকে। আজ সুযোগ এসেছে। প্লেট ফ্লীটের খবর বের না করে ওকে খুন করবে না সে। তারপর দখল করবে ওর বউটাকে। কারও সাহস হবে না ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার। যদি যায় তারও ব্যবস্থা আছে ওর কাছে।

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সারাক্ষণ শুধু এই স্বপ্নই দেখেছে সে। কৌশলে লোকটাকে আজ নামানো গেছে যুদ্ধে, ব্যস, আর চিন্তা নেই। এখন ওর তলোয়ারের আগায় ওরই করুণার ওপর নির্ভর করছে দাম্ভিক লোকটার ভাগ্য – জীবন, মরণ।

ওর নিজেরও। এখন ওর জয়ের ওপরই নির্ভর করছে ওর সমস্ত চাওয়া-পাওয়া। কোথায় যেন শুনেছিল, দো বাখনি ভাল তলোয়ার-যোদ্ধা। তাতে যদিও কিছুই এসে যায় না, এর আগে অনেক নামী-দামী

যোদ্ধাকে ঘায়েল করেছে সে, তবু সাবধানে এগোনোই স্থির করেছে সে। বিড়ালের মত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিতে ইটালিয়ানদের অনুকরণে ছোট ছোট লাফে সামনে বেড়ে, পিছিয়ে এসে; আক্রমণ করে বা আক্রমণের ভান করে প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জোর কতখানি বুঝে নিচ্ছে সে।

ওদিকে সর্বাধুনিক ফরাসী ভঙ্গিতে লড়ছে মশিয়ে দো বাখনি। লাফ-ঝাঁপ নেই, মনে হয় যেন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতিটা আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছে নিপুণ ভাবে। সেই সঙ্গে লীচের ভঙ্গি নকল করে কৌতুক করছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে দর্শকরা এ ওর গায়ে।

'কি ব্যাপার, যুদ্ধ করছ, নাকি নাচ দেখাচ্ছ, ক্যাপটেন?'

এসব টিটকারীতে রেগে যাচ্ছে লীচ, বাড়িয়ে দিচ্ছে আক্রমণের তীব্রতা। কিন্তু সহজ ভঙ্গিতে কেবল কব্জির জোরে ঠেকিয়ে দিচ্ছে দো বাখনি সেসব আক্রমণ, কিছুতেই ওর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে পারছে না লীচ, তার পরপরই আসছে অভিনব কৌশলের প্রতি-আক্রমণ – লাফিয়ে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে সে। এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে লীচ, তার প্রতিপক্ষ সাধারণ কোন যোদ্ধা নয়, একে কাবু করতে হলে আরও অনেক সাবধান হতে হবে ওর।

তাই বলে আত্মবিশ্বাসে সামান্যতম চিড় ধরেনি তার। মনে মনে বলছে, 'রোসো, তোমার জোকারগিরি বের-করছি আমি! তোমার মত বহু ধেড়ে শয়তানকে ধরাশায়ী করেছি আমি।'

আবার আক্রমণে গেল ও। ঝনাৎ আওয়াজ তুলল তলোয়ারের ফলা। হালকা ভাবে ঠেকাল ওটা দো বাখনি। মুহূর্তে বাম হাতের ধাক্কায় তলোয়ারটা একপাশে সরিয়ে দিয়েই সামনে বাড়াল ওটা লীচ, দো বাখনির কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু দেখল, একই ভঙ্গিতে ওর তলোয়ারও সরিয়ে দিয়েছে দো বাখনি। একেবারে সামনে থেকে দুই প্রতিপক্ষ চেয়ে আছে একে অপরের চোখের দিকে। একলাফে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল লীচ। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে এসেছে দো বাখনির তলোয়ারের আগাটা, সোজা লীচের বুক বরাবর। আঘাতটার দিক পরিবর্তন করতে পারল লীচ, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয় – ওর ডান

গালে দীর্ঘ আঁচড় কাটল দো বাখনির তলোয়ার। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

প্রথম জখমেই বাস্তবে ফিরে এল লীচ; বুঝল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও এবার। আরও নিচু হয়ে গেছে এখন, ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

ঘিরে থাকা লোকজনের কথাবার্তা কানে আসছে ওর। নিজের লোকের কাছে ছোট হয়ে গেছে ও। এই জখমের শোধ নিতে না পারলে শান্তি নেই। প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখার ফলেই ঘটেছে এটা, বুঝল, বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত হয়নি। এখন সাবধানে এগোতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে দো বাখনির দুর্বলতা। এতক্ষণ নিজে আক্রমণ করতে গিয়ে হয়রান হয়েছে সে কেবল, স্থির করল, এবার প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেবে আক্রমণের, নিজে অপেক্ষা করবে ওর দুর্বলতা খুঁজে বের করে নিয়ে উপযুক্ত সুযোগের।

যেন ওর মনের ইচ্ছে পূরণের জন্যেই আক্রমণভাগে এল এবার দো বাখনি। মনে হলো ফ্রেঞ্চম্যানের তলোয়ারের আগাটা নেচে বেড়াচ্ছে লীচের চারপাশে। আঘাত ঠেকাতে গিয়ে এবার পিছিয়ে যেতে হচ্ছে লীচকে, নইলে কোন্ আঘাতে যে মরণ হবে টেরও পাবে না। পরপর পাঁচ-ছয়বার লাফিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার পর দম ফেলার ফুরসত পেল ক্যাপটেন। এইবার, এতদিনে পরিষ্কার বুঝতে পারল টম লীচ, আসলে সে অপ্রতিরোধ্য নয়; অসি-যুদ্ধে তার চেয়েও অনেক বড় ওস্তাদ রয়েছে দুনিয়ায়। বুঝল, এই ফ্রেঞ্চম্যানের তুলনায় ওর গতি অনেক ধীর। জয়ের গর্ব এবং চর্চার অভাব জং ফেলে দিয়েছে ওর বিদ্যায়।

এতদিন যাদের চোখে মৃত্যুভয় দেখে উল্লাস অনুভব করেছে সে নিজের ভিতর, ঠিক তাদেরই মত একই অনুভূতি হলো ক্যাপটেন লীচের। অবধারিত পরাজয় টের পেয়ে হাত-পা কুঁকড়ে ঢুকে যেতে চাইছে পেটের ভিতর। কিন্তু ওর চোখে পরাজয় টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষ। পাছে তলোয়ার ফেলে দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে সেই ভয়ে আর কোন সময় দিল না ওকে মশিয়ে দো বাখনি। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে বাধ্য করল

ওকে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে লীচ আক্রমণের তোড়ে। ওকে রাগিয়ে তোলার জন্যে যা-তা বলছে, অপমান করছে দো বাখনি।

'কুত্তার বাচ্চা, তুই দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবি, না তোকে এই গরমে গোটা দ্বীপে দাবড়ে বেড়াতে হবে আমার? পালাচ্ছিস কেন? তুই না কত বড় তলোয়ার-যোদ্ধা! দাঁড়া না সোজা হয়ে, বাধা দেয়ার চেষ্টা কর্!'

ভয়কে জয় করল প্রচণ্ড ক্রোধ, শুধু দাঁড়ালই না, চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল লীচ সামনে। কিন্তু কোথায় দো বাখনি? চট্ করে একপাশে সরে গেছে সে। তার মানে, লীচের মনে হলো, অপ্রতিরোধ্য নয় দো বাখনিও, এখনও হয়তো জেতার সম্ভাবনা আছে। এই ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষকে পঙ্গু হয়তো করতে পারবে না সে, বলা যায় না, খুন করে ফেলা সম্ভব হতেও পারে। এখনও কিছু কৌশল রয়েছে ওর পকেটে। অনেক যত্নে রপ্ত করেছে সে এসব। আজ দেখাবে সে ফরাসী লোকটাকে তলোয়ারের জাদু কাকে বলে।

নব উদ্যমে রুখে দাঁড়াল ক্যাপটেন লীচ। মশিয়ে দো বাখনির প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতেই হঠাৎ এসে গেল সুযোগটা। ঠিক এই ভঙ্গিতেই চেয়েছিল সে প্রতিপক্ষকে। একটা আঘাত ঠেকিয়েই এমন ভঙ্গি করল যেন দো বাখনির কণ্ঠনালী ওর লক্ষ্য, কিন্তু প্রতিপক্ষের তলোয়ার ধরা হাতটা ওর আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে ওপরে উঠতেই নিচু হয়ে চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল সে, সামনে বাড়িয়ে ধরে আছে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা। শরীরটা শূন্যে ভাসছে জমির সমান্তরালে, বাম হাতটা ঠেকে আছে মাটিতে। ইটালিয়ান কায়দায় এবার হাতটা পুরোপুরি লম্বা করে দিল দো বাখনির বুক সই করে। এই কৌশলে অতীতে অনেক বাঘা বাঘা যোদ্ধাকে ঘায়েল করেছে সে। এ-আক্রমণ ফেরাবার কোনও উপায় নেই।

কিন্তু কোথায় দো বাখনি? বিদ্যুদ্বেগে পাক খেয়ে শরীরটা বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে সে, পরমুহূর্তে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে লাফ দিয়েছে পিছনে। সামনে তলোয়ার চালিয়ে কোন বাধা না পেয়ে থতমত খেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লীচ, ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিপক্ষকে অন্য জায়গায় দেখে আছাড় খেতে খেতেই ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করল তলোয়ারটা। কিন্তু

দেরি হয়ে গেছে তখন। বাম দিকে থেকে সড়াৎ করে ঢুকে গেল দো বাখনির তলোয়ার ওর পাঁজরে, হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেল ডান দিক দিয়ে।

শেষবারের মত আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল জলদস্যুর দল, তারপরেই সব চুপ। ক্যাপটেন লীচের বুকে পা বাধিয়ে একটানে তলোয়ারটা বের করে নিয়ে কপালের ঘাম মুছল দো বাখনি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

বালিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে লীচ, ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। পা আছড়াল বার কয়েক, তারপর একবার কেশে উঠে স্থির হয়ে গেল।

'বড় আরামে গেলে, ক্যাপটেন,' বলল মশিয়ে দো বাখনি। মাথাটা দোলাল এপাশ-ওপাশ।

১৮
টম লীচের মাথা

চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে টম লীচ। দাঁতের উপর থেকে ঠোঁট সরে যাওয়ায় মনে হচ্ছে হাসছে। দলপতির আকস্মিক মৃত্যু থমকে দিয়েছে জলদস্যুদের। যুদ্ধ দেখেছে ওরা, মৃত্যু দেখেছে অনেক, কিন্তু টম লীচের মত এমন নিষ্ঠুর, দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী, প্রাণবন্ত একজন লোক এভাবে মরে পড়ে থাকবে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই চিন্তা এল ওদের মাথায় –এবার কি? ক্যাপটেনের মৃত্যুর পর ওদের কার কপালে কি আছে? সবাইকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বানড্রি, তার পিছন পিছন এলো এলিস আর হ্যালিওয়েল।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মশিয়ে দো বাখনি। তার মনেও অনিশ্চয়তা, কিন্তু চেহারায় তার কোনও প্রকাশ নেই। চারপাশে চেয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। বিশ গজ পিছনে দেখতে পেল, উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়ে রয়েছে প্রিসিলা, মেজর স্যান্ডস আর পিয়েখ। মেয়েটার মনের মধ্যে কি চলছে বুঝতে পারল ও। এখন যদি জলদস্যুরা ক্যাপটেনের মৃত্যুর বদলা নিতে ওকে আক্রমণ করে বসে, তাহলে ওর মৃত্যু অবধারিত। প্রিসিলাকে নিয়ে তারপর ছিনিমিনি খেলবে ওরা।

এখনও কেউ ওর দিকে এগোচ্ছে না। খুব সম্ভব সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কেউ জানে না কি করা উচিত এখন। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার পড়ল চার নেতার উপর। উওগানের ওপর চোখ পড়ল ওর। বানড্রি যখন এগিয়ে এসে জানতে চাইল কি করে ব্যাপারটা ঘটল, তখন উওগানকে দেখিয়ে দিল মশিয়ে দো বাখনি।

'ওকে জিজ্ঞেস করো। লড়াইটা আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছে ও সব।'

লীচের চেয়ে দো বাখনির প্রতি বিদ্বেষের পরিমাণ একবিন্দু কম ছিল না উওগানের, ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সে-ও একজন সক্রিয় অংশীদার ছিল। কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত পাল্টাল উওগান। লীচ মারা পড়েছে। এখন দো বাখনিও যদি মারা যায়, তাহলে স্প্যানিশ ফ্লীট আক্রমণ করা হবে না ওদের। কাজেই বানড্রি, হ্যালিওয়েল আর এলিস যখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে তখন স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল উওগান, 'হ্যাঁ। ঠিক বলছে ও। তোমরা তো জানই ওর ওপর কেমন খেপে ছিল ক্যাপটেন। আজ এখানে একা পেয়ে যা-তা বলে ওকে অপমান করেছে, গায়ে পড়ে বাধিয়েছে লড়াই – এমন কি ওকে অস্ত্র বের করার সুযোগ না দিয়েই তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর উপর। যদি চট্‌ করে তখন চার্লি সরে না যেত, তাহলে খুন হয়ে যেত ওর হাতে।'

'সেটা তোমাদের জন্যে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হতো,' বলে উঠল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমি খুন হলে তোমাদের স্প্যানিশ গোল্ডের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত চিরকাল। ও শুধু আমার সঙ্গেই নয়, বিশ্বাসঘাতকতা

করেছে তোমাদেরও সবার সঙ্গে।'

মনস্থির করে ফেলেছে বানড্রিও। মুখোশের মত অভিব্যক্তিহীন চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি ওকে বার বার সাবধান করেছি। কিন্তু কারও কথা শোনার পাত্র ছিল না ও, ওর যা খুশি সেটাই আর সবার জন্যে আইন বলে চালাবার চেষ্টা করত, বাধা পেলে ফুঁসে উঠত রক্ত-পিশাচের মত। যাক, যা হয়েছে আমার মনে হয় ন্যায্যই হয়েছে।'

বানড্রির বক্তব্য মন দিয়ে শুনল সবাই, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে যা ঘটল তার বর্ণনা ও ফলাফল বিশ্লেষণে মত্ত হয়ে পড়ল, মাঝে মাঝে হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে – যেন ব্যাপারটার এখানেই ইতি।

মশিয়ে দো বাখনি জানত, স্প্যানিশ গোল্ড উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ও নিরাপদ, কিন্তু আবেগের বশে কেউ ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে মনে করে প্রস্তুত ছিল – এত সহজে মেনে নেবে ওরা ওদের নেতার মৃত্যু তা ভাবতেও পারেনি। দেখা যাচ্ছে ঠিকই বলেছিল ও লীচকে: তোমাকে না হলেও চলবে এদের, কিন্তু আমাকে না হলে চলবে না।

তলোয়ারটা ধীরে সুস্থে খাপে পুরল মশিয়ে দো বাখনি, পোশাক তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল। উওগান এগিয়ে এসে কোট পরতে সাহায্য করল ওকে। সেই ফাঁকে সবার অলক্ষে নিচু গলায় বলল, 'তুমি আমাদের কেবিনে একটু এলে ভাল হতো, মশিয়ে। নতুন ক্যাপটেন নির্বাচন করা হবে এখন।' তারপর আরও আস্তে আরও নরম করে বলল, 'তোমার হয়ে কথা বলেছি আমি, চার্লি। নইলে হয়তো এতক্ষণে তোমারও লাশ পড়ে যেত। আমার সমর্থনে এ-যাত্রা বেঁচে গেলে, এটা মানো তো?'

'তাই নাকি? আমার তো ধারণা আমি বেঁচে আছি স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটের কারণে। যাই হোক, তোমার যদি ক্যাপটেন হওয়ার সাধ থাকে, সমর্থন জানাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমরা যাও, আমি আসছি একটু পরেই।'

ঘুরে উঁচু পাড়ে দাঁড়ানো তিনজনের দিকে হাঁটতে শুরু করল মশিয়ে

দো বাখনি।

ওকে আসতে দেখছে প্রিসিলা। শান্ত, অবিচলিত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে লোকটা এদিকে, যেন দৈনন্দিন কোনও কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। মানুষটা কি ইস্পাত দিয়ে তৈরি? এই যে একটু আগে একজন লোককে হত্যা করেছে, যেন সেটা কিছুই না; নিজে যে মারা পড়তে পারত, যেন তাতেও কিছুই এসে যায় না।

কাছে এসে যখন দাঁড়াল, ওর মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা চোখে পড়ল প্রিসিলার। কেন তা বলতে পারবে না, কিন্তু মানুষটার ভিতর আবেগ-অনুভূতি আছে টের পেয়ে ভাল লাগল ওর, কৃতজ্ঞ বোধ করল।

'আশা করি বেশি ভয় পাননি,' সহজ, সহৃদয় কণ্ঠে বলল ও। 'আপনাকে যাতে এসব দেখতে না হয়, সেজন্যেই কিছু বলে আসিনি।' মেজরের দিকে ফিরল এবার। হাঁ করে চেয়ে রয়েছে মেজর ওর দিকে, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। 'দেখলেন, আমাদের চর্চাটা কাজে দিল। আমার মনটা আগাম দিচ্ছিল, মালদিতা ছাড়ার আগেই প্রয়োজন পড়বে এটা আমার।'

'আপনি কি ওকে...ও কি মা-ম্মারা গেছে?' তোতলাচ্ছে মেজর।

'অসম্পূর্ণ কাজ করি না আমি, মেজর।'

কথাটায় আরও কিছু আছে আঁচ করে চট্ করে ফিরল প্রিসিলা ওর দিকে। 'মানে, আপনি ওকে মারতেই চেয়েছিলেন? ওকে মারার জন্যেই গিয়েছিলেন ওখানে আপনি আজ?'

প্রিসিলা যে ধাক্কা খেয়েছে টের পেল মঁশিয়ে দো বাখনি। দু-হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা ঝুঁকাল সে। 'উপায় ছিল না। এটা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। খুব বাড় বেড়ে গিয়েছিল লোকটার। বিশেষ করে আপনার জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ওর কপালে মরণ লেখা হয়ে গিয়েছে সেইদিনই। কিন্তু উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। অপেক্ষার সময়টুকু বড় কষ্টে ছিলাম, প্রিসিলা।'

'আমার জন্যে...' ঢোক গিলল ও, 'আমার জন্যে ওকে খুন করতে হলো?'

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইল মশিয়ে দো বাখনি ওর মুখের দিকে, তারপর বলল, 'কারণ হয়তো আরও থাকতে পারে, কিন্তু ইচ্ছেটা পুরোপুরিই সেইজন্যে। আপনার সঙ্গে ও যে বেয়াদবি করেছে, আপনাকে নিয়ে ও যা পরিকল্পনা করেছে সেজন্যে ওকে হত্যা করে আমার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না।।'

মশিয়ে দো বাখনির বাহুতে হাত রাখল প্রিসিলা অনেকটা নিজেরই অজান্তে। মুহূর্তে ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। কিন্তু তার দিকে কারও খেয়াল নেই।

'আমি ভয় পেয়েছিলাম – উহ্, এতো ভয় পেয়েছিলাম! আমি জানতাম, আমারই জন্যে… ইশ্‌শ্, আপনাকে যদি ও…' ঢোক গিলল প্রিসিলা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তারপর আরও ভয় লাগল। মনে হলো, মস্ত বিপদে আছেন আপনি; ওরা সবাই মিলে আপনাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে।'

'সত্যিই বিপদে আছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'কিন্তু না, ওখানে তেমন কোন বিপদ ছিল না; বিপদ আসলে আসছে সামনে।'

এমনি সময়ে লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল পিয়েখ।

'মশিয়ে!'

সাগরের দিকে মুখ ফিরাল মশিয়ে দো বাখনি। পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে ঘুরে এদিকে চলে এসেছে বিশাল তিনটে লাল জাহাজ। পাশাপাশি আসছে ওরা মস্ত সব মেঘের মত পাল তুলে। একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, নিচু গলায় বলল, 'এই যে, এসে পড়েছে বিপদ!'

সৈকতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে জলদস্যুরা জাহাজগুলোর দিকে, যেন জমে গেছে বরফ হয়ে। কারও মুখে টুঁ-শব্দ নেই। কয়েক মুহূর্ত পর জাহাজগুলো একটু ডানদিকে ফিরতেই পরিষ্কার দেখা গেল ওগুলোর মাথায় পতপত করে উড়ছে ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ। সোজা এগিয়ে আসছে ওগুলো লেগুনের প্রবেশমুখের দিকে। এইবার মনে হলো নরক তার সবকটা পিশাচকে উগরে দিয়েছে মালদিতার সৈকতে। চিৎকার-চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা, শাপ-শাপান্ত শুরু হয়ে গেছে, জটলা ভেঙে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছুটছে ওরা যে যেদিকে পারে। কেউ ছুটল জঙ্গলের দিকে,

একদল উওগানের পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে লুকাল কাত হয়ে পড়ে থাকা ব্ল্যাক সোয়ানের খোলের আড়ালে।

ওরা ধরেই নিয়েছে মরগানের জামাইকা স্কোয়াড্রনের জাহাজ এগুলো, এতদিন সাগরে এদিক ওদিক খুঁজছিল টম লীচের জাহাজ, আজ পেয়ে গেছে ওদের। নিশ্চয়ই এখন গোলাগুলি শুরু করে দেবে সৈকতের সবার উপর।

একমাত্র বানড্রি মাথা ঠাণ্ডা রাখল, বকাঝকা দিয়ে থামাল কয়েকজনকে। চেঁচাচ্ছে সে, 'আরে! কী হয়েছে? ভীতু ইঁদুরের মত দৌড়াদৌড়ি করছ কেন তোমরা? ভয়টা কিসের শুনি? এরা যারাই হোক না কেন, আমাদের সম্পর্কে কি জানে? ওরা দেখতে পাচ্ছে, একটা জাহাজ মেরামত করা হচ্ছে, আরেকটা চুপচাপ ভেসে আছে পানিতে। এর মধ্যে দোষের কি আছে?'

কয়েকজন দৌড় থামিয়ে ফিরে এল ওর কথা শুনে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো এখন। এরা কেন এসেছে জানি না আমরা – খাবার পানি নিতেও আসতে পারে। আমরা যে এখানে আছি তা কারও জানার কথা নয়। এরা যদি মরগানের লোকও হয়, কাত হয়ে শুয়ে থাকা ব্ল্যাক সোয়ানকে চিনবে কি করে? উওগান গাধাটার পিছনে ও-রকম দৌড় দিলে ওরা বুঝবে আমাদের মনে কোন পাপ আছে। শান্ত হও, দেখো ওরা কি চায়, তীরে আসে কি না; তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।'

বানড্রির কথায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে এলিস আর হ্যালিওয়েল ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাইকে শান্ত করতে। চল্লিশ কামানের প্রথম জাহাজটা ঢুকে এল লেগুনে, তারপর পাশ ফিরে দাঁড়াল। দেখা গেল ওটার গান পোর্ট খোলা, ভয়ঙ্কর কামানগুলো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। এতক্ষণ বানড্রির কথায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়ে গল্প করার ভান করছিল যারা, পালাবার জন্যে এবার তাদের পিঠ সোজা হয়ে গেল।

এখন আর ধমক বা চোখ রাঙানিতে কাজ হবে বলে মনে হলো না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে সবাই। ভয় পেয়েছে।

'আরে, বোকারা! ও ওর দাঁত দেখাচ্ছে, কিন্তু তাতে কি? ওরা তো জানে না আমরা কারা, তাই জানিয়ে রাখছে প্রয়োজনে কামান দাগবে।'

কিন্তু ওর সান্ত্বনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বড় জাহাজটা থেকে সাদা ধোঁয়া দেখা দিল, তার একমুহূর্ত পর ভেসে এল কামানের বিকট গর্জন, তারপর কেঁপে উঠল নিশ্চিন্তে ভাসমান সেন্টর। বুলওয়ার্ক থেকে চারদিকে ছিটকে পড়ল কাঠের টুকরো।

ভয় পেয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে একঝাঁক সী-গাল উঠল আকাশে, মিউ-মিউ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ করছে ওদের শান্তিভঙ্গের জন্য। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বেশির ভাগ জলদস্যু, বানড্রির পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ শোনার আগ্রহ হারিয়েছে ওরা।

আবার দাগা হলো কামান, লক্ষ্য সেই একই – বুলওয়ার্ক। কিন্তু সেন্টর থেকে কোন প্রত্যুত্তর এল না, গান পোর্টগুলো যেমন ছিল তেমনি বন্ধই থাকল, কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কাজেই আপাতত কামান দাগা বন্ধ রাখল নবাগত যুদ্ধ-জাহাজ। পাল নামিয়ে নোঙর ফেলার কাজে ব্যস্ত এখন। বাকি দুটো জাহাজও নামিয়ে ফেলেছে পাল, নোঙর নামাচ্ছে।

কারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকল না, সেন্টরের ওপর গোলা বর্ষণেই বোঝা গেছে জাহাজ তিনটে এদের সঙ্গে ভাব করতে আসেনি। ওরা শত্রুপক্ষ। এবং সম্ভবত এদের পরিচয় সম্পর্কে ওদের স্পষ্ট ধারণা আছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে সবাই জাহাজ তিনটের দিকে। নোঙর ফেলা হলে ওরা কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। এমন অসহায় অবস্থায় ফাঁদে পড়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওরা দোষটা কার।

বেশি সময় লাগল না, দেখা গেল একদল ছুটে আসছে উঁচু পাড়ে দাঁড়ানো দো বাখনির দিকে। দো বাখনির বামে দাঁড়ানো প্রিসিলা, আর প্রিসিলার বামে মেজর স্যান্ডস। ওদের সবার পিছনে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়েখ।

ঘটনাবহুল জীবনে কখনও এমন সচকিত, সজাগ ও সতর্ক বোধ করেনি মশিয়ে দো বাখনি। এই মুহূর্তটির জন্যেই চিন্তায় ছিল সে

এতক্ষণ। প্রিসিলার দিকে একটু সরে এল সে, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'এই সেই বিপদ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, ঘাবড়াবেন না।'

এই বলে বুক টান করে সামনে এগোল মশিয়ে দো বাখনি অগ্রসরমান জটলার মোকাবিলা করতে। কয়েক পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, বাম হাতটা তলোয়ারের বাঁটের কাছে এমনভাবে রাখা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে ডানহাতে একটানে বের করে আনা যায় অস্ত্রটা।

ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের মত এল ওরা। প্রায় দুশো লোক। কেউ মুঠি পাকিয়ে ঝাঁকাচ্ছে ওর নাকের সামনে, কেউ অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে, একজন একটা ম্যাশেটি হাতে ভঙ্গি করে দেখাচ্ছে ওটা দিয়ে কি করা হবে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল মশিয়ে দো বাখনি। ওরা একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালে ঝনঝনে, জোরাল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হচ্ছে এখানে? গাধার দল! তোমরা কাকে আক্রমণ করতে এসেছো! একমাত্র যার পক্ষে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা বের করা সম্ভব তাকে? পারবে আর কেউ তোমাদের রক্ষা করতে?'

গোলমাল কমে এল। খুন করার আগে ওরা শুনতে চায় কি বলার আছে ফরাসী লোকটার। দো বাখনি দেখতে পেল, ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে বানড্রি। সামনে এসেই ঘুরে দাঁড়াল সে, দুই হাত তুলে ভিড় করে আসা লোকেদের পিছনে সরাচ্ছে। আবারও প্রমাণ করল সে, আবেগে আপ্লুত হয়ে কিছু করে বসার চেয়ে সে বিচার-বিবেচনাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমরা!' কোনমতে বলল সে। গলা ভেঙে গেছে এতক্ষণ চেঁচিয়ে। 'সরে যাও। শুনতে দাও চার্লির কি বলার আছে।' তারপর সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজগুলো কার? তোমার জানা আছে, চার্লি?'

'কেন, তোমার জানা নেই? সামনেরটা রয়াল মেরি, মরগানের ফ্ল্যাগশিপ। জামাইকা স্কোয়াড্রনের জাহাজ এ তিনটে। মরগান আছে ওই জাহাজে। স্যার হেনরি মরগান। কিন্তু যা চায় তা পাবে না সে,

দেরি করে ফেলেছে অনেক। টম লীচকে দরকার ছিল ওর।'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। শুধু কি টম লীচকেই চায়? তার অনুচরদের না? কি করে ভাবছে সে যে ওরা বেঁচে যাবে ওর হাত থেকে? আসলে কি ঘটবে ওদের কপালে?

'আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি,' তিক্ত হাসি হাসল সে। 'কোনও সন্দেহ নেই তাতে। তোমরা যদি আমাকে জবাই করে ফাঁসীতে ঝুলানোর আনন্দ থেকে মরগানকে বঞ্চিত করতে চাও, বিশ্বাস করো, আমি বরং খুশি হব তাতে। আমার জন্যে এটা অনেক সহজ মৃত্যু হবে।'

কথাটা মনে ধরল সবার। ঠিকই তো, যে লোক মরগানের লেফটেন্যান্ট ছিল, চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যাওয়ার নাম করে আবার যে বোম্বেটেদের খাতায় নাম লিখিয়েছে, যোগ দিয়েছে ক্যাপটেন লীচের দলে, তাকে মরগানের কোনও রকম দয়ামায়া করার কথা নয়। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে থমকে গেল সবাই। এটা তো ভাবেনি ওরা! দেখা যাচ্ছে, মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে।

এমনি সময়ে ব্ল্যাক সোয়ানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এইদিকে ছুটে এল উওগান একদল লোক নিয়ে। ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝে নিয়েছে এভাবে মরগানের হাতে ধরা পড়ার জন্য দায়ী আসলে দো বাখনি। ওদের নিজেদের যা হওয়ার হবে, এই বিশ্বাসঘাতক ফরাসীটাকে সবার আগে ঝোলাতে হবে ফাঁসীতে।

দীর্ঘ হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে উঠল উওগান, 'ওর যা খুশি বলুক, আজকের এই অবস্থার জন্যে আমাদের টপগ্যাল্যান্ট চার্লিকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। ও-ই আমাদের নিয়ে এসেছে এখানে। ওরই কথায় এরকম কাত হয়ে শুয়ে অসহায় অবস্থায় ধরা পড়েছি আমরা মরগানের হাতে।' হাত লম্বা করতেই ওর আঙুল চলে এল দো বাখনির নাকের কাছে। 'সব দোষ ওর!'

উওগানের এই বক্তৃতা অনেকের মনেই দো বাখনির প্রতি অন্ধ আক্রোশের সৃষ্টি করল। কিন্তু দো বাখনির দাবড়ি খেয়ে বোকা হয়ে গেল ওরা।

'তুমি কি নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে আরেকজনের দিকে আঙুল তাক করে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ, গাধা কোথাকার?'

উওগানকে স্তম্ভিত করে দিল এই অভিযোগ। সবাই কান পাতল শুনবে বলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল দো বাখনি, 'আজ যদি আমরা অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ে থাকি, এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তোমার, উওগান, আর তোমার ওস্তাদ কসাই টম লীচের। তোমরা যদি সতর্ক হতে তাহলে আজ আমাদের কামান থাকত ওই পাহাড়ের মাথায়, মরগানের বাপেরও সাধ্য হত না এই লেগুনে ঢুকে কামান দাগে।'

ব্যাপারটা সবার বুঝে ওঠার জন্যে কিছুটা সময় দিল মশিয়ে দো বাখনি। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, সেও যখন পাল্টা অভিযোগ করে তখন সবাইকে শুনতেই হয়।

'তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে ছুটে এসেছ এখানে, ভাবতে অবাকই লাগছে। কিন্তু আর সবাই তো আর তোমার মত গাধা না। সবারই বিচার-বুদ্ধি বলে কিছু আছে। তুমি বা তোমার ওস্তাদ টম লীচ, দুজনের কেউই নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখোনি কোনদিনই, না জলে, না ডাঙায়। প্রমাণ তো এই মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। তুমি বলছ দোষ আমার। আমি এখানে লীচকে নিয়ে এসেছিলাম, তার কারণ এর চেয়ে ভাল জায়গা ছিল না আমার খোঁজে। কিন্তু আমি কি তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করেছিলাম? আমি কি তোমাদের বলেছিলাম ওগুলো ওখানে সাগর-তীরে ওভাবে ফেলে রাখতে?' হাত তুলে কামানগুলো দেখাল সে সবাইকে। 'তোমার কি ধারণা আমি সাবধান করিনি ওকে? আজ যদি আমাদের ষাটটা কামান তৈরি থাকত, মরগানের সাধ্য ছিল এই লেগুনে ঢোকে? কিন্তু আমার কথা শোনেনি ও।'

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল উওগান, 'ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না কেউ! মিথ্যে কথা! ও কোনও পরামর্শ দেয়নি লীচকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা!'

'বেশ মেনে নিলাম, মিথ্যে কথা। কিন্তু দয়া করে বলবে, তুমি এই

উপদেশটা ওকে দাওনি কেন? আমাদের সবার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলে তোমরা, বলো সবার সামনে, কতটুকু পালন করেছ তোমরা তোমাদের দায়িত্ব?' হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'তাহলে দোষটা আমার হচ্ছে কিভাবে? তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করোনি, সেজন্যে ছুটে এসেছ আমাকে দায়ী করতে, শুনি, কোন্ যুক্তিতে? উত্তর দাও, উওগান, সবাই শুনুক!'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, বলো! বলো! জবাব দাও!'

'হায়, খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল উওগান। নিজের তোলা অভিযোগ ফিরে এসেছে নিজেরই উপর। 'তোমরা কি এই মিথ্যাবাদীর কথা শুনবে? টপগ্যাল্যান্ট চার্লির কথা জানা নেই তোমাদের? ওর মত ধূর্ত আর খল্ চরিত্রের লোকের কথায় ভুলবে তোমরা? চালবাজির সাহায্যে ও তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারছ না? আমি বলছি, ও হচ্ছে...'

'বলো, প্রতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাওনি কেন? পাহাড়ের মাথায় কামান ফিট করনি কেন?' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাল একজন।

'নিজের দোষের কৈফিয়ৎ দে আগে! প্রশ্নের জবাব দে, কুত্তির বাচ্চা!' দাবড়ি লাগাল আরেকজন।

কাঁপতে শুরু করেছে উওগান। মানসচোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নিজের মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা। এদিক ওদিক চেয়ে কারও কাছ থেকেই সাহায্যের আশ্বাস পেল না। তবে মশিয়ে দো বাখনি এগিয়ে এল দুই কদম, কিছু বলতে চায়। জনতার রোষ নিজের ওপর থেকে সরানো গেছে, এইবার এই ব্যাটাকে বাঁচিয়ে দেয়া হয়তো সম্ভব।

'এই গাধার কথা ছাড়ো!' বলল দো বাখনি সবার উদ্দেশে। টান দিয়ে ওকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। 'এখন কার দোষ তা খুঁজে বের করলেই কি আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাব? না। আমাদের ভাবতে হবে উদ্ধারের উপায় নিয়ে।'

উদ্ধারের কথায় মুহূর্তে সবার মনোযোগ চলে এল ওর দিকে। সব কজন দস্যুর চোখ এখন মশিয়ে দো বাখনির মুখের উপর। পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল মোটা নেড হ্যালিওয়েল আর লাল চুলো এলিস–উৎকর্ণ। পাশ থেকে বিচক্ষণ বানড্রি বলল, 'ভেবে দেখেছি। কসম খোদার, কোনও পথ নেই!'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল মশিয়ে দো বাখনি। 'বুকে সাহস রাখো, বানড্রি! হতাশ হওয়ার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি।'

'সাহসের কমতি নেই আমার!' বলল বানড্রি। 'বিচার-বুদ্ধিরও কমতি আছে বলে মনে করি না আমি।'

'তারপরেও আরেকটা জিনিস থাকে, বানড্রি। সেটার নাম হলো উদ্ভাবনী ক্ষমতা।'

'তুমি যদি কিছু আবিষ্কার করতে পার যা আমাদের সাহায্যে আসবে, চার্লি,' বলল চাঁদমুখো হ্যালিওয়েল, 'তাহলে বাকি জীবন তোমার পিছনে হাঁটব।'

এই কথায় জোর সমর্থন জানাল সবাই একযোগে। তাকিয়ে আছে চিন্তারত দো বাখনির ভুরু কুঁচকানো মুখের দিকে। খানিক পরেই মৃদু হাসি দেখা দিল ওর মুখে। আশার আলো জ্বলে উঠল সবার চোখে।

'একটা কথা জেনে রাখো, আজই শেষ। আজকের পর আর কোনদিন টপগ্যাল্যান্ট চার্লি তোমাদের নেতৃত্ব দেবে না।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তবে এটাও জেনে রাখো, আমাদের রক্ষা পাওয়া সম্ভব; অন্তত তোমাদের যে বাঁচাতে পারব তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেল ওদের চোখ। দুর্বোধ্য আওয়াজ বের হলো অনেকের গলা দিয়ে। দো বাখনির এই আশ্বাস কিভাবে গ্রহণ করবে বুঝতে পারছে না। ঠিক এমনি সময়ে 'বুম্‌ম্‌!' আওয়াজে সবাই পিছন ফিরে চাইল। মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ থেকে। ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পামগাছে পড়ল গোলাটা।

দেখা গেল, জাহাজের ফোরটপসেইলটা উঠছে-নামছে। মনে মনে গুনছে দো বাখনি, গোনা শেষ হলে বলল, 'আমাদের নৌকা পাঠাতে বলছে।'

সবাই ফিরল ওর দিকে। সহজ ভঙ্গিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করল মশিয়ে

দো বাখনি। বলল, 'হুকুম মানতে হবে, নইলে কামান থেকে ছররা মেরে আমাদেরকে বিছিয়ে দেবে বালির ওপর। তোমাদের কয়েকজন লং বোটটা পানিতে নামাও। তুমি এর তদারকি করো, হ্যালিওয়েল।'

'তুমি আমাকে পাঠাবে নাকি!' আত্মা চমকে গেল হ্যালিওয়েলের।

'না-না। বোট নামানোর কসরত করতে থাকো, প্রয়োজনে নামাও পানিতে। ওদের দেখাও, নির্দেশ মত কাজ করছি আমরা। তাতে গোলাগুলি বন্ধ রাখবে ওরা। ধীরে কাজ করাও, তাড়াহুড়ো কোরো না।'

ছয়-সাতজন লোক বাছাই করে নিয়ে থপ্-থপ্ পা ফেলে রওনা হয়ে গেল হ্যালিওয়েল। এই কয়জন যে গেল, এদেরকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিতে হলো। সবাইকে রক্ষা করার জন্যে কি অভিনব বুদ্ধি বের করেছে ফরাসী লোকটা, জানার জন্যে ওদের বুকের ভিতরটা আকুলি বিকুলি করছে।

এবার বানড্রির দিকে ফিরল মশিয়ে দো বাখনি। কিন্তু কথা বলল এমন স্বরে যেন উপস্থিত সবাই শুনতে পায়।

'আমি যতদূর জানি মরগান শুধু একটা জিনিস চায়। যেমন করে হোক। এটার জন্যেই এসেছে ও এখানে। এর জন্যে ইংলিশ ক্রাউনের নামে পাঁচশো পাউন্ড পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। হ্যাঁ, পাঁচশো পাউন্ড! আমি জানি, প্রয়োজনে এর চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতে রাজি হবে সে ওই জিনিসটার জন্যে। আমরা দর কষাকষি করব। আমাদের সবার মুক্তির বিনিময়ে তুলে দেব ওর হাতে সেই জিনিসটা। কপাল ভাল, ওটা দিতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। জিনিসটা হলো বিদ্রোহী টম লীচের মাথা।'

দম আটকে ফেলল বানড্রি অভিনব প্রস্তাব শুনে। বুঝতে পারছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু কথাটা শোনা মাত্র স্বস্তির শ্বাস ফেলল আর সবাই, দু-একজন হেসেও উঠল। কারণ মরগান জানে না মারা পড়েছে টম লীচ। এই তরফ থেকে জানানোও হবে না, ভাব দেখানো হবে, তাকে ধরতে গিয়ে খুন করতে হয়েছে।

কিন্তু এলিস একটা অসুবিধার কথা তুলল।

'তা ঠিক,' বলল সে। 'কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?

কে যাবে মরগানের কাছে আমাদের প্রস্তাব নিয়ে? ফিরে আসতে পারবে সে? আমি ভাল করে চিনি নেকড়েটাকে। যে যাবে তাকে ধরে প্রথমে পালের ডাণ্ডার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে, তারপর টম লীচের মাথাও চাইবে।'

'আসলে রাজিই হবে না,' বলল বানড্রি জোরের সঙ্গে। 'কেন রাজি হবে? ওর মুঠির মধ্যে রয়েছি আমরা; ওর করুণার ওপর নির্ভর করছে এখন আমাদের সবার বাঁচা-মরা। কোনও কথাই শুনবে না, ও চাইবে শর্তহীন আত্মসমর্পণ।' তাকাল দো বাখনির চোখের দিকে, 'তোমার তো এটা বোঝার কথা, দো বাখনি। এসব কী আবোলতাবোল বোঝাচ্ছ আমাদের?'

বানড্রির কথায় চমকে উঠল সবাই। মন দিয়ে শুনল মশিয়ে দো বাখনি ওর কথাগুলো। তারপর মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। 'মানুষের মন ভেঙে দিতে তোমার কোন জুড়ি নেই, বানড্রি। কে বলেছে ওর মুঠির মধ্যে রয়েছি আমরা? আমরা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলে ও কি করবে? আমাদের পিছনে সৈন্য পাঠালে ওরা মারা পড়বে বেশুমার, সে কথা জানে না মরগান? আর আমাদের খাবারের মজুদ কি পরিমাণ আছে, কতদিন পর আমরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হব তার ঠিক আছে?' চারপাশে চেয়ে দেখল আবার আলো ফিরে আসছে লোকের চোখে। 'আমার প্রস্তাব যে ও মানবেই তার কোন গ্যারান্টি নেই। সোজা নাকচ করে দিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? ভেবে দেখো, টম লীচকে শেষ করা ওর জন্যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, লীচের কারণে সরকারের কাছে পদে পদে অপদস্থ হচ্ছে সে ইদানীং।'

জোর সমর্থন এল সবার কাছ থেকে। মেনে নিতে বাধ্য হলো বানড্রি। বলল, 'ঠিক আছে, মানলাম, চেষ্টা করায় দোষ নেই। কিন্তু একটু আগে এলিস যে প্রস্তাব তুলল: কে নিয়ে যাবে তোমার প্রস্তাব? কে গিয়ে দাঁড়াবে মরগানের সামনে? আমার তো মনে হচ্ছে উওগানেরই যাওয়া উচিত, কারণ আমাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখা লীচের পর ওরই দায়িত্ব ছিল।'

'আমি? আমাকে?' ফোঁস করে উঠল উওগান। 'পচে মরো তুমি, শুয়োর কোথাকার! তোমারও দায়িত্ব ছিল সেটা।'

'আমি একজন শিপমাস্টার, নৌ-সেনা নই,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল বানড্রি।

'আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা ঠিক না। সমাধান আছে আমার কাছে।' পিছন ফিরে প্রিসিলাকে দেখল সে। 'ওই যে আমার স্ত্রী। কেউ বলতে পারবে না নারীর বিরুদ্ধে কোনদিন যুদ্ধ করেছে মরগান। আজ পর্যন্ত কখনও কোন নারীর বিরুদ্ধে একটি আঙুল তোলেনি সে। কোন মেয়েকে জলদস্যু বলতেও পারবে না সে। ওর তরফ থেকে আমার স্ত্রীর কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে নেই। আর নৌকাটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওর ভাই আর আমার কাজের লোক পিয়েখ। আমাদের দূত হিসেবে মাদাম দো বাখনি মরগানকে গিয়ে বলবে, আমাদের জীবন, আমাদের মুক্তি এবং আমাদের এই জাহাজ দুটোয় উঠে যেখানে খুশি চলে যাওয়ার স্বাধীনতার বিনিময়ে আমরা জীবিত বা মৃত টম লীচকে তুলে দিতে পারি তার হাতে।'

'কি করে আশা করছ যে এই প্রস্তাবে ও রাজি হবে?' মশিয়ে দো বাখনির শান্ত মুখে স্থির হয়ে রয়েছে বানড্রির চোখের দৃষ্টি, প্রতারণার আভাস খুঁজছে।

'কেন নয়?' হালকা সুরে বলল দো বাখনি। 'ও জানে লীচই তোমাদের চালিকা শক্তি। লীচ শেষ হয়ে গেলে তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে যাবে এদিক ওদিক। সবচেয়ে বড় কথা, ওর এখন যত শীঘ্রি সম্ভব সরকারকে জানাতে হবে যে ধ্বংস হয়ে গেছে টম লীচ, তা নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে ও নিজেই।'

এরপর কিছুক্ষণ গুজুর-গুজুর করল ওরা, বানড্রি আর এলিসের মধ্যে ছোটখাট বিতর্ক হলো, কেউ একজন মাদাম দো বাখনির নিরাপত্তা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলল – তবে সবার ধমক খেয়ে সে থেমে যেতে বাধ্য হলো। দো বাখনি নিজেই যখন প্রস্তাব দিয়েছে, তখন তার স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব ওরই, এ নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসল কথা, ওদের প্রস্তাবটা যাচ্ছে মরগ্যানের কাছে, কিন্তু ওদের কাউকে বিপদ ঘাড়ে নিতে হচ্ছে না।

আলোচনা শেষে কিছুটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দো বাখনিকে জানাল

ওরা, রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা যখন রয়েছে, ওরা রাজি; প্ল্যান মাফিক কাজ করা যেতে পারে।

১৯

স্যার হেনরি মরগান

বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে চলেছে প্রিসিলা। তার একপাশে মশিয়ে দো বাখনি আর অপরপাশে মেজর স্যান্ডস। এদের দুপাশ থেকে আঠার মত সেঁটে আছে বানড্রি আর এলিস। পিয়েখ হাঁটছে ওদের পিছনে। তার পিছনে আসছে জনা কয়েক জলদস্যু। প্রিসিলার মনে হচ্ছে চারপাশে যা ঘটছে সব অবাস্তব, স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে বুঝি ও।

এই একটু আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতেই প্রিসিলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মশিয়ে দো বাখনি। 'তুমি শুনেছ, প্রিসিলা, তোমাকে কি করতে হবে?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে প্রিসিলা। 'শুনেছি।' বলে বোবা, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে ও ফ্রেঞ্চম্যানের মুখের দিকে। আরও কিছু যেন শুনতে চায়।

ওর কপালে এসে পড়া একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিয়েছে দো বাখনি। 'কোন ভয় নেই, লক্ষ্মী। স্যার হেনরি মরগান তোমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবেন।'

'আমি জানি। তা নইলে তুমি আমাকে ওখানে পাঠাতে না।' সোজা সাপটা জবাব দিয়েছে প্রিসিলা। তারপর ওর আসল ভয়টা বেরিয়ে এসেছে। 'আর তুমি?'

'আমি?' হাসল দো বাখনি। 'আমার কথা চিন্তা কোরো না। ভাগ্যদেবির হাতে ভালই থাকব আমি। সব নির্ভর করবে এখন তোমার ওপর।'

'আমার ওপর?'

'হ্যাঁ, আমাদের প্রস্তাবটা বয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিকমত ওর কাছে পৌঁছে দিতে পারার ওপর।'

'তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পার তুমি আমার ওপর।'

'চলো তাহলে। হাতে সময় নেই। বোট তৈরি হয়ে গেছে। যেতে যেতে আমি বলে দিচ্ছি ঠিক কি বলবে তুমি মরগানকে।'

একসাথে রওনা হয়েছে সবাই। মেজর হাঁটছে চুপচাপ। মনের খুশি যাতে প্রকাশ পেয়ে না যায় সেজন্যে মুখটা গোমড়া করে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাচ্ছে। হঠাৎ করে এই দোজখের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গিয়ে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে তার। এই তো, আর একটু গেলেই ইংল্যান্ডের জাহাজে উঠে পড়বে সে, তারপর আর তাকে পায় কে!

সবাইকে শুনিয়ে, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে বুঝিয়ে বলছে মশিয়ে দো বাখনি। মন দিয়ে শুনছে প্রিসিলা, কিন্তু মেজর তার নিজের চিন্তায় বিভোর। দুবার সতর্ক করেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি দো বাখনি।

ওদের কাজ হচ্ছে মরগানকে সোজাসুজি বলা, টম লীচকে সে পেতে পারে, তবে বিনিময়ে দ্বীপের সবাইকে তাদের নিজেদের জাহাজে করে যখন খুশি যেখানে খুশি চলে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে। আরও কিছু যদি সে দাবি করে তাহলে এটুকু বলা যাবে: এরা ভবিষ্যতে দস্যুতা ছেড়ে দেবে, এমন কি তার নিদর্শন হিসেবে জাহাজ থেকে মরগানের চোখের সামনে কামানগুলো পানিতে ফেলে দিতেও রাজি আছে। ব্যস, এর বেশি আর কিছু না।

কিন্তু যদি এই শর্ত মানতে মরগান রাজি না হয়, তাহলে ওকে জানাতে হবে, অঢেল খাবার আর গোলাবারুদ আছে ওদের কাছে; তাই নিয়ে ওরা সরে যাবে জঙ্গলে। ওখানে দো বাখনির পরিচালনায়

অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকতে পারবে ওরা। মরগান যদি সৈন্য পাঠিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করতে চায়, তাহলে নির্বিচারে হত্যা করা হবে তাদের। লীচকে তো পাবেই না, ওদের কারও টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না আগামী কয়েক মাস।

গোটা প্রস্তাব আগাগোড়া মুখস্থ বলে মহড়া দিতে হলো প্রিসিলাকে, যাতে এর সঙ্গে একটি শব্দও যোগ না হয়, কিংবা বাদ না পড়ে। এলিস আর বানড্রি গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

ভেজা বালিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ছয়জন লোক হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে স্থির রেখেছে নৌকাটা। হ্যালিওয়েল বলল মাদামকে সে তুলে দেবে, মেজর আর পিয়েখ নিজেরাই হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে উঠবে নৌকায়।

কাঁপছে প্রিসিলা, রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে মুখ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মশিয়ে দো বাখনির মুখোমুখি। দুই হাতে চেপে ধরল ওর দু'বাহু।

'চার্লস!' শুধু এইটুকুই বলতে পারল মেয়েটা। আবার বলল, 'চার্লস!' কণ্ঠে তীব্র বেদনা, দৃষ্টিতে গভীর আশঙ্কা।

মাথা নিচু করে চাইল দো বাখনি। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল মমতা, রোদে পোড়া মুখে ঝিক্ করে উঠল মিষ্টি হাসি।

'কোনও ভয় নেই, প্রিসিলা। আমি আবার বলছি, কোনও ভয় নেই। কিচ্ছু না। মেয়েদের সঙ্গে মরগানের কোনও ঝগড়া নেই।'

প্রিসিলার চোখে মুহূর্তের জন্যে রাগের আভাস ফুটে উঠল। 'তুমি কি কোনদিন বুঝবে না, আমার নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছি না আমি? আমাকে এতই নীচ ভাবতে পার?'

হাসি মুছে গেল দো বাখনির মুখ থেকে। সেই জায়গায় দেখা দিল বেদনা। ছল ছল করছে চোখ দুটো। আর একটি কথাও বলতে পারল না। বানড্রির দিকে ফিরল সে। 'একটা মিনিট আমাদের একা কথা বলতে দেবে? বলা যায় না, হয়তো জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল বানড্রি। 'দুঃখিত, চার্লি। আমরা এখন জানি ঠিক কি মেসেজ নিয়ে যাচ্ছে মাদাম বাখনি, কিন্তু তোমাদের আলাদা কথা বলতে দিলে আমরা জানব না আরও কি যোগ-বিয়োগ হচ্ছে আমাদের

শর্তের সঙ্গে।'

ওকে সমর্থন দিল এলিস।

'কাজেই...' কাঁধ ঝাঁকাল মশিয়ে দো বাখনি। আবার হাসি ফুটল ওর মুখে। বলল, 'কাজেই, বিদায়, প্রিসিলা, আর কিছু বলার নেই আমার।' নিচু হয়ে ওর গালে চুমু খেতে গেল সে, চট্ করে মুখ সরিয়ে ঠোঁটে নিল প্রিসিলা চুমুটা।

'চার্লস!' নিচু, ধরা গলায় আবার ডাকল ও। দুঃখে পুড়ছে ওর কলজেটা।

হঠাৎ কাঠিন্য হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মশিয়ে দো বাখনির মুখ। পিছিয়ে গেল এক পা, হাত নাড়ল হ্যালিওয়েলের উদ্দেশে। মোটকু শিপমাস্টার পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে, হাঁটু পানি ভেঙে তুলে দিল নৌকার পাটাতনে। মেজর আর পিয়েখও গিয়ে উঠল এবার। দুটো দাঁড় তুলে নিল ওরা হাতে। জলদস্যু ছয়জন 'হেঁইও' বলে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিল নৌকাটা বেশি পানিতে। রওনা হয়ে গেল লং বোট, ছোট্ট একটা সাদা পতাকা পত্পত্ করে উড়ছে গলুইয়ে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল দো বাখনি নৌকাটাকে। ভেবেছিল ফিরে তাকাবে বুঝি প্রিসিলা, শেষবারের মত দেখতে পাবে ওকে – কিন্তু না, তাকাল না ও। পিছন ফিরল দো বাখনি, বানড্রি আর এলিসের সঙ্গে তীর বেয়ে উঠে গেল উপরে।

লং বোটে চুপচাপ বসে অঝোরে কাঁদছে প্রিসিলা। আর সহ্য করতে না পেরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে পিয়েখ বলল, 'মাদামোয়াজেল, দয়া করে কাঁদবেন না। কান্নার কিছুই নেই। কোনও ক্ষতি হবে না মশিয়ে দো বাখনির। বিশ্বাস করুন, ভালোয় ভালোয় শেষ হবে সব।'

'তা যদি না-ও হয়,' বলল মেজর, 'তেমন তো কোনও ক্ষতি দেখছি না।'

দো বাখনির জন্যে প্রিসিলাকে কাঁদতে দেখে তেতো হয়ে গেছে মেজরের মন, পানির ধারে ছোট্ট নাটকটাও ওর চোখ এড়ায়নি। তিক্ততার সঙ্গে সে অনুভব করতে পারছে, ওই বোম্বেটে কসাইটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রিসিলা। সে অবশ্য জানে, এই ভ্রম কেটে যেতে খুব

বেশি দেরি হবে না। ইংল্যান্ডে ভদ্র পরিবেশে সম্ভ্রান্ত লোকজনের সমাজে কদিন ওঠা-বসা করলেই কি ওকে মানায় আর কোনটা মানায় না, বুঝে নেবে ও অল্পদিনেই। কাজেই আশা ছাড়েনি সে, স্থির করেছে, এখন থেকেই ওকে ট্রেনিং দিয়ে ওর দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর কথা বলতেও সে ছাড়বে না। শেষ চুমুটা একেবারে আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওর বুকে।

মেজরের মন্তব্যে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও কান্না থামল ওর। কান্না ভেজা চোখে এখন আগুন ঝরছে। সোজা মেজরের চোখের দিকে চেয়ে কৈফিয়ৎ চাইল। 'এসব কী যা-তা কথা বলছেন?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করল মেজর। 'একজন মানুষ, যে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিল, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কি এই নমুনা দেখাচ্ছেন আপনি, মেজর?'

'ও আমাদের উদ্ধার করল কখন? বরং আমরাই এখন ওর আর ওর খুনে বন্ধুদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে দেখব।'

'ও, এই বুঝেছেন বুঝি আপনি! তাহলে বলতেই হয়, যতখানি ধারণা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বড় গর্দভ আপনি!'

'প্রিসিলা!' বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে রইল মেজর প্রিসিলার দিকে। এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ তো দূরের কথা, মেয়েটা ভাবতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। এই কথা বলে ফেলা মানে তো সব শেষ হয়ে যাওয়া। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ওর মনে হলো প্রিসিলার এখন মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলছে নিজেও জানে না। জোর করে মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটাল সে, বলল, 'এভাবে বলতে নেই, প্রিসিলা। তাতে সম্পর্কের অবনতি হয়, সমাজে চলা যায় না। এখন তো তুমি আর ছোটলোকদের সঙ্গে থাকবে না, ভদ্র সমাজে ফিরে ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাস করতে হবে তোমাকে।'

কোনও জবাব দিল না প্রিসিলা, তাই ওর মনের মধ্যে কি চলছে টের পেল না মেজর স্যান্ডস। আবার বৈঠা চালাতে শুরু করেছে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লং বোট ভিড়ল এসে ফ্ল্যাগশিপের গায়ে।

মেজরের বাড়ানো হাত উপেক্ষা করে পিয়েখের সাহায্য নিয়ে সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠে গেল প্রিসিলা সবার আগে। তারপর উঠল মেজর স্যান্ডস, সব শেষে পিয়েখ।

ওপরে উঠে প্রিসিলা দেখল অভ্যর্থনার জন্যে জমকাল বেমানান পোশাক পরা মোটাসোটা এক প্রৌঢ় লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর হলুদ মুখে একজোড়া ঝোলানো গোঁফ ছাড়া দেখার কিছুই নেই। জাহাজের মাঝ-ডেক পর্যন্ত পৌঁছে এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল সশস্ত্র নৌ-সেনা।

'খোদা, রক্ষে করো! ব্যাপারটা কি?' চেঁচিয়ে উঠলেন মোটা ভাদ্রলোক। 'কে তুমি, ম্যাডাম?'

'আমি প্রিসিলা হ্যারাডিন, স্যার জন হ্যারাডিনের মেয়ে। উনি লীওয়ার্ড আইল্যান্ডসের ক্যাপটেন জেনারেল ছিলেন।' একটু থেমে বলল, 'আপনিই কি স্যার হেনরি মরগান?'

পরচুলার উপর থেকে পাখির পালক গোঁজা হ্যাটটা নামিয়ে এক পা ভাঁজ করে মহা আড়ম্বরে সৌজন্য প্রদর্শন করলেন মোটা মানুষটা।

'তোমার খেদমতের জন্যে প্রস্তুত, ম্যাডাম। কিন্তু টম লীচের জঘন্য লোকগুলোর সঙ্গে মিস প্রিসিলা হ্যারাডিন কি করছে? একজন ক্যাপটেন জেনারেলের মেয়ের জন্যে ব্যাপারটা একেবারেই বেঠিক, বেমানান হয়ে গেল না?'

'আমাকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে, স্যার হেনরি।'

'খুনে ডাকাতদের তরফ থেকে? রক্ষে করো, খোদা! ওদের মধ্যে তুমি গেলে কি করে, ম্যাডাম?'

এমনি সময়ে উঠে এল মেজর, একটু থেমে নেমে এল মাঝ ডেকে। ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি মেজর স্যান্ডস। মেজর বার্থোলোমিউ স্যান্ডস, অ্যান্টিগুয়ায় পরলোকগত স্যার জন হ্যারাডিনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।'

মরগানের গাঢ় চোখের দৃষ্টি মেজরকে দ্বিধায় ফেলে দিল। কেমন যেন একটা বিদ্বেষ মাখা টিটকারীর ভাব রয়েছে লোকটার মধ্যে। বোঝা গেল, মেজরের নাম বা পদবী কোনই গুরুত্ব পায়নি তাঁর কাছে।

'তাই যদি হয়, আপনার দায়িত্ব ফেলে কি করছেন আপনি এখানে?

আপনারা কি অ্যান্টিগুয়াতে বন্দী হয়েছিলেন? কই, এমন কোনও খবর তো আসেনি আমার কানে?'

'আমরা সেন্টর নামের এক জাহাজে করে ইংল্যান্ডে ফিরছিলাম,' পাশ ফিরে আঙুল তুলে দেখাল মেজর, 'ওই যে ওটা ওখানে। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল দো বাখনি নামে এক ফ্রেঞ্চ ডাকাত। শুনেছি, এক সময় বদমাশটা আপনার লেফটেন্যান্ট ছিল।'

'আচ্ছা!' আগ্রহ ফুটে উঠল মরগানের হলুদ মুখে, কিন্তু বিতৃষ্ণার ছাপ তাতে বাড়ল বই কমল না। 'ফ্রেঞ্চ ডাকাত, বদমাশ দো বাখনি, অ্যাঁ? বেশ, বেশ। বলে যান।'

মেজরকে থামিয়ে আসল কথায় আসার চেষ্টা করে দেখল প্রিসিলা, কিন্তু তাকে আটকানো গেল না। টম লীচের সেন্টর আক্রমণ, দো বাখনির ওদের দলে যোগদান, প্রিসিলা ও তাকে স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাই হিসেবে পরিচয় দেয়া – সব বলে গেল গড় গড় করে। প্রতিবার দো বাখনির নামটা উচ্চারণের আগে-পরে বিশ্রী কিছু বিশেষণ যোগ করতে ভুলল না। শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে কর্কশ ভঙ্গিতে মেজরকে থামিয়ে দিলেন স্যার হেনরি।

'ব্যাপার কি? আপনার কথা যদি সত্যি হয়, দেখা যাচ্ছে দো বাখনি লোকটা শুধু আপনাদের প্রাণই বাঁচায়নি, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি করেছে।'

'*যদি* আমার কথা সত্যি হয়?' আত্মসম্মানে ঘা লেগে গেল তর্কবাগীশ মেজরের। 'আপনি বলছেন, *যদি* আমার কথা সত্যি হয়! তার মানে কি, মিথ্যেও হতে পারত?'

'ফালতু তর্ক না করে বলুন তারপর কি হলো। আপনি যদি মিথ্যুক না হন, স্যার, আমি বলব, আপনি গত কয়েক বছরে আমার দেখা সবচেয়ে নীচ মনের জঘন্য ইতর।'

সাদা হয়ে গেল মেজর, তারপর লাল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'স্যার হেনরি, আমি রাজার কমিশনপ্রাপ্ত একজন–'

'তাতে কি? আমিও তো তাই। আরও হাজারটা পাজি-বদমাশ পাওয়া যাবে, তারাও হয়তো তাই। তাতে কি প্রমাণ হয়?' থলথলে

মোটা হাত নেড়ে মেজরকে বাতিল করে দিলেন তিনি। 'অযথা সময় নষ্ট করছে ব্যাটা। আমি জানতে চাই, আমার জাহাজে কিভাবে এলে তোমরা, এবং কেন?' প্রিসিলার দিকে ফিরে কর্কশ গলাটা সাধ্যমত নরম করে বললেন, 'তুমি বলো তো শুনি, ম্যাডাম।'

'আমরা মশিয়ে দো বাখনির তরফ থেকে আপনার জন্যে একটা বার্তা বয়ে এনেছি, স্যার হেনরি।'

'আচ্ছা!' স্যার হেনরির সম্পূর্ণ মনোযোগ এসে গেল প্রিসিলার মুখের উপর। খেয়ালই করলেন না, ক্রুদ্ধ মেজর পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'আপনার সঙ্গে চুক্তির কয়েকটা শর্ত, স্যার হেনরি।'

'শর্ত? অ্যাঁ?' ফুঁ দিয়ে বাতাস ছাড়লেন মরগান। 'শর্ত!' অফিসারদের দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝলে? শর্ত!' তারপর মোটা কর্কশ গলায় হা-হা করে হাসলেন খানিকক্ষণ। 'আস্পর্দা দেখো! আমার পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই শর্ত দেয়! রক্ষে করো, খোদা! বেশ, বেশ। শোনা যাক এবার শর্তগুলো।'

জলদস্যুরা জঙ্গলে ঢুকে ওখান থেকে বাধা দেবে, গোলাগুলি ও খাবারের অভাব নেই, ইত্যাদি সবই বলছিল প্রিসিলা, মাঝখান থেকে কর্কশ ভাবে বাধা দিলেন স্যার হেনরি। 'হয়েছে, থাক, ওসব বাদ দাও। শর্তগুলো শুনি।'

বলল প্রিসিলা। মশিয়ে দো বাখনি জীবিত বা মৃত টম লীচকে তাঁর হাতে তুলে দেবে, জাহাজ থেকে সমস্ত কামান ফেলে দেবে পানিতে যদি স্যার হেনরি কথা দেন জলদস্যুদের একটা জাহাজে করে যখন খুশি, যেদিকে খুশি চলে যাওয়ার স্বাধীনতা দেবেন। এমন সুরে শর্তগুলো উচ্চারণ করল প্রিসিলা, যেন মেনে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করছে দো বাখনির হয়ে।

স্যার হেনরির কৌতুক ভরা তীক্ষ্ণ চোখে সবই ধরা পড়ল, একবার পিছন ফিরে মেজরের বিরস মুখের দিকে চাইলেন তিনি, তারপর বিশাল মোটা গোঁফের আড়ালে হাসি চাপলেন।

'হুম্!' বললেন তিনি। 'এবার শোনা যাক শর্ত না মানলে আমার

কি দশা করে ছাড়বে তোমার দো বাখনি।'

গড় গড় করে বলে গেল প্রিসিলা। ঠোঁটের কোণে একটুকরো বাঁকা হাসি নিয়ে মন দিয়ে শুনছেন এবার স্যার হেনরি। এই মোটা লোকটাকে প্রিসিলার মনে হলো দয়াহীন, মায়াহীন, অসম্ভব নিষ্ঠুর এক পাষাণ। তবু, কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বাঁকা মন্তব্য শুনে মন খারাপ হয়ে গেলেও, মশিয়ে দো বাখনির হয়ে সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করল সে স্যার হেনরিকে তাঁর এখন কি করা উচিত।

'আচ্ছা!' সব শুনে বললেন স্যার হেনরি, 'তোমরা তো এখন সবরকম বিপদের ঊর্ধ্বে, তাই না? তোমাদের দুজনকেই অভিনন্দন। বুঝতে পারছি, ম্যাডাম, ওই বদমাশ দো বাখনির জন্যে তুমি এমন কাতর হয়ে তদ্বির করছ তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার কারণে। বলতেই হবে ব্যাটার কপাল ভাল!'

'তাহলে আপনি মেনে নিচ্ছেন ওর শর্ত?' আগ্রহের আতিশয্যে এক পা এগিয়ে গেল প্রিসিলা স্যার হেনরির দিকে।

এবার আর গোঁফের আড়ালে হাসি চাপার চেষ্টা করলেন না তিনি, নরম চোখে চাইলেন প্রিসিলার দিকে। হয়তো যৌবনের কোন কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। চট্ করে ফিরলেন মেজরের দিকে। 'কিন্তু আপনি বোধহয় ততটা কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারছেন না, মেজর?'

'আমার সব কথা সবাই ভুল বোঝে,' বলল মেজর গম্ভীর কণ্ঠে, 'তবু আমি ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি যে ওই লোকটার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবার কোন কারণ আমি দেখছি না। যেটা ঠিক, তা ঠিকই; যেটা ভুল, সেটা ভুল। আমার পরিষ্কার ধারণা রয়েছে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আর কিচ্ছু না, দো বাখনি লোকটা আমাদেরকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ওদের গলাকাটা দস্যুদলে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস আছে এমন একজনকেও পাওয়া যায়নি, তাই...'

বিশাল দেহ কাঁপিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলেন স্যার হেনরি। 'হ্যাঁ, এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। আমার পালের ডাণ্ডার প্রতি ওদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রয়েছে। আপনার কথাই হয়তো ঠিক, মেজর। হয়তো আপনিই

ঠিক।' হঠাৎ ঘুরল সে নৌ-সেনাদের তরুণ অফিসারের দিকে।

'বারোজন লোক নাও, শার্পল্‌স্‌। সাদা পতাকা নিয়ে তীরে যাও। ওই কুত্তার বাচ্চাদের গিয়ে বলো, শর্ত নিয়ে কথা বলার আগে আমি চাই পূর্ণ আত্মসমর্পণ – শুধু টম লীচেরই নয়, শয়তানের দোসর ওই বদমাশ বাখনিরও। ওই দুই বোম্বেটেকে এই জাহাজে পাওয়ার পর আমি ভেবে দেখব অন্যদের ব্যাপারে কি করা যায়। কিন্তু তার আগে নয়। ওদের আরও বোলো, আমার সবকটা কামান তাক করা রয়েছে সৈকতের দিকে। কাউকে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে দেখলেই সব কটাকে ছররা মেরে শুইয়ে দেব। পরিষ্কার? যাও, ভাগো।'

খটাশ করে বুটের গোড়ালী ঠুকে স্যালিউট করল লেফটেন্যান্ট। ওর তরুণ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ নির্দেশ পেয়ে, এনট্রান্স ল্যাডারের দিকে রওনা হয়ে গেল একদল নৌ-সেনা।

হাসি ফুটেছে মেজরের মুখে। মাফ করে দিয়েছে সে ব্লাডি মরগানকে। লোকটা কর্কশ স্বভাবের দস্যু হতে পারে, কিন্তু জানে কোন্‌ অবস্থা কিভাবে সামাল দিতে হয়।

সাদা হয়ে গেছে প্রিসিলার ঠোঁট, এক পা এগিয়ে এসে কাঁপা হাতে ধরল স্যার হেনরির মোটা বাহু।

'স্যার ... স্যার ...' ওর দুচোখে অনুনয়।

হাত নেড়ে অফিসারদের বিদায় দিয়ে ওর দিকে ফিরলেন স্যার হেনরি। 'তোমার সেবার জন্যে প্রস্তুত, ম্যাডাম।'

'স্যার, মেজর যা বললেন তা মোটেও সত্য নয়। আমি জানি, আমাদের এই কাজটা দিয়ে এখানে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য বিপদ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়া। ওঁর কাছে আমি যে কী পরিমাণ ঋণী... এত ভদ্র, এত মহৎ...'

হো-হো করে হেসে উঠলেন স্যার হেনরি, তারপর গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকালেন – নাকের গোড়ায় কপালের কাছে দুটো ভাঁজ ভয়ঙ্কর অশুভ করে তুলেছে চেহারাটা।

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। তা ঠিক। মহিলাদের প্রতি সৌজন্যে এই ফরাসী বদমাশগুলো খুবই পটু, আর দো বাখনির তো কোন তুলনাই হয় না।'

কথাটা বলতে বলতে মেজরের দিকে ফিরে চোখ টিপলেন স্যার হেনরি।

গা ঘিনঘিন করে উঠল মেজরের। এরকম একটা অমার্জিত, অসভ্য লোক কি করে নাইটহুড বা গভর্নরশিপ পায়, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে।

'আপনি ভুল বুঝেছেন, স্যার,' বলল প্রিসিলা। 'ওঁর মত সত্যিকার একজন ভদ্রলোক–'

'না, না, ম্যাডাম,' বাধা দিলেন স্যার হেনরি। 'ঠিকই বুঝেছি আমি। ওই ব্যাটা বদমাশ দো বাখনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানে বটে। ওর বয়সে আমি যা ছিলাম, তার চেয়ে ও অনেক-অনেক গুণ ওস্তাদ। ঠিকই বুঝতে পারছি আমি, নইলে আমার চামড়া ছিলে নিয়ো। বুড়ো হয়ে গেছি, মোটা হয়ে গেছি ঠিক, তবে এত চর্বির নিচে এখনও আমি একটা তরুণ হৃদয় বয়ে বেড়াচ্ছি, ম্যাডাম। বিশ্বাস করো।'

বীতশ্রদ্ধ বোধ করল প্রিসিলা লোকটার প্রতি। কিন্তু সেই ভাবটা চেপে রেখে বলল, 'আপনি আমার কথা শুনছেন না, স্যার হেনরি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার কথাগুলো একটু শুনুন।'

'এটুকু জেনে রাখো, ম্যাডাম, কোনও সুন্দরীর অনুরোধ হ্যারি মরগান আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করেনি।' মনে হলো স্মৃতিচারণ করছে লোকটা, আর হাসছে মনে মনে। 'বলো, ম্যাডাম, কি বলবে?'

'মশিয়ে দো বাখনি সম্পর্কে বলছিলাম, স্যার। আমার জীবন, আমার সম্মান বাঁচিয়েছেন উনি। উনি...'

'আ মরো জ্বালা! তাই তো বুঝেছিলাম আমি!' চোখ দুটো চকচক করছে তাঁর, মজা পাচ্ছেন মেয়েটাকে জ্বালাতন করে।

বাধা উপেক্ষা করে বলে চলল প্রিসিলা, 'আমার বাবা সৎ একজন রাজ কর্মচারী ছিলেন। সেই সৎ লোকের মেয়ের জন্য তিনি যা করেছেন, সেটা কি তাঁর বিচারের সময় বিবেচনায় রাখবেন দয়া করে?'

নকল গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথাটা নানান ভাবে কাত করে দেখলেন তিনি প্রিসিলাকে। তারপর মনে হলো বিশাল ধড়টা আবার কেঁপে উঠতে চাইছে হাসির দমকে। বললেন, 'এটা তোমার হৃদয়ের দাবি,

বুঝতে পারছি। আহা রে! বয়স কালে কত মেয়েরই না জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছি, কই কেউ তো কোনদিন আমার হয়ে ওকালতি করতে আসেনি। তোমার মত একজনকেও পাইনি আমি আসলে, ম্যাডাম। ঠিক আছে, ওকে ফাঁসী দিতে হলে আস্তে করে নরম দড়িতে ঝোলাব!'

কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন স্যার হেনরি মরগান। হাতির পা ফেলে এগিয়ে গেলেন সামনে, চিৎকার করে ডাকছেন বোসান আর গানারদের, ডাইনে-বাঁয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন লোকেদের।

২০

আত্মসমর্পণ

বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল প্রিসিলা পিয়েখকে নিয়ে তীরের দিকে রওনা হলো লেফটেন্যান্ট শার্পল্‌স্ ও তার লোকজন।

একজন অফিসার এসে জানতে চাইল মিস্ প্রিসিলা ও মেজর স্যান্ডস কি গ্রেট কেবিনে স্যার হেনরির অতিথি হবেন?

মেজর স্যান্ডস্ রাজি হয়ে গেল। বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে এখন মেজাজ। বুঝে দেখেছে, অসন্তোষ পুষে রেখে লাভ নেই।

তাছাড়া, তার ধারণা, প্রিসিলার সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কটা কিছুটা হলেও জোড়া লেগেছে, যেহেতু দুজনেই দস্যু নাইট স্যার হেনরি মরগানের অমার্জিত ব্যবহারের শিকার। তাছাড়া ভেবে-চিন্তে দেখে মেয়েটাকে ক্ষমা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেজর। একে মেয়ে, তার ওপর অল্পবয়স, অনভিজ্ঞ; হঠাৎ করে এমন ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়ে মাথাটা যদি ঠিক রাখতে না পারে, তাহলে ওকে দোষ দেয়া যায় না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

'কেবিনে গেলে ভাল লাগবে তোমার, প্রিসিলা,' বলল সে।

'আপনাকে ধন্যবাদ,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল প্রিসিলা। 'এখানেই ভাল আছি।'

'যা ভাল মনে করেন, ম্যাডাম,' বলে চলে গেল অফিসার।

বুলওয়ার্কে দুহাত রেখে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছে প্রিসিলা, দ্রুতবেগে তীরের দিকে চলেছে লং বোট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী মশিয়ে দো বাখনি। ধারে কাছেই রয়েছে বানড্রি, হ্যালিওয়েল আর এলিস। ওদের পিছনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে জলদস্যুর দল।

মেজর স্যান্ডস এসে দাঁড়াল পাশে। বলল, 'এমনি হঠাৎ করে বিপদ কেটে যাবে কল্পনাও করা যায়নি! কৃতজ্ঞতা আসছে আমার মনের ভিতর থেকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল প্রিসিলা। 'এজন্যে আমরা চার্লস দো বাখনির কাছে ঋণী।'

কথাটা মেনে নিতে না পারলেও প্রতিবাদ করে আরও অপ্রিয় না হওয়াই উচিত বলে মনে করল সে। বুঝল, অন্ধ, একগুঁয়ে হয়ে গেছে মেয়েটা, এখন উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে ওর সবকিছু। দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। একমাস আগে ফোর্ট রয়াল বে-তে সেন্টরের অ্যাকোমডেশন ল্যাডার বেয়ে ওদের জীবনে অশুভ প্রভাব ফেলবার জন্যে এসে হাজির হয়েছিল যে সাক্ষাৎ শয়তান, দো বাখনি – তার খেলা শেষ। সমস্ত দুষ্কৃতির উপযুক্ত ফল পাবে সে এবার। ওরা চলে যাবে ইংল্যান্ডে। সেখানে পৌছলে পিছনে ফেলে আসা দুঃস্বপ্ন ভুলতে সময় লাগবে না। ও নিজেও মনে রাখবে না কিছু, তারুণ্যের সাময়িক মোহ ক্ষমা করে দেবে মন থেকে।

পৌছে গেল নৌকা, ঘ্যাশ্ করে থেমে গেল বালিতে ঘষা খেয়ে। সবাই বন্দুক হাতে প্রস্তুত থাকল, একা লেফটেন্যান্ট নেমে গেল পারে।

দস্যুরা এগিয়ে এল মরগানের বার্তা শোনার জন্যে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল প্রিসিলা, স্যার হেনরির বক্তব্য শুনে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হলো দস্যুদলে। কিন্তু নিরাসক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মশিয়ে দো বাখনি, দেখছে তার ভাগ্য কিভাবে নির্ধারণ হয়। শুধু একবার

কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল তার মধ্যে, কয়েকটা কথা বলে ফেলল সে যখন দো বাখনির আত্মসমর্পণের দাবি পেশ করল লেফটেন্যান্ট।

'যাও, মরগানকে গিয়ে বলো, এটাই যদি তার শেষ কথা হয়, তাহলে আমরা জঙ্গলে...'

হ্যালিওয়েলের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে থেমে যেতে হলো তাকে। এগিয়ে এল মোটা শিপমাস্টার। 'রাখো! কোনও লাভ হবে না তাতে। ওসব করতে গেলে সেন্টরকে ডুবিয়ে দেবে মরগান, ঝাঁঝরা করে দেবে ব্ল্যাক সোয়ানের খোল। না খেয়ে মরা পর্যন্ত আটকে থাকব আমরা এই দ্বীপে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল বানড্রি। 'এত সহজে কাবু করা যাবে না আমাদের। প্রয়োজনে জাহাজ বানিয়ে নেব আমরা আরেকটা।'

'আমি এটুকু বলতে পারি,' এবার কথা বলল লেফটেন্যান্ট, 'স্যার হেনরির সঙ্কল্প সহজে নড়ে না। তোমরা যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করো, জাহাজ দুটো তো যাবেই, একটা জাহাজ এখানে টহল দেয়ার জন্যে রেখে ফিরে যাবেন তিনি। এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া তোমাদের আর কোনও আশা নেই। লীচ আর দো বাখনিকে আমাদের হাতে তুলে দাও, হয়তো স্যার হেনরির করুণা লাভ করতেও পার। ওই দুজনকে তাঁর চাই, বাধা দিলে সবাই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তর্কের ঝড় উঠল। উওগান সমর্থন করল স্যার হেনরির দূতকে।

'আর কি করতে পারি আমরা এছাড়া? চার্লিকে ওদের হাতে তুলে দেয়া নীতিতে বাধছে আমাদের, কিন্তু ওকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমরা সবাই মরে যাই, কার কি লাভ তাতে?'

'দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি,' বলল হ্যালিওয়েল।

কিন্তু বেঁকে বসল বানড্রি। স্প্যানিশ সোনার স্বপ্ন সে ভুলতে পারছে না। দো বাখনিকে রেখে দিতে পারলে এখনও হয়তো দখল করা যেতে পারে প্লেট ফ্লীট। উওগান আর হ্যালিওয়েলকে ভীতু, কাপুরুষ বলে গাল দিল সে, লেফটেন্যান্টকে বলল, কেবল লীচকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে মরগানকে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট অনড়। তাগাদা দিল দ্রুত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার জন্যে, দর কষাকষির কোন সুযোগ নেই, জানাতে হবে

হ্যাঁ অথবা না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে ঘোষণা দিল, আর অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, জবাব না পেলে সে ফিরে যাবে এবার।

এতক্ষণে ভেঙে পড়ল ওদের মনোবল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বানড্রি বলল, 'তুমি তো দেখলে, চার্লি, চেষ্টার ক্রটি করিনি আমি।'

'দেখলাম,' গম্ভীর দো বাখনি। 'বুঝতে পারছি, আর কোন উপায় থাকলে আমাকে তোমরা ধরিয়ে দিতে না। বেশ, তাহলে বিদায়।' রূপোর কাজ করা পরচুলা আর খাপে ভরা তলোয়ার তুলে দিল সে লেফটেন্যান্টের হাতে।

মাথা ঝুঁকিয়ে সেগুলো গ্রহণ করল লেফটেন্যান্ট। অপর একজনের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এবার টম লীচ, প্লীজ।' বলেই সচকিত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। এতক্ষণে টের পেল দীর্ঘ আলোচনায় একবারও টম লীচকে দেখা যায়নি, তার মতামত জানা যায়নি।

'হ্যাঁ, এবার টম লীচ,' বলল বানড্রি। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে তাকাল লেফটেন্যান্টের চোখে। 'জীবিত বা মৃত – এই ছিল শর্তের অঙ্গীকার।'

'অ্যাঁ? বলো কি? মারা পড়েছে আগেই? এতক্ষণ লাশ নিয়ে দরদাম করছিলে! তবে হ্যাঁ, শর্ত তাই ছিল, জীবিত বা মৃত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বানড্রি রওনা হলো জটলার পিছনে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা লাশটার দিকে। মশিয়ে দো বাখনি ওর কাঁধে হাত রাখল, নিচু গলায় কিছু বলল। মুখোশের মত মুখে হাসির আভাস ফুটল, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সে জটলার দিকে। ধীর পায়ে ফিরে এসে নৌকায় উঠল দো বাখনি।

রয়াল মেরির লাল বুলওয়ার্ক থেকে সবই দেখল প্রিসিলা, সবই বুঝল। কান্নার মত একটা আওয়াজ বের হলো ওর কণ্ঠ থেকে। কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'কাপুরুষের দল! বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ! নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্যে ওরা, ওরা...'

চেহারা থেকে সন্তুষ্টির চিহ্ন মুছে ফেলে, নীরস কণ্ঠে বলল মেজর,

‘ওদের কাছ থেকে এর বেশি আর কি আশা করা যায়!’ টলে পড়ে যাচ্ছে দেখে চট্ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সে প্রিসিলাকে। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওকে মেইন হ্যাচের কাছে, তারপর ওটার ঢাকনির উপর বসিয়ে দিয়ে পাশে বসে একহাতে জড়িয়ে ধরে রাখল ওর কাঁধ, যেন কাত হয়ে পড়ে না যায়। ওর এই গভীর শোকে নিজের ঈর্ষাটুকু চেপে রাখতে সমর্থ হলো মেজর, কিন্তু একটি সান্ত্বনার কথা বলতে পারল না মুখ ফুটে।

এইভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবে না প্রিসিলা, হুঁশ ফিরল হাতির পা ফেলে পাশ দিয়ে অ্যাডমিরালকে যেতে দেখে। কে যেন কোথায় বলল শার্পল্স্ ফিরছে, শুনতে পেল প্রিসিলা যেন স্বপ্নের ঘোরে। জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাঁক ছাড়লেন স্যার হেনরি।

‘লীচ গেল কোথায়? ওকে আনতে পারেনি শার্পল্স্? গাধা কোথাকার! নিচে ছুটে যাও, অ্যালডার্সলি, বেঞ্জামিনকে ওর গানারদের নিয়ে তৈরি থাকতে বলো। ব্যাটাদের ঝাঁঝরা করে নরকে পাঠাব আমি! উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব কুত্তাগুলোকে! হেনরি মরগানের সঙ্গে ইয়ার্কি...’ বুলওয়ার্ক থেকে আর একটু ঝুঁকে ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন তিনি, ‘এটা কি হলো, শার্পল্স্? টম লীচ কোথায়?’

‘এক্ষুণি এসে জানাচ্ছি, স্যার হেনরি!’ নিচ থেকে ভেসে এল লেফটেন্যান্টের গলা।

রয়াল মেরির গায়ে ঘষা খেয়ে থেমে গেল লং বোট। একটু পরেই ভীত, সন্ত্রস্ত চোখে দেখল প্রিসিলা উঠে আসছে মশিয়ে দো বাখনি – আসন্ন মৃত্যুর মুখেও অবিচলিত, বরাবরের মতই শান্ত; ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে এক টুকরো হাসি।

নিচ থেকে ওকে দেখেই চোখ-মুখ পাকিয়ে চেহারা ভয়ঙ্কর করে তুললেন স্যার হেনরি।

‘লীচ কোথায়?’ হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। ‘এর মানে কি?’

পিছন ফিরে পিয়েখের দিকে বামহাত বাড়িয়ে দিল দো বাখনি। রক্তাক্ত সেইল ক্লথে মোড়া ছোটখাট কি একটা দিল পিয়েখ ওর হাতে। একটু দুলিয়ে ছেড়ে দিল সেটা মশিয়ে দো বাখনি, ‘ধুপ্’ আওয়াজ তুলে

পড়ল সেটা স্যার হেনরির পায়ের কাছে। ওটার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন অ্যাডমিরাল, তারপর আবার দো বাখনির দিকে।

'ওর ঠিক যতটুকু আপনার দরকার ততটুকুই আছে ওখানে,' বলল মশিয়ে দো বাখনি। 'যেটা চেয়েছিলেন আর কি। মাথা। ওটার মূল্য ঘোষণা করেছিলেন আপনি পাঁচশো পাউন্ড।'

'অ্যাঁ?' জোরে শ্বাস ছাড়লেন স্যার হেনরি। 'খোদা, রক্ষে করো!' আবার চাইলেন তিনি বান্ডিলটার দিকে। রক্ত বেরিয়ে এসে ডেক নষ্ট করছে। একটা পা বাড়িয়ে কাপড় সরিয়ে প্রথমে চেহারাটা দেখলেন তিনি, তারপর কষে একটা লাথি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওটা আরেক দিকে। পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে আদেশ দিলেন, 'ওটা সরাও এখান থেকে।' তারপর আবার ফিরলেন দো বাখনির দিকে। নাকের গোড়ায় ভাঁজ।

'অক্ষরে অক্ষরে কাজ করতে কে বলেছে তোমাকে, চার্লস?'

হালকা পায়ে নেমে এল দো বাখনি।

'অর্থাৎ, স্বীকার করছেন, যা বলি তা করে দেখাতেও পারি?'

'হুম্!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন মেনে নিলেন স্যার হেনরি। ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। 'ওদের শর্ত নিয়ে ভাবতে হবে আমার। খুলে বলো দেখি?'

'সব ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন আপনি, তবে সবার আগে এক হাজার পাউন্ড ছাড়ুন।'

'এই না বললে পাঁচশো!' চট্ করে মেজরকে সাক্ষী মানলেন তিনি। 'একটু আগে পাঁচশো পাউন্ডের কথা বলল না এই ছোকরা?'

হাঁ করে চেয়ে রইল মেজর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। প্রিসিলাও তাকিয়ে রয়েছে এদিকে, বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা কি।

'পাঁচশো আপনার ঘোষণা অনুযায়ী,' বলল দো বাখনি। 'বাকি পাঁচশো বাজি ধরেছেন আপনি আমার সঙ্গে, বলেছিলেন পারব না ওর মাথা কেটে আনতে।'

'বলেছিলাম নাকি? বাবারে! এই ছোঁড়া দেখছি ফতুর করে দেবে আমাকে! সারা জীবন যা কামিয়েছিলাম, সব যাবে এখন এই

গাঁটকাটার পকেটে!'

'আরও বেশি দেয়া উচিত,' বলল দো বাখনি। 'শেষ তিনটে দিন দোজখে কাটাতে হয়েছে আমাকে। আপনি কথা মত পৌঁছতে পারেননি। এই তিনটে দিন ওই কুকুরটার অনেক অপমান আমার সহ্য করতে হয়েছে।'

'ওটা শোধবোধ হয়ে গেছে আজ,' বললেন স্যার হেনরি। 'দেখলে না, কি সুন্দর ওদের হাত থেকে তোমাকে নিরাপদে বের করে আনলাম! তা নইলে কি অবস্থা হতো চিন্তা করো।' হাসলেন তিনি নিজের প্রশংসায় নিজেই। 'তবে হ্যাঁ। এতদিনে সত্যিই খুশি করতে পেরেছ আমাকে, চার্লস। চলো, বাপ, নিচে গিয়ে সব শুনব।'

২১
পাগলামি

রয়াল মেরির গ্রেট কেবিনে বসে আছে প্রিসিলা, মেজর স্যান্ডস, স্যার হেনরি মরগান আর মশিয়ে দো বাখনি। ওদের সঙ্গে রয়াল মেরির কমান্ডার মাঝবয়সী ক্যাপটেন অলড্রিজও বসেছেন।

গোটা ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বিশদ বর্ণনা করছে মশিয়ে দো বাখনি। এখনও পাগল-পাগল লাগছে প্রিসিলার, সকাল থেকে এত রকম ধকলের পর ভাল করে বুঝতে পারছে না সব কিছু। মেজর স্যান্ডস ডুবে আছে গভীর বিষণ্ণতায়। মনে মনে কপাল চাপড়াচ্ছে, হায়, এ কি হলো! এ কি শুনছে সে, এ কী দেখছে!

একমাত্র মরগান রয়েছেন তুঙ্গে। বাজিতে পাঁচশো পাউন্ড হেরে যাওয়ার পরও। টম লীচের কারণে সরকারী চাপের মুখে বড়ই

বেকায়দা অবস্থায় ছিলেন তিনি, এখন একেবারে মুক্ত বিহঙ্গের অবস্থা হয়েছে তাঁর, যখন-তখন দো বাখনির বয়ান থামিয়ে দিয়ে হা-হা করে হেসে নিচ্ছেন প্রাণ খুলে।

সেন্টর বেদখল হয়ে যাওয়ার পর দো বাখনি কিভাবে লীচকে বাগে আনল শুনে ঢালাও মন্তব্য করলেন তিনি, 'অনেক রকম পিশাচ দেখেছি, চার্লস। কিন্তু তোমার মত এত জঘন্য পিশাচ আর একটাও দেখিনি। হারা গেইম জিতে বসলে! মিথ্যার পর মিথ্যা সাজাতে তোমার জুড়ি নেই, এত বড় মিথ্যুক আর সৃষ্টি হয়নি খোদার দুনিয়ায়। ওদের কি দোষ দেব, গল্প শুনে আমারই ইচ্ছে করছে একদিনের পথ পেরিয়ে আক্রমণ করে বসি জাহাজ তিনটেকে, বিশ্বাস করো!'

'স্প্যানিশ প্লেট ফ্লীটের কথা বলছেন তো? ওটা হুট করে আসেনি মাথায়, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে সাজিয়েছি। তবে ওকে মালদিতায় এনে জাহাজ মেরামতে বাধ্য করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে।'

দো বাখনির বক্তব্য শেষ হতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন অলড্রিজ। 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। আমরা পৌঁছে যাওয়ার পরও আপনি কেন লীচের সঙ্গে লড়াইটা করলেন? আপনি ভাল করেই জানতেন, লীচ এবার শেষ; তার পরেও নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন কেন পড়ল?'

'ঝুঁকি?' মুখ বাঁকাল দো বাখনি। 'কোথায়, কিসের ঝুঁকি? বোম্বেটেদের মধ্যে তলোয়ারে ও ছিল অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু একজন তলোয়ার-যোদ্ধার কাছে ও তো নিতান্তই একজন বোম্বেটে।'

'সদুত্তর দিচ্ছ না তুমি, চার্লস!' বকা দিলেন মরগান।

এতক্ষণে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল দো বাখনি। চট করে একবার প্রিসিলার দিকে চেয়ে নিয়ে ইতস্তত করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'কারণ অবশ্য ছিল। ও এমন কিছু করেছিল যা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছিল ব্যাপারটা। তাছাড়া ও জীবিত থাকলে এত সহজে ওর দলটাকে বাগে পাওয়া যেত

না।'

'কি করতে পারত সে? একবার ফাঁদে আটকে গিয়ে...'

'এই ভদ্রলোক আর এই ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করে নানান খেল্ দেখাত সে।'

প্রথমে মেজরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন স্যার হেনরি এই লোকটাকে জিম্মি করলে কার কি ক্ষতি ছিল। পরমুহূর্তে দৃষ্টি গেল তাঁর প্রিসিলার দিকে। হঠাৎ বুঝতে পেরে বিশাল হাত দিয়ে চাপড় মারলেন তিনি টেবিলে।

'ওহ্-হো! তাই তো বলি! খোদা রক্ষে করো! এতক্ষণে বুঝেছি। ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি!'

আবার মোটা, কর্কশ গলায় হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

মেজর এই অমার্জিত কর্কশ আচরণে ক্ষুব্ধ বোধ করল। প্রিসিলা লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। ক্যাপটেন অলড্রিজের ঠোঁটে ফুটে উঠল মলিন একটুকরো হাসি।

একমাত্র মশিয়ে দো বাখনি বসে থাকল অভিব্যক্তিহীন মুখ নিয়ে। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করল অ্যাডমিরালের আনন্দ কিছুটা কমে আসার জন্যে। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, 'রাজা আপনাকে নাইট করেছেন, জামাইকার গভর্নর করেছেন, কিন্তু তারপরেও, স্যার, খোদা আপনাকে যা করে পাঠিয়েছেন, সেই নিম্নরুচির জঘন্য জলদস্যুই রয়ে গেছেন আপনি। প্রিসিলা, আপনি দয়া করে এঁর কথায় মনে কিছু নেবেন না। এই কেবিনে বসলেও ওঁর আসল জায়গা হচ্ছে ফো'কাসল।'

'চুলোয় যাক তোর বিরূপ সমালোচনা!' গর্জে উঠলেন মরগান। কিন্তু হাসির দমকে কাঁপছে বিশাল ভুঁড়ি। গ্লাসটা তুললেন প্রিসিলার সম্মানে। 'রাগ কোরো না, ম্যা'ম। তোমাকে নিরাপদে উদ্ধার করা গেছে বলে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার। ও, আর তোমাকেও, মেজর শোর।'

'মেজর স্যান্ডস, স্যার!' বলল মেজর ঘাড় শক্ত করে।

'ওই একই কথা, তীরেই তো থাকে ওসব,' বলে তিনি হাসতেই থাকলেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন ক্যাপটেন অলড্রিজ।

'এবার কি আমরা কাজের কথায় আসতে পারি, স্যার হেনরি? মানে, তীরের ওই বদমাশগুলোর ব্যাপারে কি করা যায়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলে দো বাখনির দিকে ফিরলেন তিনি। 'চার্লস, তোমার কি মনে হয়?'

মশিয়ে দো বাখনির উত্তর যেন তৈরিই ছিল। 'প্রথমে সেন্টরে লোক পাঠিয়ে ক্ষতি যা করেছেন তা মেরামতের ব্যবস্থা করুন। ওটা আমাদের লাগবে। তারপর ব্ল্যাক সোয়ানের কামানগুলো টেনে নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে পানিতে ফেলার ব্যবস্থা করুন। সবশেষে ব্ল্যাক সোয়ানের খোলটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারি।'

'বোম্বেটেগুলোকে কোন শাস্তি না দিয়েই?' অলড্রিজের কণ্ঠে বিস্ময়।

নানা ভাবে আঘাত পেয়ে বিতৃষ্ণার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মেজর স্যান্ডস। আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'এ হচ্ছে আরেক বোম্বেটের পরামর্শ! মশিয়ে দো বাখনি আত্মার আত্মীয় মনে করছেন ওদের, এটা পরিষ্কার – দস্যুর প্রতি দস্যুর মমতা!'

গোটা কেবিন একেবারে চুপ হয়ে গেল। ধীরেসুস্থে মেজরের দিকে ঘুরলেন স্যার হেনরি মরগান। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন সোলজারের দিকে।

'তোমার মতামত চেয়েছে কেউ? তুমি আচমকা কথা বলে উঠছ কেন মাঝখান দিয়ে?'

চোর-ডাকাতের মুখে এরকম কড়া ধমক – লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেজর চেয়ার ছেড়ে। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্যার, আমি রাজার কমিশন প্রাপ্ত–'

'যার কমিশন প্রাপ্তই হও না কেন,' গর্জে উঠলেন স্যার হেনরি। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, আমাদের কথায় নাক গলাচ্ছ কেন?'

'যেহেতু আমি রাজার কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার–'

'হয়েছে। এবার বসে পড়ো। তুমি আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করছ। বসো!'

কিন্তু মাথা বিগড়ে গেছে মেজরের। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার জাহাজে পৌঁছার পরও এসব লোকের ভুরু কোঁচকানি সহ্য

করতে হবে তার? তাও প্রিসিলার সামনে? যেখানে একজন অফিসার হিসেবে উপযুক্ত সম্মান তার প্রাপ্য। বলল, 'আমার কথা আপনি শুনছেন না, স্যার!' স্যার হেনরির মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে টের পেয়েও তোয়াক্কা করল না সে। বলে চলল, 'আমার অধিকার আপনি হরণ করতে পারেন না। এমন একটা প্রস্তাব আমার সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, যার প্রতিবাদ করা একজন রাজ কর্মচারী হিসেবে আমার পবিত্র দায়িত্ব। এখুনি দো বাখনি যে প্রস্তাব দিলেন সেটা রাজার জন্যে অবমাননাকর।'

চোখ-মুখ কুঁচকে গেছে, কিন্তু গলার স্বর শান্ত, স্যার হেনরি বললেন, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে, অফিসার?'

'এখনও শুরুই হয়নি,' বলে কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। আজ মনের সব কথা শুনিয়ে ছাড়বে সে।

'ওটা ছিল ভূমিকা,' বলল মশিয়ে দো বাখনি নিচু গলায়।

দড়াম করে প্রচণ্ড একটা কিল মারলেন স্যার হেনরি টেবিলের উপর। বললেন, 'তোমাকে কি কেউ আজ পর্যন্ত শেখায়নি যে একজন অ্যাডমিরালের আদেশ মানতে হবে একজন মেজরের? আমার সামনে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, নইলে একদম চুপ থাকবে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, স্যার–'

'কিচ্ছু ভুলছি না আমি!' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি তোমাকে তর্ক না করে বসতে বলছি। বসো! বেয়াড়াপনা করলে পুরে দেব কয়েদখানায়।'

চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকল মেজর কিছুক্ষণ, কিন্তু স্যার হেনরির ভ্রূকুটির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। ঝপ্ করে বসে পড়ল সে টেবিল থেকে কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে, বেয়াদবি প্রকাশ করতে তুলে দিল পায়ের ওপর পা।

স্যার হেনরি ফিরলেন দো বাখনির দিকে। 'হ্যাঁ, কি বলছিলে, চার্লস?'

'ক্যাপটেন অলড্রিজ মনে করছেন ব্ল্যাক সোয়ানের লোকগুলোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তবে আমার ধারণা, এতে ভয়

বা বিপদের কিছু নেই। অস্ত্র, জাহাজ আর নেতা ছাড়া ওরা সাধারণ মানুষের মতই অসহায়। যতদিনে লোকালয়ে ফিরতে পারবে, ততদিনে উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে ওদের।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বললেন স্যার হেনরি। একবার আড়চোখে মেজরকে দেখে নিয়ে যোগ করলেন, 'ওই মেজর বীচ যাই বলুক না কেন।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল মেজর, বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি, স্যার, আমার নাম স্যান্ডস।'

'অ্যাঁ? তফাৎ কি দুটোয়? বীচেই তো থাকে স্যান্ড, বীচের চেয়ে কোনদিক থেকে ভাল সেটা?' উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, অলড্রিজ, আমরা কাজ করি গিয়ে। চার্লসের পরামর্শই নিচ্ছি তাহলে। ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে হলে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

অলড্রিজ উঠে দাঁড়ালেন। স্যার হেনরি ঘুরতে গিয়েও থামলেন প্রিসিলার কাছ থেকে বিদায় নিতে। 'তোমার জন্যে কেবিন প্রস্তুত করার জন্যে আমি স্টুয়ার্ডকে পাঠাচ্ছি এখুনি। চার্লস, তোমার আর মেজর ডাস্টের জন্যেও।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই, মেজর সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল, কিন্তু মনে হলো মশিয়ে দো বাখনি কিছু বলতে চায়।

'আপনি যদি অনুমতি দেন, স্যার হেনরি, অন্য জাহাজটায় করে আমি জামাইকায় ফিরতে চাই। যদি বলেন, আপনার হয়ে সেন্টরের চার্জ নিতে পারি আমি।'

চোখ বড় করে চেয়ে রইলেন মরগান ওর দিকে, তারপর তাকালেন অন্য দুজনের দিকে। চেহারায় খুশির ভাবটা চাপতে পারল না মেজর। কিন্তু চমকে তাকিয়েছে প্রিসিলা, চেহারায় একটা দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছে। বিশাল গোঁফ টানলেন তিনি, তারপর শুরু করতে যাচ্ছিলেন, 'তোমার আবার কি–' কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চার্লস, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। চলো, অলড্রিজ।'

প্রায় গড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ক্যাপটেনকে নিয়ে। মশিয়ে দো বাখনি কি বলে বিদায় নেবে ভাবছে, এমনি সময়ে উঠে দাঁড়াল

প্রিসিলা। একেবারে চুপ হয়ে গেছে মেয়েটা, রক্তশূন্য, সাদা হয়ে গেছে চেহারা।

'বার্ট, একটু ডেকে যাবেন কিছুক্ষণের জন্যে?' বলল সে ধরা গলায়।

গদগদ ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়াল মেজর প্রিসিলার দিকে। 'নিশ্চয়ই। চলো, প্রিসিলা।'

মাথা নাড়ল প্রিসিলা। 'না, না। আপনাকে বলছি যেতে। আমি মশিয়ে দো বাখনির সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলতে চাই, একা।'

হাঁ হয়ে গেল মেজর। 'তুমি একা ওর সাথে কথা বলতে চাও? কি কথা? কিসের জন্যে? আমাকে খুন করলেও...'

'তাও কি জানতে হবে আপনার?'

'না, তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার কি মনে হয়... কিন্তু এমন কি কথা যা আমার সামনে বলা যায় না? তোমার...'

'আমি এমন কয়েকটা কথা বলতে চাই যার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি যাবেন?'

'কিন্তু তোমার কি মনে হয় না...'

'আমার কিচ্ছু মনে হয় না। আপনি যান তো এখন। প্লীজ যান।'

দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে বলল মেজর, 'ঠিক আছে, তাই যদি তোমার ইচ্ছে, তাহলে যাচ্ছি। তবে কাছেই থাকছি আমি, তুমি ডাকলেই ছুটে চলে আসব।'

'আপনাকে ডাকার কোনও দরকার হবে না,' বলল প্রিসিলা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল মেজর।

মশিয়ে দো বাখনির দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল প্রিসিলা। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল দো বাখনি, মুখে কোন কথা নেই।

'চার্লস!' আস্তে করে ডাকল প্রিসিলা। 'সত্যি করে বলবে, কেন অন্য জাহাজে চলে যাচ্ছ?'

'পরিচয় হলো, দীর্ঘ একটা মাস কাছাকাছি আপদে বিপদে সুন্দর সময় কাটল – আর কি এটাকে টেনে লম্বা করা উচিত হতো? যেটা

ঘটবেই, সেটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাওয়াই ভাল।'

'দুজনের ব্যাপারে তুমি শুধু একাই সিদ্ধান্ত নেবে? যা মনে আসবে তাই?'

'সমাজ আছে না? মেজর স্যান্ডসকে জিজ্ঞেস করে দেখো...'

'আমার কাছে ওই লোকটা বা তার সমাজের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই।'

'কিন্তু গুরুত্ব দিতে হয়।' মৃদু হাসল দো বাখনি। 'তোমার মনে রাখা উচিত, মেজর স্যান্ডস যখন আমাকে বোম্বেটে, জলদস্যু, খুনে ডাকাত বলে, কথাটা মিথ্যে বলে না। আমি তো তাই-ই!'

'খুনে ডাকাত? তুমি?'

'তাই তো! আমার গায়ে মার্কা পড়ে গেছে।'

'কই? আমি তো কোন দাগ দেখি না? যদি দেখতাম, তাতেও কারও পরোয়া করার দরকার পড়ত না। তোমার মত ভদ্র, মহৎ, সাহসী, সত্যিকার পুরুষ আর তো চোখে পড়েনি আমার।'

'পড়বে। তোমার নিজের সমাজে ফিরে গেলে অনেক ভদ্র, অনেক মহৎ, অনেক সাহসী...'

'একটা কথা বুঝছ না কেন, চার্লস, ওদের কাউকে আমি চাই না।' দো বাখনির একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে। 'তোমার এই গোঁয়ার্তুমির কারণে দুটো জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছ তুমি, চার্লস।'

হাসল মশিয়ে দো বাখনি। 'আমার কথা তো আমি উচ্চারণ করিনি কোনদিন?'

'ভাবছ, তাই আর কেউ টের পায়নি?'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'হঠাৎ করে হইনি। চিরকালই আমি তাই ছিলাম, চার্লস। যে সমাজের ভয়ে তুমি দুটো জীবন নষ্ট করতে চাইছ, কোনদিনই আমি তার তোয়াক্কা রাখিনি। বলো, সব জেনেও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?'

'তুমি আমাকে লোভী করে তুলছ, প্রিসিলা। তুমি যে স্বর্গের স্বপ্ন আমাকে দেখাচ্ছ...'

'স্বপ্ন নয়, চার্লস! আমি তোমাকে গ্রহণ করলে আমার সমাজও তোমাকে গ্রহণ করবে। আর তা যদি না করে, আমরা দুজন মিলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেব সে সমাজকে।'

চোখে চোখে চেয়ে জানতে চাইল দো বাখনি, 'পরে পস্তাবে না তো, প্রিসিলা?'

ওর বাহুডোরে ধরা দিল প্রিসিলা। 'কোনদিন না! দেখো তুমি!'

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারো।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবে। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবে।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবে স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবে না।

কা. আ. হোসেন।

ভয়াবহ ভক্ত মেহ্‌জাবীন
১, গুলশান, ঢাকা।

কিশোর ক্লাসিক এত কম প্রকাশ করেন কেন?

'রেলওয়ে চিলড্রেনে'র লেখক পরিচিতিতে যে বইগুলোর উল্লেখ পেলাম, কাজীদাকে সকাতরে অনুরোধ করছি সেগুলো রূপান্তর করবার জন্য। প্লিজ, প্লিজ, প্লীজ···কাজীদা, আমাদের দিকটাও একটু দেখেন। ভাল বইয়ের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড এবং লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার (ফার্মার বয়)-এর কি আর কোন বই নেই যা আপনি রূপান্তর করতে পারেন? আরেকটি কথা, আমাদের মত দরিদ্র দেশে 'ফার্মার বয়'-এর মত বই না ছাপালেই কি নয়? বইটায় খাবারের বর্ণনা পড়ার পর থেকে তো আমার রাক্ষসের মতো খিদে পায়। সারাদিন খালি খাই খাই করি। বিগ সাইজ চিঠির জন্যে দুঃখিত। আর কাজীদা,

আমাদের মত পাঠকদের চাহিদা মেটাতে আরও ক্লাসিক প্রকাশ করুন।

* আমাদের প্রকাশিত ক্লাসিক ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হলাম। কেন, সেবা আর প্রজাপতি প্রকাশন থেকে বেশ নিয়মিতই তো বের হচ্ছে ক্লাসিক। ফার্মার বয়ের পর লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের তিনটে বই বেরিয়ে গেছে আরও– লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি', 'অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক' ও 'লিট্‌ল্ টাউন অন দ্য প্রেয়ারি'। আশা করি এতদিনে নিশ্চয়ই পড়ে ফেলেছ।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

মোহম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

আমার জানামতে 'আ কানেক্টিকাট ইয়াঙ্কি ইন কিং আর্থার্স্ কোর্ট' একটি বিশাল উপন্যাস। কিন্তু শাহনূর ভাইয়ের অনুবাদ এত সংক্ষিপ্ত কেন? আর একটু বড় হলে ভাল হত। তবে এটাও ভালই লেগেছে। তিন গোয়েন্দার 'সৈকতে সাবধান' ভাল লেগেছে। 'প্রেতপুরি'ও। যাই হোক, কাজী শাহনূর হোসেন, রকিব হাসান ও অনীশ দাস অপুকে ধন্যবাদ। ক্লাসিক বইটির সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব ভাইও প্রশংসা পাবার যোগ্য।

ও, একটা কথা, পুরনো ওয়েস্টার্ন, অনুবাদ ও উপন্যাসগুলোর রিপ্রিন্ট চাই, শীঘ্রিই।

* আচ্ছা।

মোঃ আব্দুল কাদের,

শিক্ষক, মিরপুর সিদ্ধান্ত স্কুল ও কলেজ, ঢাকা ১২১৮

আমি আপনার একজন অপরিচিত ভক্ত। আপনার প্রকাশনা সংস্থা 'সেবা'র মাধ্যমে আমি সহ দেশের অগণিত শিক্ষার্থীগণ উপকৃত।

আপনারা অনেক ইংরেজি বইয়ের বঙ্গানুবাদ করেছেন। তার দ্বারা অনার্স, প্রিলিমিনারী ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থীগণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত বইগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলে পরীক্ষার্থীগণ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।...

* আপনার তালিকাটি আমরা সযত্নে রেখে দিলাম। প্রথম

সুযোগেই যেন আপনার ইচ্ছে পূরণ করা যায় সেদিকে আমরা বিশেষ নজর রাখব। আপনার চিঠি আমাদের কাছে সার্টিফিকেটের মত, আপনার প্রশংসার মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শফিক

ধানমন্ডি, ঢাকা।

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, হঠাৎ ক্লাসিকের দিকে ঝুঁকে পড়লেন কেন? যাই হোক, আপনার অনূদিত কিশোর ক্লাসিক ভালই লাগছে। কিন্তু সেই সাথে রহস্যোপন্যাসও লেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আর হ্যাঁ, একটি কথা। আপনি তো এখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। এখনও কি নিজের কামাই খাচ্ছেন? নাকি বড় ছেলের ঘাড়ে ভর করেছেন?

* না, ভাই। এখনও আপনাদের ঘাড়ে ভর করেই খাচ্ছি। ...কিশোর ক্লাসিক খারাপ লাগছে না জেনে সুখী হলাম। চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

সাহানা করিম

মণিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডারের লেখা এবং আপনার অনুবাদ করা বই চারটে পড়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে আনন্দ আর তৃপ্তি পেয়েছিলাম তার এতটুকু কম্‌তি হয়নি আমার এই ৫০ বছর বয়সেও। কোন ভাল বই পড়লে মনে মনে সেই লেখক অথবা লেখিকাকে ধন্যবাদ দেই; তাঁর মঙ্গল কামনা করি। এবার কিন্তু মনে মনে আপনার মঙ্গল কামনা করেও থাকতে পারলাম না। আপনি আমার কৈশোর জীবনের মধুর স্মৃতিমাখা বইগুলি আবার পড়িয়ে কি যে আনন্দ দিয়েছেন তা হয়তো আপনি নিজেও জানেন না। পরম করুণাময় আপনাকে সুস্থ রাখুন যাতে আমি এবং আমার মত আরও অনেক পাঠক সুন্দর সুন্দর বই পড়া থেকে বঞ্চিত না হই। আপনার মঙ্গল হোক।

*খুব ভয়ে ভয়ে অনুবাদ করেছিলাম আমি বইগুলি, কী জানি, পাঠকের ভাল লাগে কি না। আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আপনার কৈশোরে নিয়ে যেতে পেরেছি জেনে বড় ভাল লাগছে এখন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার অনুবাদের কষ্টটা সার্থক মনে হলো আপনার চিঠি পেয়ে। দোয়া করি, যেন এই সুন্দর মনটা নিয়ে আরও অন্তত পঞ্চাশ বছর সেবার পাঠিকা থাকতে পারেন।

রানু
মতিহার, রাজশাহী-৬২০৪

অনেক আগেই ইচ্ছা ছিল আপনাকে অনুরোধ করব লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডারের বইগুলোর অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য। যাই হোক, দেরিতে হলেও বইগুলো বের হয়েছে, সেজন্য সেবা প্রকাশনীকে ধন্যবাদ জানাই।

তবে কাহিনীগুলো এক একটা আলাদা বই আকারে আরও বিস্তারিত ভাবে বের করা হলে আরও বেশি ভাল লাগত। আশা করি ভবিষ্যতে বইগলো একক ভাবে দেখতে পাব। আর যদি লরা ইঙ্গল্‌সের শেষ বই দ্য ফার্স্ট ফোর ইয়ার প্রকাশ করেন, তাহলে অত্যন্ত খুশি হবো।

* সেবা প্রকাশনী থেকে আমরা কম দামে ভাল বই প্রকাশ করব বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই বাহুল্য ও পুনরাবৃত্তি বর্জন করে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে অনুবাদ করা হয়েছে বইগুলো। তবে, সেবা সংস্করণ শেষ হলেই সংরক্ষণের সুবিধের জন্য এগুলো প্রজাপতি প্রকাশন থেকে ভাল কাগজে ছেপে, বোর্ড দিয়ে বাঁধাই করে প্রকাশ করা হবে। তখন আপনার অনুরোধ কতটা রক্ষা করা যায় চেষ্টা করে দেখব।

যেহেতু এটা লরার জীবনী ভিত্তিক রচনা, সেহেতু কাহিনী একটাই; কাজেই দু-তিন খণ্ডকে একখণ্ডে প্রকাশ করলে ছন্দপতন হয় না, আবার সেই মোটা খণ্ডটিকে ভেঙে দুই বা তিনখণ্ডে পুনঃপ্রকাশ করলেও আশাকরি খারাপ লাগবে না।

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

মুন্নী
খিলক্ষেত উত্তর নামাপাড়া, ঢাকা-১২২৯

বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ করে আপনি ও সেবা যে আমার কত প্রিয় তা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি সেবার বই কিনে প্রথমেই বইয়ের পিছনের আলোচনা বিভাগটা পড়ি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এখন অনেক বইয়ের পিছনেই আলোচনা বিভাগটি দেখা যায় না। আর অনুবাদের পিছনে তো ভুলেও দেন না।

অনুবাদ আমার ভীষণ প্রিয়। এই মাত্র শেষ করলাম 'আ কানেক্টিকাট ইয়াঙ্কি ইন কিং আর্থার্স কোর্ট'। জানি অনুবাদের পাঠক কম, কিন্তু আমরা যারা পড়ি, সত্যিকার ভালবাসা নিয়েই তো পড়ি। এর মূল বইটা অত্যন্ত ঢিমে তেতালা গতিতে রচিত, তাই অনুবাদক হয়তো কিছুটা কাটছাঁট করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে এত বেশি? এতে কি মজাও কিছুটা বাদ পড়েনি? নিশ্চয়ই অনেক মজার ঘটনা বাদ পড়েছে। এই স্বাস্থ্যবান নামটির তুলনায় বইয়ের কলেবর কি একেবারেই ছোট হয়ে যায়নি? অপরাধ নেবেন না, কাজীদা, অনুবাদককেও আমার শুভেচ্ছা দেবেন। কারণ, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও যে বইটা প্রকাশিত হয়েছে, তাতেই আমরা খুশি। আর একটু বড় করে লিখলে আরও খুশি হতাম।

* প্রথমেই তোমাকে তোমার চমৎকার আলোচনার জন্যে ধন্যবাদ। অনুবাদক আসলে বিশাল বইটির একটি সংক্ষেপিত ইংরেজি সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে সেটাকে কমানো হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু বাড়ানো একেবারেই সম্ভব ছিল না। তুমি যে তবু তাঁর কষ্টের স্বীকৃতি দিয়েছ (যেটা অনেকেই দিতে পারে না) সেজন্যে অনুবাদক তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

কিশোর ক্লাসিক

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান

মূল: রাফায়েল সাবাতিনি

রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী।

দো বাখনি এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী ফরাসী যুবক। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি আকর্ষণীয় চেহারা।

স্যার হেনরি মরগানের সবচেয়ে প্রিয় সহকারীদের একজন।

আর টম লীচ হচ্ছে ক্যারিবিয়ানের শেষ জলদস্যু—
যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি লোভী আর তেমনি ধূর্ত!

রাফায়েল সাবাতিনির অনবদ্য ঐতিহাসিক অ্যাডভেঞ্চার।
সংঘর্ষ, প্রেম ও রোমাঞ্চের উপাখ্যান
একটি থ্রিলার ক্লাসিক।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০